রাতের নগরী বেইরুট

Rater Nagari Bairut

Bedouin

Rs. 10·00

স্বাতী সান্যাল
কল্যাণীয়াসু

"আমরা চাই আমাদের পিতৃভূমি।"

ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়েন অথবা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার কেবলমাত্র এই দাবী করছেন এমন নয়, দু' হাজার বছর আগে এই দাবী জানিয়েছিলেন মুসা (Moses)। মুসা চেয়েছিলেন মিশর থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের জন্য আশ্রয় ও নিজস্ব বাসভূমি। এতকাল এরাই ছিল অর্ধ-যাযাবর। এই অর্ধ-যাযাবরদের দেশ ছিল ফিলিস্তান। এই দেশেই তারা নিরাপদে বসবাস করতে চেয়েছিল।

কারণ, তারা বার রাজপুতের তের হাঁড়ির মত রোগে ভুগত। তারা ছিল বারটি উপদলে বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত। দল-উপদলের ঝগড়ার সুযোগে তাদের ঘর ছাড়া করেছিল বিদেশী জঙ্গীবাজরা। জঙ্গীবাজদের অত্যাচারে ইহুদীরা আশ্রয় নিয়েছিল মিশরে। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসার নেতৃত্বে লোহিত সাগর পেরিয়ে তারা হাজির হল কানান দেশে।

কানানরাও মূলত পরদেশী। ফিলিস্তানের আদিবাসীরা কানানদের পছন্দ করত না। এবার কানানদের সঙ্গে যুক্ত হল ইহুদীরা। কানানরা মিলে মিশে বাস করলেও আদিবাসীরা এদের বিতাড়ন করার চেষ্টা করত অনবরত।

কানানরা মিশে গেল ইহুদীদের সঙ্গে। এবার ইহুদীরা পিতৃভূমি গড়ে তুলতে নেমে পড়ল। ছোট ছোট গ্রাম বা নগর রাষ্ট্র গড়লেও ইহুদীরা একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। ঘরে ঘরে ঝগড়া, শান্তি কোথাও নেই। শত্রুরাও চুপ করে বসে ছিল না। শত্রু তাদের অসংখ্য। বারটি বিচ্ছিন্ন ইহুদীর দল পারবে কেন শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে। আশ্রয়হীন হবার আশঙ্কা দেখা দিল।

আশঙ্কা কাটিয়ে উঠল ইহুদীরা সলের নেতৃত্বে। সল্ ছিলেন ছোট উপদলের সরদার। তাকেই রাজা করে বসাল দেশের লোক। সল্ সচেষ্ট হল ঐক্যবদ্ধ ইহুদী জাতি গড়ে তুলে নিরাপদে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

সল্ যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল তার অবস্থান হল বর্তমান ইস্রায়েলের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল।

গৃহ বিবাদ চিরকাল বিপদ ডেকে আনে।

ফিলিস্তানের আদিবাসীরা অপছন্দ করত ইহুদীদের। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে সুযোগও এল। সুযোগ পেয়েও কিন্তু ফিলিস্তানের আদিবাসীরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। প্রথমে জয়লাভ করেও শেষে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল বহুজনের মৃত্যুকে সম্বল করে।

ইহুদী, মুসলমান, খৃশ্চান আর শিখ ধর্মাবলম্বীরা হল সবচেয়ে ধর্ম-ভীরু জাতি। তাদের ধর্মগ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, যুগোপযোগী পরিবর্তনকে তারা স্বীকার করে না, লিখিত গ্রন্থের সীমিত ব্যবস্থাই তাদের শেষ আধ্যাত্মিক নির্দেশ।

ইহুদীরা ধর্মভীরু। তাদের কাছে ধর্ম প্রচারক ঋষিদের স্থান অনেক উচ্চে। সল্ যখন ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করলেন তখন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ঋষি সামুয়েল। দুই জনই পরস্পরকে ঈর্ষা করতেন, পরস্পরকে অপছন্দ করতেন। সল্ চান রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে। সামুয়েল চান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। সল্ চান রাজনীতিকে ধর্মের অনুশাসনের বাইরে রাখতে। সামুয়েল চান ধর্ম আর রাজনীতি এক হোক। এই নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুযোগ বুঝে ফিলিস্তানীরা বিদ্রোহ করল। সলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বিদ্রোহ দমন করতে রণক্ষেত্রে গেলেন সল্। যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। ফিলিস্তানীরা এই জয়ের সুযোগে ইহুদীদের দেশ

ছাড়া করতে পারল না। সলের জামাতা দাউদ গ্রহণ করলেন রাজ্যের দায়িত্ব। ভীম বেগে দাউদ আক্রমণ করলেন ফিলিস্তানীদের। যুদ্ধে দলে দলে ফিলিস্তানী প্রাণ হারাল। অকথ্য অত্যাচার করলেন দাউদ যুদ্ধ বন্দীদের ওপর। ফিলিস্তানীরা বশ্যতা স্বীকার করল। বশ্যতা স্বীকারই শেষ নয়। ধীরে ধীরে ফিলিস্তানীরা মিশে গেল ইহুদীদের সঙ্গে। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ফিলিস্তানীদের মধ্যে হিটাইটরা ছিল বেশী সংখ্যক। হিটাইটরা যেভাবে মিশে গিয়েছিল ইহুদীদের সঙ্গে তার চিহ্ন আজও অনেকে লক্ষ্য করে থাকে ইহুদীদের খাঁড়ার মত নাসিকায়।

দাউদ রাজা হয়েই বুঝতে পারলেন কোথায় তাদের দুর্বলতা। ইহুদীদের ঐক্যবদ্ধ না করলে ফিলিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তখনও ইহুদীদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম বিদেশীদের অধিকারে। জেরুজালেম উদ্ধারও করতে হবে নইলে ইহুদীদের মনে আস্থা ফিরে আসবে না।

দাউদ ইহুদীদের মনে জাগাল ভ্রাতৃপ্রেম, জাতিপ্রেম, নিষ্ঠা এবং একতাবোধ। এইগুলো সম্বল করে দাউদ ঝড়ের বেগে আক্রমণ করলেন জেরুজালেম। দখল করলেন এই নগর এবং পার্বত্য দুর্গ। নতুন জীবনের আস্বাদ পেল ইহুদীরা, ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস। এতকালের অর্ধ-যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি নেমে এল। ওরা পেল পিতৃভূমি।

ইহুদীদের তখন বলা হত হাবরু অথবা হিবরু। মধ্য এশিয়ার সেমেটিক বংশোদ্ভূত হাবরুরা নানা দেবতার উপাসক, মূর্তি পূজা করত তারা। তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন যিহোবা। অর্ধ-যাযাবর হাবরুরা দেবতার মূর্তি দোলায় চাপিয়ে এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেত। দেবতা তাদের সঙ্গী। স্থান বদলের সময় দোলায় দেবতাকে বসিয়ে দেবতাকে নিয়ে যেত স্থানান্তরের তাঁবুতে। জেরুজালেম দখল করার পর অর্ধ-যাযাবর দেবতা যিহোবাও ঘর বাড়ি পেল।

জেরুজালেমে ইহুদীরা স্থাপন করল যিহোবার মন্দির। ভক্তের সংখ্যা অগণ্য। ভক্তের দক্ষিণায় দেবতার মন্দির প্রসারিত হল, সৌন্দর্যমণ্ডিত হল, বিরাটাকার ধারণ করল।

মরুভূমির খোলা মাঠের দেবতা মন্দিরের চার দেওয়ালে বন্দী হলেন।

জেরুজালেম হল ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র।

দাউদ মরলেন।

রাজা হলেন সলেমন।

সেই আদি যুগেও আজকের মত সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রীরা সিংহাসন লাভের আশায় লড়াই করেছে। একজন দাবীদার অন্য দাবীদারদের গলা কেটে সিংহাসনে বসেছে। সলেমনকেও এই অপকার্য করে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল।

দাউদের ছিল অগণিত স্ত্রী। স্ত্রীদের বহু সন্তান। সব সন্তানের নজর ছিল সিংহাসনে। সবাই পিতার গদী পেতে উৎসুক। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল রক্তপাত ঘটিয়ে।

যীশুখৃষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে সলেমন সিংহাসন দখল করেছিল ভ্রাতৃহত্যা করে। নিজেকে নিষ্কণ্টক করেছিল তরবারির শক্তিতে।

সিংহাসনে বসেই সলেমন হয়ে গেলেন অতি সজ্জন। রাজনীতিতে তিনি যে পরিপক্ক তারও পরিচয় রেখে গেছেন।

তিরিয়াম ছিলেন ফিনিশিয়াদের রাজা। টায়ার ছিল তার রাজধানী। সলেমনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে তখন ছিল ফিনিশিয়ারা। সলেমন যুদ্ধ বর্জন চান। দূত পাঠালেন তিরিয়ামের রাজসভায়। অবধ্য দূতকে সাদরে গ্রহণ করল তিরিয়াম। সন্ধি হল দুই রাজাতে দুই দেশের উন্নতির পথ উন্মুক্ত রাখতে।

রাজনীতি নিয়ে হাবরুন্না যত না মাথা ঘামায় তার চেয়ে বেশি

মাথা ঘামায় ধর্ম নিয়ে। সলেমন বুঝতে পেরে জেরুজালেমের মন্দিরটা ভাল করে নির্মাণ করলেন।

আকাবা বন্দর দিয়ে ইহুদীদের আর ফিনিশিয়াদের বাণিজ্য শুরু হল দূর দূরান্তের সঙ্গে। পূর্বে আরব, ভারত, শ্রীলঙ্কা ; পশ্চিমে আফ্রিকার উপকূলে ওদের বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতো সেকালে।

সলেমন হাবরু জাতির ঐক্যের বনিয়াদ শক্ত করে দিয়ে গেলেন।

তার মৃত্যুর পর হাবরুদের বারটা উপদলের দশটি মিলে মিশে রাষ্ট্র পত্তন করল। এই নতুন রাষ্ট্র হল ইস্রায়েল। রাজধানী হল সামারিয়া। অবশিষ্ট দুটো উপদল গড়ল ভিন্ন রাষ্ট্র, এই নতুন রাষ্ট্রের নাম হল জুডা, রাজধানী তার জেরুজালেম।

আত্মকলহ স্বজনবৈরিতা দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল ইহুদীদের কপালে। ইস্রায়েল আর জুডা মিলে মিশে তো কোন কাজ করতে পারত না, উপরন্তু একজন আক্রান্ত হলে অপরজন দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখত। সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্রই একই। ভারতেও যখন সিন্ধিয়া আক্রান্ত হল তখন হোলকার গাইকোয়াড় সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ফলে মারাঠা শক্তিকে চূর্ণ করতে ইংরেজদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। এই একই চরিত্র ধারাবাহিকভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা অনুসরণ করেছে এবং পরিণতিতে তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে। জুডা ও ইস্রায়েলও ধ্বংস হয়েছিল। ইহুদীরা স্বাধীনতা হারাল। আসেরিয়ানরা ইরাক থেকে এসে ইস্রায়েল দখল করল। জুডা তখন দর্শক মাত্র, বাধা দিতে এগিয়ে এল না।

যুদ্ধ জয়ের পর হাজার হাজার ইহুদীকে বন্দী করে আসেরিয়ানরা (অসুরীয়) নিয়ে গেল তাদের রাজধানী নিনেভায়।

জুডার ইহুদীরা বড়ই ধর্মভীরু। তাদের অন্ধ বিশ্বাস যিহোবার পূজারীরা অজেয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখল যিহোবা ইস্রায়েলীদের রক্ষা করতে পারল না।

তাদের চিন্তা হল, তা হলে আসেরিয়ানদের দেবতা মরতুক নিশ্চয়ই যিহোবার চেয়েও ক্ষমতাশালী। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে না।

জুডার ইহুদীরা "তাল পড়িয়া ধপ্ করিল অথবা ধপ্ করিয়া তাল পড়িল" চিন্তা করতে করতেই আসেরিয়ান সম্রাট সেনাকরীব জুডা আক্রমণ করল।

যিহোবার মন্দিরে ধন্না দিল ইহুদীরা।

প্রভু আমাদের রক্ষা কর।

যিহোবার পূজক ঋষি ইশা (ইশায়া) আশ্বাস দিলেন, ভয় নেই, ভগবান সহায়। আসেরিয়ানরা পরাজিত হবে।

সেনাকরীবের সৈন্যবাহিনী তৃষ্ণায় জল খুঁজছে। জলও তারা পেয়েছিল। সেই জল যে বিষাক্ত তা কেউ জানত না। বিষাক্ত জল খেয়ে মড়ক দেখা দিল। সেনাকরীব বুঝল এই অবস্থায় যুদ্ধ করা সমীচিন নয়। অবরোধ উঠিয়ে নিল সেনাকরীব। জেরুজালেম বিপদ্ মুক্ত হল।

তখন যিহোবার.জয় জয়কার।

ইহুদীরা বুঝল তাদের দেবতা যিহোবা আসেরিয়ানদের দেবতা মরতুকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। যিহোবার মন্দির পূজা উপচারে ভরে উঠল।

এই আনন্দ স্থায়ী হল না।

পাথরের দেবতা নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না, ভক্তকে রক্ষা করবে কি করে।

এই বাস্তব জ্ঞানলাভ ঘটল যখন বাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার এলেন জুডা জয় করতে। জেরুজালেম দখল করলেন নেবুকাদনেজার। দশ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন বাবিলনে। কয়েক বৎসর পর আবার সৈন্য পাঠিয়ে জেরুজালেম লুঠ করলেন, মন্দির ভেঙে দিলেন।

যিহোবা রক্ষা করতে পারলেন না ইহুদীদের।

নেবুকাদনেজারের হাত থেকে আসেরিয়ানরাও অব্যাহতি পায়নি। তাদের দেবতা মরতুকও তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

ইহুদীরা স্বাধীনতা হারাল। পরাধীনতার বিনিময়ে ইহুদীরা পেল জ্ঞানলাভের পথ। প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-পুরাণ, ব্যবসায় বাণিজ্যনীতি, শিল্পকলা অনেক কিছুই তারা শিখতে পারল বাবিলনে এসে। এতকাল তারা দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা করেছে। এবার ঈশ্বর যে এক ও অভিন্ন সে জ্ঞান লাভ করল। যিহোবা থেকেই বিশ্বাত্মার সন্ধান পেল।

আবার তারা অর্ধ-যাযাবর জীবনে ফিরে গেল সত্তর বৎসর পর। তারা স্বাধীনতা ফিরে না পেলেও দেশে ফিরে যাবার অধিকার পেল পারসিক সম্রাট কাইরুসের কাছ থেকে। সত্তর বৎসরে দশ হাজার ইহুদী বংশবৃদ্ধি করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার হয়েছে। তারাই ফিরতি পথ ধরল।

ইহুদীরা জুডায় ফিরে এল।

কিন্তু তাদের খেত খামার নেই, বাড়িঘর নেই, পূর্বপুরুষদের জমিজমা সব বেদখল।

ইহুদীরা আবেদন জানাল সম্রাট কাইরুসের কাছে, শাহান শাহ, মুক্তি আমরা পেয়েছি কিন্তু মুক্ত জীবন আমরা পাইনি। আমাদের বাঁচার সুযোগ দিন।

কাইরুস ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি বুঝেছিলেন ভবিষ্যতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার হাতিয়ার হবে এই সব ছন্নছাড়া গৃহহারা ইহুদীরা। তিনি রাজকোষ খুলে দিলেন জেরুজালেমের মন্দির মেরামত করতে, ছন্নছাড়া ও গৃহহারা মানুষদের পুনর্বাসন করতে।

এই মন্দিরে আর যিহোবার মূর্তি স্থাপন করল না ইহুদীরা। তারা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার মন্দির গড়ে তুলল।

বাবিলন থেকে যেদিন ইহুদীরা আবার ফিরে এল জুডায় সেদিন থেকে তারা পরিচিত হল (Jew) নামে। জুডা শব্দ থেকেই হয়ত বা 'জু' নামের উৎপত্তি। এই সময় থেকেই তারা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করল তাদের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র। ইহুদীরা সভ্যজগতের অন্যতম হয়ে দাঁড়াল।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় ইহুদীদের এই দুর্ভোগের কাহিনী লেখা থাকলেও পরবর্তীকালে ইহুদীদের আরও অনেক বেশি দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। আসেরিয়ানদের পর এলেন নেবুকাদনেজার। এরপর এলেন আরও পারসিক সম্রাট। অবশেষে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারও তছনছ করে দিয়েছিল তাদের ঘরবাড়ি। তারপর রোমানরাও এসেছে, দখল করেছে তাদের দেশ।

জুডা আর ইস্রায়েল হয়ে রইল চিরকাল লুণ্ঠকদের সম্পত্তি। একদল সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে আরেকদল সাম্রাজ্যবাদী দখল করেছে তাদের পিতৃভূমি। প্রতিবারই তাদের আর্তনাদ উঠেছে, "আমরা চাই আমাদের পিতৃভূমি"। সেই আর্তনাদ কখনও কারও হৃদয় স্পর্শ করে নি। ভূমধ্যসাগর তীরে জলপাইয়ের বাগান ঘেরা পাহাড়ী ছোট্টদেশের অধিবাসীরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে পরাধীনতার অসহনীয় জোয়াল কাঁধে করে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ দেশান্তরে। যেখানেই তারা আশ্রয় পেয়েছে সেখানেই তারা ঘর বেঁধেছে। কিন্তু এরা হারায়নি অতীত ঐতিহ্য, ধর্মভয়, ভাষা ও সংস্কৃতি। যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তারা ইহুদী। রাশিয়ার ইহুদীরাও ইহুদী, বৃটেনের ইহুদীরাও ইহুদী, এরা সবাই একসূত্রে বাঁধা। সব কিছু হারিয়েও কখনও ওরা ইহুদীত্ব হারায়নি। ধর্মের বন্ধন ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ওদের পরস্পরকে বেশি আপন করে রেখেছে। রাজনৈতিকভাবে এরই ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই ইহুদীদের চরম দুর্ভাগ্যের ইতিহাস রচিত হতে থাকে।

যীশু মরলেন ইহুদীদের অবিচারে।

ইহুদী রাজ্য বেথেলহেমে জন্মেছিলেন যীশু। তাঁর শেষ শয্যা রচিত হয়েছিল জেরুজালেমের মাটিতে। সন্নিকটে মাতা মেরির সমাধি। কৃশ্চানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেম। ইহুদীদের পাশাপাশি কৃশ্চানরা গায়ে-গতরে বৃদ্ধি পেতে থাকে জেরুজালেমে ও উপকণ্ঠে।

নির্বিবাদেই বাস করতে থাকে তারা। সহনশীলতার কোন ত্রুটি কখনই দেখা যায়নি।

সপ্তম শতাব্দীতে এল ইসলামের অনুগামীদের স্রোত।

ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায় শুরু হল সেই সময় থেকেই।

হজরত মহম্মদ নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেন, ইসলাম। মুসলমানরা যাদের ঈশ্বর প্রেরিত বা নবী বলে মানে, ইহুদীরাও তাদের নবী বলে স্বীকার করলেও হজরত মহম্মদকে আখেরী নবী বা শেষ প্রেরিত ব্যক্তি বলে স্বীকার করল না। অথচ আচার আচরণে ইহুদী ও মুসলমানদের বিশেষ পার্থক্যও তখন ছিল না। মুসলমানরা ইহুদীদের মতই সুন্নতকে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিল। স্বয়ং হজরত মহম্মদ এসেছিলেন জেরুজালেমে। বাসও করেছিলেন কিছু কাল। এখানে দিব্যজ্ঞানও লাভ করেছিলেন। এর ফলে জেরু-জালেম হল মুসলমানদেরও অন্যতম তীর্থস্থান।

সিরিয়া, জুডা, জর্ডান, ইস্রায়েল তখন ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যভুক্ত। শাসনব্যবস্থা তখন ছিল দুর্বল। পরাধীন ইহুদীরা শাসনক্ষমতায় না থাকলেও তারা অর্থনীতিকে কব্জায় রেখেছিল। ইহুদীরা তখন হল জাত-বেনে, সুদের কারবারী, তারা মোটেই ইসলামের শিক্ষাকে কোন মতেই গ্রহণ করতে পারল না। বিরোধ সৃষ্টি হল।

ইসলাম হল শান্তি ধর্ম। ইসলাম হল সাম্যের ধর্ম। অথচ ইহুদী এবং কৃশ্চানরা তা গ্রহণ করল না। তখন মুখের বাণীর চেয়ে তরবারির আশ্রয় নিল মুসলমানরা।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর আক্রমন করলেন জেরু-জালেম। পরাজিত হল কৃশ্চান শাসকরা। জেরুজালেম পদানত হল মুসলমানদের।

ইহুদীরা কি পেল?

আবু বকরের প্রধান সেনাপতি খালিদ ইবন আল ওয়ালিদ ফতোয়া দিলেন, জেরুজালেমের সকল কৃশ্চান ও ইহুদীদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন। তাদের মন্দির গির্জা রক্ষা করবেন। অমুসলমান কারও ওপর কোন অত্যাচার করা হবেনা। তবে তারা যদি বিজেতাদের প্রাপ্য কর না দেয় তা হলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাপ্য কর দিলেই ভাল ব্যবহার পাবে। (He promises to give them security for their lives, property and churches, neither any Muslim be quartered in their houses. There unto we give to them the pact of Allah and the protection of His prophet, the Calips and the believers. So long as they pay the tax, nothing but good shall befall them.

—Dr. Rafique Zakaria.

অর্থাৎ সব ইহুদীরা পেলনা শুধু স্বাধীনতা। শেকল পায়ে জড়িয়ে দিল মুসলমানরা, অবশ্য শেকলটা সোনার শেকল।

ইহুদীদের অতীত ইতিহাস কিছুটা ঝাপসা ও বেশিটা তমসাবৃত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে ইতিহাস তৈরী হল তাদের জন্য তার পটভূমি কত মর্মান্তিক তারই অনুমানিক চিত্র দেখা যাবে গাজী ডালিয়েনের জবানবন্দীতে।

"আমি এক ছিন্নমূল প্যালেস্টাইন যুবক। আমার নাম গাজী ড্যানিয়েল। আমার বয়স চব্বিশ বছর। যীশুখৃষ্টের শহর "নেজারতে" আমি জন্মেছিলাম। আজ আমি দেশছাড়া, গৃহহারা। দুইটি উদ্বাস্তু কার্ড আমার আছে। একটি লেবাননের প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু সংক্রান্ত

দপ্তর থেকে পাওয়া। ফাইল নম্বর ৩৩২, ক্রমিক নম্বর ৫৪৫৯৫, পরিচিতি নম্বর ২৭৩৪ এবং এই কার্ডে আমার জাতীয়তা প্যালেস্টাইনী লেখা আছে। অপরটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "রিলিফ এণ্ড ওয়ার্কস এজেন্সী" থেকে পাওয়া। অবশ্য এটা আমার একার নয়। আমার পিতামাতা, ছয়ভাই দুইবোন সবাইয়ের মিলিত কার্ড, রেজিস্ট্রেশান নম্বর ৩২৫৪। ৩২০১ এই কার্ডেও জাতীয়তা আমাদের প্যালেস্টাইনী বলেই উল্লেখ করা আছে।

আপনাদের কাছে কেন আমার এই জবানবন্দী জানেন? আমার এই দুর্ভাগ্য আমার ত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইবোনেদের দুর্ভাগ্যের সাথে মিলে মিশে আছে। যারা চায় আপনাদেরকেও অংশ গ্রহণ করাতে তাদের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের খোঁজে।

আমাদের দেশের মানুষের ইতিহাস এক সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তরল আগুনের জোয়াল আমাদের কাঁধের উপর চেপে বসল। স্বাধীনভাবে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার পায়ে দলে মুছে এক ম্যানডেট প্রথার প্রবর্তন করল। আমাদের স্বাধীন কণ্ঠের শ্বাসরোধ করল।

ঠিক এই সময় থেকেই ইউরোপের একদল ইহুদী চিৎকার করতে শুরু করেছিল যে প্যালেস্টাইন তাদের দেশ ছিল। এই সমস্ত ইহুদীরা নিজেদের "জিওনিষ্ট" বলত। দু হাজার বছর আগে তাদের সমধর্মীয় লোকেরা প্যালেস্টাইনে বাস করতো বলেই প্যালেস্টাইন তাদের দেশ।

আমরা প্রথম প্রথম প্যালেস্টাইনে বিদেশ থেকে আগত ইহুদীদের সাদরে গ্রহণ করতাম। তারা আমাদের মধ্যে শতাধিক বৎসর বাস করছিল। তারা শান্ত ছিল, আমাদের শ্রদ্ধা করত। আমরাও তাদের শ্রদ্ধা করতাম, রক্ষা করতাম এবং আশ্রয় দিতাম। আচ্ছা বলুন তো, এখন কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যারা আমাদের

দেশে আগে কোন দিনই ছিলনা তারাই আমাদের দেশকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে!

আমার তখন বয়স নয় মাস। আমাদের পরিবারকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হলো। আমার পিতা হাইফাতে চাকুরি করতেন, সেই চাকুরি তাকে ছাড়তে হল। মা আমাদেরই একটা দোকান দেখাশোনা করতেন। এটাও তাকে বন্ধ করতে হল। আমাদের সমস্ত জমিজমা যা আমার কাকা চাষ-আবাদ করতেন তা জবর দখল হয়ে গেল। আমরা উদ্বাস্তু হয়ে লেবাননে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ক্রমে আমি বড় হতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই আমার মন বিদ্রোহ করে উঠত, জানতে চাইতাম কেন আমাদের এই পরিণতি। আমার বাবা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কেন আমাদের এই দশা।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্যালেস্টাইনে ম্যাণ্ডেট প্রথা প্রবর্তন করার আগে ইউরোপীয় 'জিওনিস্ট' যারা প্যালেস্টাইনে বাস করছিল তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ মধ্য-প্রাচ্যে তারা রক্ষা করে চলবে এবং তার পরিবর্তে প্যালেস্টাইন যে ইহুদীদের জাতীয়ভূমি সেটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বৃটিশরা প্রচার করে বিশ্বের তাবৎ মানুষকে জানিয়ে দেবে। দুঃখের কথা প্যালেস্টাইনের সত্যিকারের যারা অধিবাসী তাদের কোন মতামত নেওয়া হল না এ বিষয়ে।

এরপর থেকে আমরা বাইরের দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে ইহুদী আসা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। ইহুদী হিসাবে নয়, তাদের আমরা ঘৃণা করতাম কেননা তারা আমাদের মাতৃভূমি দখল করে নিজের দেশ বলে প্রচার করতে চায় বলে।

আমরা ইংরেজের এই নষ্টামি সহ্য করতে রাজি নই। আমরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহুবার বিদ্রোহ করেছি, লড়াই করেছি ও প্রাণ দিয়েছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা অভ্যুত্থান

ঘটিয়েছিলাম ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯৩৬-১৯৩৯ সালে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছি বটে কিন্তু আমরা হতাশ হইনি। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা আরও দৃঢ় হয়েছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আরও পাকাপোক্ত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার এবং তাদের বন্ধু ইউরোপীয় 'জিওনিস্ট'-দের মিলিত চক্রান্তে অত্যাচার আমাদের উপর দিন দিন বাড়তে লাগল। ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্যালেস্টাইনে বিদেশ হতে আগত ইহুদীদের সংখ্যা কয়েক শত থেকে কয়েক সহস্রে দাঁড়াল। ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে এক তৃতীয়াংশ জন সংখ্যায় পরিণত হল। দেশের এক সপ্তাংশ জায়গা তারা দখল করে নিল। যে সমস্ত জমি তাদের দখলে গেল তার মধ্যে কিছু কিছু তারা আরবদের কাছ থেকে কিনেছিল আর বাকী সমস্তটাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের বিনা পয়সায় দিয়েছিল সরকারী জমি থেকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই জমিগুলিকে ইহুদীদের দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। কারণ ওইগুলি ছিল ট্রাস্ট এবং প্যালেস্টাইনীদের সম্পত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার পর আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। চলে তারা গেল কিন্তু প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গেল। ইহুদীদের পাকাপোক্তভাবে প্যালেস্টাইনে বসিয়ে দিয়ে গেল। স্থায়ী অশান্তির বীজ বপণ করে ইংরেজ বিদায় নিল। প্যালেস্টাইনের মানুষ এই অশান্তির আগুণে পুড়ে মরছে।

লুণ্ঠক ইহুদীরা নিষ্ঠুরভাবে দলে দলে প্যালেস্টাইনীদের হত্যা শুরু করল বিশেষ পরিকল্পনামত এবং মার্কিনী অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে,প্যালেস্টাইনে শান্তিপ্রিয় প্যালেস্টাইনীদের হত্যা করা হল। বিশ্ববাসী এই গণহত্যার সংবাদে চমকে উঠল কিন্তু কেউ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল না। এর একমাস বাদে 'জিওনিস্ট'রা সাড়ম্বরে ঘোষণা করল ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

ইস্রায়েল হল 'জিওনিস্ট'দের সার্বভৌম রাষ্ট্র, পিতৃভূমি! মূল বাসিন্দাদের রক্তস্রোত বইয়ে সৃষ্টি হল এই রাষ্ট্র। হাইফাতে দিন রাত্রি সব সময়েই বোমার শেল এসে পড়তে লাগল; চারিদিকে নরহত্যার বিভীষিকা নেমে এল।

আমার পিতা কিন্তু কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং জিওনিস্টদের কুচক্রান্তের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে পৃথিবীর বিখ্যাত ধর্মঘট যা ১৭৪ দিন স্থায়ী হয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণ করেন। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এই জাতীয় ধর্মঘট হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘ। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমার বাবাকে তিন মাসের জন্য বন্দী করে রাখে।

প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধারা বাবাকে অনুরোধ করল তাদের সাহায্য করতে, বাবা রাজী হয়ে গেলেন। বাবা ঠিক করলেন আমাকে, আমার ভাইবোনদের ও মাকে লেবাননে রেখে আসবেন এবং তিনি নিজে প্যালেস্টাইনে থাকবেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন। যতদিন না আমরা আবার আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসছি ততদিন আমাদের ব্যয় চালাবার জন্য একখণ্ড জমি বিক্রি করেছিলেন আমার বাবা।

১৯৪৮ সালে মে মাসের বার তারিখে আমরা লেবাননে পৌঁছলাম। সেই থেকে আজ অবধি আর মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারিনি।

তথাকথিত ইস্রায়েলী রাষ্ট্রে প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে। মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় আক্রমণ ইতিপূর্বে হয়েছে কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে আমি কেমন যেন বরদাস্ত করতে পারতাম না। প্যালেস্টাইন একটা সুন্দর নাম। এই নামের অর্থ হল বিভিন্ন জাতের ধর্মের লোকদের মধ্যে সহনশীলতা এবং সমস্ত অধিবাসীর সমৃদ্ধি কামনা। তার নাম দিয়েছে ইস্রায়েল। কেমন বদখত একটা ঘৃণ্য নাম। এই

ইস্রায়েল অনৈক্য সৃষ্টি করেছে, অন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ, ইহুদীদের অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবোধ। ইস্রায়েল শব্দের অর্থই হল ঘৃণ্য একটা নরপশুর দেশ। জার্মানদের উগ্র অন্ধ নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি ভয়ঙ্কর ইস্রায়েলী অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর মানুষ নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ বরদাস্ত করেনি, লড়াই করে তার উচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

আমরা যখন প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে লেবাননের দিকে এসে ছিলাম তখন পথ ছিল ভীষণ বিপজ্জনক। সীমানার তুই মাইল দূর থেকে আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ জিওনিষ্ট সরীসৃপরা ঠিক করেছিল যদি তারা প্যালেস্টানীদের দেশের মধ্যে গুলি করে মারতে না পারে তা হলে যখন তারা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে তখন গুলি করে মারবে।

লেবাননে কয়েক মাস যেতে না যেতেই আমাদের পরিবার কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ল। আমাদের বাধ্য হয়েই উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে উঠতে হল আরও তু'হাজার গৃহহারা প্যালেস্টানীদের সাথে। উদ্বাস্তু শিবির এমন এক ছোট তাঁবুতে আমরা ঠাঁই পেলাম যেটা একটা পরিবারের পক্ষে একদিনের ছুটি উপভোগ করা যায় মাত্র। এগারজনের পরিবার আমাদের। সারা বৎসর এর মধ্যে কাটান কি যে কষ্টকর ছিল তা বলা যায় না। রেশন বা খাবার যা আমরা পেতাম তা মানুষের সহ্যের বাইরে।

খাদ্য এবং পুষ্টির অভাবে বাবা তার ছেলেমেয়েদের কবরে দিয়ে আসত। আর ছেলেমেয়েরাও তাদের বাবাকে চিকিৎসার অভাবে কবরে দিয়ে আসত। শীতের সময় আমরা উপুর হয়ে গড়াগড়ি করে শুয়ে থাকতাম। উদ্বাস্তু শিবিরের একটি ছোট স্কুলে আমি পড়তাম, স্কুল ঘরটি ছিল খুব ছোট পঞ্চাশজন ছাত্রের পক্ষে। শত ছিদ্র থাকার ফলে বর্ষার সব সময়ই বৃষ্টি পড়ত।

এত কঠোর জীবন-যাপন করতে হত আমাদের পরিবারকে।

একজন উদ্বাস্তু পিতার পক্ষে এগার জনের সংসার ছিল গুরুভার। একমাসের রেশন আমাদের মাত্র কয়েকদিন চলত। বেশির ভাগ দিনই আমাদের অর্ধাহারে থাকতে হত। যাইহোক আমার বাবা অনেকদিন বাদে কাঠমিস্ত্রির কম মাইনের চাকরি পেল। তাতে সংসারে কিছুটা সুবিধা হল।

আমার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হল আরও তিন বৎসরে।

পড়াশোনা এখানেই ইতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আমাদের নাগালের বাইরে। ১৯৪৪ সালে আক্রমনাত্মক যুদ্ধ শুরু হল। এটা ছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমটা ছিল আমাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হওয়া। ইস্রায়েলের আগ্রাসন নতুন করে আরও উদ্বাস্তু সৃষ্টি করল। দুঃখ যন্ত্রনা অত্যাচার আরও বাড়িয়ে তুলল। এমত অবস্থায় আমাদের মত ছেলেরা অনুভব করল, ইহুদী শত্রুদের মোকাবিলা করতেই হবে।

আমি পড়লাম দোটানায়। আমাকে যে কোন একটা রাস্তা নিতেই হবে। আমি একটা কম মাইনের চাকুরি পেতে পারি এবং তাতে আমার সংসারটাও কিছুটা সাহায্য পেতে পারে। হয়তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত কিছু একটা হতেও পারি কারণ আমার শিক্ষকমহাশয় আমাকে বলতেন আমি নাকি খুব promising ছাত্র। আমি কিন্তু আরামদায়ক জীবন পছন্দ করিনা। আমি আমার দেশের মানুষের আশা, স্বপ্ন ও বিশ্বাসের প্রতি প্রতারণা করতে পারি না। আমার থেকেও যারা আরও বঞ্চনা ভোগ করছে তাদের কথা একবারও চিন্তা না করে পারি না। সমস্ত ভাবালুতা কাটিয়ে উঠলাম। মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে নিজেকে নিয়োগ করলাম। তিরিশ লক্ষ মানুষ যারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে চলেছে অত্যাচারের অবসান ঘটাতে আমিও তাদেরই একজন।

এই হল প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণের পটভূমি।

যতদিন আমি জীবিত থাকব এবং মুক্তিযুদ্ধ চলবে ততদিন মাতৃভূমি ফিরে পেতে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া অবধি আমার বিশ্বাস নেই (আল্ আরব পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত এবং অগ্নিমিত্রের অনুবাদ)।

অতীত ফিলিস্তান ও বর্তমান প্যালেস্টাইনের এই ইতিহাস একই কথা বলছে। দুই পক্ষই প্যালেস্টাইনকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে দাবী করে। উভয় পক্ষই ফিরে পেতে চায় মাতৃভূমিকে।

তাই কলরোল শোনা যাচ্ছে, আমরা চাই আমাদের পিতৃভূমি (মাতৃভূমি)।

ইহুদীরা ঘর পায় নি। প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের অর্ধযাযাবর ইহুদী বা হাবরুরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি অর্ধযাযাবর জীবন যাপন করছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তারা আস্তানা গড়েছে। সেই সব দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করেছে কিন্তু সেই সব দেশের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। তারা ইহুদী ছিল, ইহুদীই থেকে গেছে। আজ যে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী সেই গোলডা মেয়ার ছিলেন রাশিয়ার নাগরিক। প্যালেস্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ স্থাপিত হবার সময় রাশিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে চলে আসেন এবং বর্তমান ইস্রায়েল গঠনে তার অবদান মোটেই কম নয়।

প্যালেস্টাইনের দুই দল দাবীদারের মধ্যে কার দাবী ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত এটাই বড় সমস্যা।

যারা পশুশক্তির সাহায্যে দাবী কায়েম রাখতে চায় তাদের দাবীর যৌক্তিকতা যে অতীব দুর্বল সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। ইতিহাস এর প্রমাণ ভুরিভুরি রেখেছে আমাদের সামনে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিরকালই দুর্বল জাতীদের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে পশুশক্তির সাহায্যে। ইংরেজ সারা পৃথিবীতে এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ফরাসী, জার্মান, জাপান,

পর্তুগীজ, স্পেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং এশীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক এই পন্থায় দুর্বল জাতীদের পদানত করে রেখেছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের দাবী মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয় জেনেও আজও কেউ কেউ একই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পরিত্যাগ করতে পারেনি অধিকৃত দেশের ওপর থেকে।

সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিল তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। ইংরেজ সেই কারণেই স্বজাতি ইংরেজ উপনিবেশগুলো শ্বেতাঙ্গদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তারই ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত হল দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া। কিন্তু। কিন্তু থেকে গেছে অন্যত্র। সেই কিন্তু-কে বাস্তবরূপ দিতেই ইংরেজ সৃষ্টি করেছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ। যুক্তি হল, এখানে কয়েক হাজার বছর আগে হাবরু জাতী বাস করত। এই যুক্তিতে বলা যায়, রেড ইণ্ডিয়ানরা আমেরিকার মূল বাসিন্দা আর ইউরোপীয়রা সেখানে অনাহুত লুণ্ঠক মাত্র। আজ গোটা আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা অতিশয় কম। তারা দাবী জানায় নি এই গোটা দেশটা ফিরে পেতে। পাঁচশত বৎসরের উপনিবেশ ছেড়ে পাইরেট ইউরোপীয়রা আসবে কি স্বদেশ? না, তা আসবে না। ওখানে বিগত পাঁচশত বৎসর বাস করতে করতে ওটা ওদের পিতৃভুমিতেই পরিণত হয়েছে। তেমনি আরবরা হাজার বছর যাবৎ বাস করছে প্যালেস্টাইনে। তাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। রোমানরা এসেছে, তুর্কীরা এসেছে, ইংরেজ এসেছে। এরা সবাই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী। এরা প্যালেস্টাইনের কেউ নয়। অথচ এদের ইচ্ছার ওপর প্যালেস্টাইনের ভাগ্য যদি নির্ধারিত হয় তা কি সহজে মূল বাসিন্দারা মেনে নিতে পারে?

এখানেই রয়েছে সমস্যার মূল।

এই সমস্যা কিভাবে সৃষ্টি করেছিল ইংরেজ সেটাই বক্তব্য। আরব ও ইহুদীদের বক্তব্য থেকেই এগুলো জানা যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন ওমর।

প্রথম জীবনে ওমর ছিলেন হজরত মহম্মদ বিদ্বেষী। তিনি স্থির করেছিলেন মহম্মদকে হত্যা করবেন। একদিন উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হলেন মহম্মদকে হত্যা করতে এমন সময় শুনলেন তাঁর নিজ ভগ্নী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শোনামাত্রই ওমর ছুটলেন ভগ্নীকে হত্যা করতে। মনে মনে স্থির করলেন, ভগ্নীকে হত্যা করে মহম্মদকে হত্যা করবেন।

ভগ্নীর বাড়িতে এসেই দেখেন তার ভগ্নী নমাজ পড়তে প্রস্তুত হচ্ছেন। ওমরকে দেখে তাঁর ভগ্নী কোরানের অমৃতবাণী শোনাতে লাগলেন। ভগ্নীর মুখে কোরানের অমৃতবাণী শুনে ওমর তরবারি ফেলে দিয়ে নিজেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

এই ওমর মহম্মদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে খলিফার পদলাভ করেন। এই সময় ইসলাম ধর্ম প্রচারে বের হলেন খলিফার অনুগামীরা। তাঁরা দখল করলেন গোটা মধ্যপ্রাচ্য। এর পর মুসলমানদের জয়যাত্রা শুরু হল। এর শেষ অধ্যায় হল স্পেন জয়। পথে সিরিয়া আর প্যালেস্টাইন দখল করল মুসলমানরা। বিজয়ী সৈন্যদের প্রতি খলিফা ওমরের নির্দেশ হল, "I grant them (people of Jerusalem) security of lives, their possessions, their churches, their crossess and all that appartains to them in their integrity and their land and to all the protection of their religion". ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা রইল পরাজিত জেরুজালেমের বিজিত অধিবাসীদের। ছয়শত পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সেদিন থেকেই আরবরা বসবাস করছে এই প্যালেস্টাইন অঞ্চলে। তের চৌদ্দশত বৎসর এরা বাস করেছে এখানে।

এই প্যালেস্টাইন কেড়ে নিতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কৃশ্চান নৃপতিরা বার বার ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ করতে এসেছে এই অঞ্চলে। যুদ্ধ হয়েছে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে অপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা

সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে। সাধারণ অধিবাসী কোন সময়ই এই সব ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের জন্য খুব বেশি বিব্রত হয় নি। এসব যুদ্ধ হয়েছিল মুসলমানে ও কৃশ্চানে। ইহুদীদের কোন ভূমিকাই এতে ছিল না। ধর্মযুদ্ধে মুসলমানরা যেমন উন্মাদ হয়ে উঠত, কৃশ্চানরাও তেমনি উন্মাদ হয়ে উঠত। এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং লড়াই দাঙ্গা চলত অবিশ্রান্তভাবে। আজকের ইহুদী-আরব সমস্যার মূলে অতীতের এই বিদ্বেষ পরোক্ষে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। যেটা ছিল কৃশ্চান-মুসলমানদের বিরোধ সেটাই বর্তমানে ইহুদী-আরব বিরোধে পরিণত। যতটা রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি হল সাম্প্রদায়িক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল।

তুরস্কের খলিফার রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হল। মধ্যপ্রাচ্যেও গড়ে উঠল কয়েকটি আধা স্বাধীন দেশ। তাদের অন্যতম হল মিশর ও প্যালেস্টাইন। এদের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা পরোক্ষভাবে করত ইংরেজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইংরেজ যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল তার মতই অবস্থা। ভারতে বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলো আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করলেও যেমন দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধীন ছিল, নিজস্ব কোন সত্তা অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ছিল না, এই দুটো রাজ্যের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। তবে ইংরেজ চতুর সাম্রাজ্যবাদী। তারা এসব দেশকে কখনও প্রটেক্টরেট অথবা ম্যাণ্ডেটরী নাম দিয়ে অভিভাবকত্ব করত।

প্যালেস্টাইন হল একটি ম্যাণ্ডেটরী স্টেট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ ও তার ভাড়াটিয়া সৈন্যদল যখন এই সব অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নেয় তখনই তারা চিন্তা করেছে প্যালেস্টাইন নিয়ে তারা কি করবে।
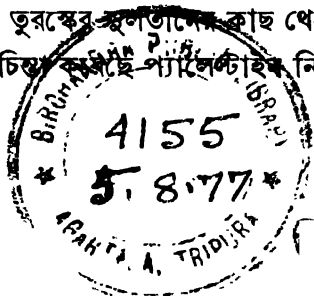
উনিশ শ' সতর সালে যুদ্ধ বন্ধ হল। তখন ভাঙ্গাগড়ার পালা। ইংরেজ বিজয়ী। ইংরেজের ইচ্ছানুসারেই ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে।

এমন সময় উনিশ শ' আঠার সালে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক বেলফুর ঘোষণা করলেন, ইহুদীদের জন্য একটা পিতৃভূমি দরকার।

কিন্তু কোথায় সেই পিতৃভূমি ?

সেই পিতৃভূমি হবে প্যালেস্টাইনে। অবশ্য সেটা তখন আরবদের দেশ। যাতে আরবদের মনে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি না হয় তারজন্য বললেন, ওখানে সামান্য কিছু উদ্বাস্তু ইহুদীরা আশ্রয় নেবে, সুখে শান্তিতে ভ্রাতৃত্ববোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের সঙ্গে বসবাস করবে। হে আরবগণ, তোমরা তো জানো, ইহুদীদের এবং কৃশ্চানদের তীর্থস্থান প্যালেস্টাইনে। সেখানে কৃশ্চানরা তোমাদের সঙ্গে সৎভাবে বসবাস করছে, তেমনি সৎভাবে ইহুদীরাও বাস করবে। মানবতার জন্য পুণ্যকামী ইহুদীদের তোমরা স্থান দিলে ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।

বড়ই মিষ্টি এই আবেদন ও পরিকল্পনা।

শতকরা নিরানব্বই জন প্যালেস্টাইনী আরব বংশোদ্ভূত। তাদের পতিত ও উদ্বৃত্ত জমিতে যদি দু-পাঁচ শ' ইহুদী এসে বসবাস করে তাতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। উপরন্তু যারা আসবে তারা পুণ্যকামী ধার্মিক ইহুদী। তারা বাস করবে তীর্থস্থানে। নীতিগত-ভাবে এতে আপত্তি কারও থাকা উচিত নয়।

আরবরা পরাধীন হয়েই বাস করছে প্যালেস্টাইনে। তারা কৃশ্চানদের সঙ্গে অনেক কাল বাস করছে, দু-দশ ঘর ইহুদীও আছে। তাদের সঙ্গে অশান্তি কখনও হয়নি। সেই ভরসায় তারা নিমরাজি হয়ে গেল।

ইতিহাসের শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। যে ইতিহাস তারা অতীতে সৃষ্টি করেছিল সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যে ঘটতে পারে সেটা খেয়াল করেনি।

অল্প সংখ্যক্ মুসলমান সামরিক বলে বলীয়ান হয়েই আরব থেকে বের হয়েছিল। তারা অতীব সংখ্যালঘু হয়েও শুধুমাত্র সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতবর্ষ থেকে স্পেন—মরক্কো অবধি বিরাট ভূখণ্ড জয় করে রাজ্য বিস্তার করেছিল। দুর্বল জাতীদের পদানত করে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চরম আঘাত করতে মোটেই দ্বিধা করে নি। এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যে হবে সেটা কেউ ভাবেনি। সংখ্যালঘুদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অতি সহজ। শুধুমাত্র বাঁচার দায়েই তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে। কখনও যদি তারা সামরিক শক্তি অর্জন করতে পারে তা হলে দ্বিধা বিভক্ত সংখ্যা গরিষ্ঠকে পর্যুদস্ত করতে পারে এবং অতীতেও তা করেছে। সেই ঘটনাই ঘটল প্যালেস্টাইনে।

'আসুন, আসুন' সাদর আহ্বান জানাল আরবরা।

"এই পথ, এই পথেই যেতে পারবেন জেরুজালেম। সেই পাহাড়-ঘেরা নগরী যেখানে আপনাদের মহা দেবতা যাহোবার মন্দির, যেখানে রয়েছে পবিত্র ওয়েলিং রক। নিরাপদে তীর্থস্থানে যেতে পাবেন, বসবাস করতে পারেন। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

আদর আপ্যায়ন করে তীর্থযাত্রী পূণ্যকামী ইহুদীদের ডেকে নিল আরবরা।

মুচকি হাসল ইংরেজ।

সরল চোখের চাহনির পেছনে যে ক্রুরতা তা বুঝতে পারল না আরবরা। খাল কেটে কুমীরকে ডেকে নিল ঘরে। অবশ্য প্রতিবাদ করেও লাভ ছিল না। পরাধীন জাতীর প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে সক্ষম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। প্যালেস্টানীরা সরল বিশ্বাসে ইহুদীদের স্থান দিয়েছিল। ইংরেজ আশ্বাস দিয়েছিল নিরাপত্তার।

আবার আরম্ভ হল বিশ্বযুদ্ধ।

হিটলার বাহিনী দখল করল উত্তর আফ্রিকা। তারা প্রথম বাধা

পেল মিশর সীমান্তে। মরুভূমির চতুর শৃগাল বিশ্বখ্যাত সেনাপতি রোমেলের গতিপথ রুদ্ধ হল।

হিটলারের দম্ভ, 'বারলিন টু বাগদাদ' স্বপ্ন চূর্ণ হল।

রোমেল পরাজিত হল।

হিটলার বলেছিল, আমার ঝটিকা-বাহিনী রণোন্মত্ত স্থলবাহিনী যে দিন পশ্চিম এশিয়ার ওই পথ ধরে এগিয়ে যাবে, সেদিন কারও সাধ্য নেই আমাকে রুখে দাঁড়ায়। সমগ্র এশিয়া সেদিন প্রচণ্ড ধুলি ঝঞ্ঝার মধ্যে ডুবে যাবে।

পারলনা হিটলার। দম্ভ তার চূর্ণ হল।

কিন্তু।

ইংরেজ শক্তিও এশিয়াতে প্রচণ্ড ধুলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে ডুবে গেল। শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে অমিত শক্তিশালী ইংরেজশক্তি তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হল। ইংরেজ স্বীকার করল মিশরের সার্বভৌমত্ব। এদিকে প্যালেস্টাইনের মাণ্ডেটারী শাসন-ব্যবস্থাও শেষ হয়ে এল। ইংরেজকে এবার ফিরে যেতে হবে তার দেশে, শাসন-ক্ষমতা কার হাতে দেবে? সেই সমস্যাকে ঘোরালো করল আমেরিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানে যে ইহুদী সমস্যা দেখা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিগ্ পাওয়ারস চিন্তা করেছিল ইহুদীদের একটা নিজস্ব রাষ্ট্র প্রয়োজন। হিটলার কয়েক লক্ষ ইহুদীদের হত্যা করেছে। কয়েক লক্ষ বন্দীশালায় আছে। এদের ভাগ্যও অনিশ্চিত। সকল দেশেই ইহুদীরা অনাদৃত। এদের নিজস্ব একটা আশ্রয় না থাকলে এদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে না।

এই আশ্রয় কোথায় গড়ে দেওয়া হবে? ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা উল্টে আমেরিকা দেখল, ইহুদীদের আদি ভূমি ইস্রায়েল এবং জুডা। এই দুটো দেশ নিয়েই বর্তমান প্যালেস্টাইন। ইংরেজের সঙ্গে গোপনে শলা পরামর্শ করে স্থির করা হল, যুদ্ধ শেষ হলে প্যালেস্-

টাইনে ইহুদীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেখানে তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে দেওয়া হবে।

রাজনৈতিক দিক থেকে সুবিধা ছিল ইংরেজের; তখনও প্যালেস্টাইন তাদের ম্যাণ্ডেটরী। ইতিমধ্যে অল্প অল্প করে ইহুদীদের সেখানে বাস করতে পাঠান হয়েছে। প্রথম দিকে ইহুদীরা আরবদের কাছ থেকে জমি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ক্রমেই ইহুদী সংখ্যা বৃদ্ধি হতেই আরবদের মনে সন্দেহ জাগল, অবিশ্বাস জন্মালো, তখন তারা ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি বন্ধ করল। ইহুদীরা জাত-বেনে। তারা অর্থবান। তারা এই কৃচ্ছ্রতাকে কেন স্বীকার করবে। যারা আগে এসেছিল তারা কিছু কিছু জমি দিয়ে সাহায্য করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। ইংরেজ সরকার সমস্যার সমাধান করতে সরকারের খাস জমি বিলি করল ইহুদীদের মধ্যে। দেখতে দেখতে ইহুদীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আরবরা তাদের বোকামি বুঝতে পারল কিন্তু তখন এটা too late, ইহুদীরা তখন শক্ত হয়ে বসেছে। পৃথিবীর সকল দেশের ইহুদীরা অর্থ দিয়ে সাহায্য আরম্ভ করেছে। আমেরিকা ইহুদীদের রাষ্ট্র গড়ে দেবার অছিলায় বহু অস্ত্রশস্ত্র গোপনে পাঠাতে থাকে ইহুদীর কাছে। আমেরিকা বুঝেছিল, আরবরা ইহুদীদের সহ্য করবে না। যখনই আরবরা বুঝতে পারবে ইহুদীদের মতলব তখনই তারা বাধা দেবে এবং লড়াই-দাঙ্গা নিশ্চয় হবে। সেজন্য জিওনিষ্ট আন্দোলন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে এই আন্দোলনকে বলশালী করে তুলল।

আমেরিকা বুঝেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্য দেউলিয়া হবে। ইংরেজকে প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করতে হবে। সেই সময় যদি ইহুদীরা নিজেদের প্রতিষ্টিত করতে না পারে তা হলে ইহুদীদের নিজস্ব কোন রাষ্ট্র গড়া সম্ভব হবে না।

আরবরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। তারাও মোটামুটি প্রস্তুতি নিতে

থাকে। কিন্তু প্যালেস্টাইনীদের সাহায্য করার মত আরব রাষ্ট্র কেউ ছিল না। যারা ছিল তাদের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আধুনিক যুদ্ধের তুলনায় অতি নগণ্য। গোটা আরবদেশের ছোট-ছোট রাষ্ট্র-গুলো সাম্রাজ্যবাদীর উত্তরপুরুষ। আত্মকলহে তারা সব সময় লিপ্ত। সৌদী আরবের বাদশাহের সঙ্গে ইরাকের বাদশাহের কোন মিল নেই। ইরাকের বাদশাহের সঙ্গে জর্ডনের বাদশাহের কোন মিল নেই। এমন ধারা অবস্থায় প্যালেস্টানীরা খুব বেশি সাহায্য কারও কাছে পেল না। এমন কি মিশরের বাদশাহ মুখে তাদের সমর্থন জানালেও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য বিশেষ করল না। অথচ ইহুদীদের আধুনিক অস্ত্রে সাজালো আমেরিকা।

অসম প্রস্তুতি।

এমন সময় ইংরেজ ম্যাণ্ডেটরী ছেড়ে দেশে ফেরার উপক্রম করল।

তাহলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাকে দিয়ে যাবে?

প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার পনর ভাগ তখন ইহুদী বাকী সবাই আরব। ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যা-গরিষ্ঠদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত অথবা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা উচিত। ইংরেজ তা করল না। আমেরিকার প্রসাদপুষ্ট ইংরেজকে নেপথ্য থেকে মার্কিনরা চাপ দিতে থাকে। ইংরেজও টাল বাহানা করতে থাকে।

পরবর্তীকালে একই ঘটনা ঘটিয়েছে ইংরেজ রোডেশিয়াতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকাবাসীর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ জঙ্গী শ্বেতাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। প্যালেস্টাইনে কিছুটা দ্বিধা ছিল।

ইহুদীরা সুযোগ-সন্ধানী চতুর বেনে। তাদের পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থন ও পরামর্শ। ডামাডোলের বাজার। ইংরেজ দুর্বল এবং তারা শীঘ্রই প্যালেস্টাইন ত্যাগ করবে। এই তো সুযোগ। আমেরিকার ইঙ্গিতে ইহুদীরা আরব বিতাড়নে

দাঙ্গা বাধালো। বেশ সুপরিকল্পিতভাবে আরব তথা প্যালেস্-টাইনীদের ঘরছাড়া দেশছাড়া করতে এগিয়ে গেল।

আরবরা অবাক হয়ে গেল। তারা আবেদন জানাল ইংরেজ সরকারের কাছে। ইহুদীদের হাত থেকে বাঁচাতে অনুরোধ জানাল। ইংরেজ সৈন্য টহল দিতে বের হল কিন্তু আরবদের ঘরবাড়ি জীবন রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। ইহুদীরা ইংরেজ সৈন্যের ঘাঁটি আক্রমণ করতেও পেছপা হল না। গোটা প্যালেস্টাইনে আরম্ভ হল রক্তের হোলিখেলা।

আরবরা সমূহ বিপদ বুঝেই হাতিয়ার হাতে তুলে নিল। এতকাল তারা ভেবেছে ইংরেজ যাবার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্যালেস্টাইনীদের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে যাবে, যতদিন ইংরেজ দেশ থেকে যাবেনা ততদিন ইংরেজের আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করতে পারবে। এই বিশ্বাস যে অমূলক তা প্রমাণিত হল শীঘ্রই। ইংরেজ তাদের রক্ষা তো করতে পারলই না উপরন্তু যাবার সময় প্যালেস্টাইনকে নরককুণ্ডে পরিণত হবার সুযোগ দিল, পরোক্ষে ইহুদীদের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে গেল।

আরবরা প্রতিরোধ করেছিল। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল অস্ত্রের মুখে কিন্তু তাদের অস্ত্রসজ্জা অতি দুর্বল। প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। গ্রাম-শহর আরব শূন্য হল। আরবরা আশ্রয়ের আশায় ছোটাছুটি করতে থাকে। একদল ছুটে গেল লেবাননে, আরেকদল ছুটে গেল সিরিয়াতে, আরেকদল ছুটে গেল জর্ডানে, আরেকদল আশ্রয় নিল সিনাইতে।

বেলফুরের ইহুদীদের পিতৃভূমি গড়ে দেবার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিল ট্রুম্যান।

উনিশ শত আটচল্লিশ সালে ইহুদীরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপন করে প্যালেস্টাইনের নাম দিল ইস্রায়েল।

বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে আবেদন জানাল প্যালেস্টাইনীরা। গণহত্যার প্রতিবাদ জানাল পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ ঠুঁটো জগন্নাথ।

তারা একমাত্র উপায় নির্ধারণ করল, গৃহচ্যুত আরবদের পুনর্বাসন দেবার। মার্কিন পক্ষপুটে যেসব রাষ্ট্র আশ্রয় নিয়েছে তারাই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যয় বহন করার প্রতিশ্রুতি দিল।

ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, আমেরিকার লজ্জাহীন অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সশস্ত্র হস্তক্ষেপে তিরিশ লক্ষ প্যালেস্টানীকে আশ্রয়চ্যুত, দেশছাড়া করে ইস্রায়েল সৃষ্টি হল। বিশ্বের নিরপেক্ষ মানুষ ব্যথিত হল। বহুরাষ্ট্র এইভাবে সৃষ্ট ইস্রায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিল না। বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহ ইস্রায়েলের অস্তিত্বই স্বীকার করল না।

এতদিন পরে আরব রাষ্ট্রসমূহের ঘুম ভাঙ্গল। কিন্তু বড় বিলম্বে ঘুম ভাঙ্গল। ইংরেজ ও আমেরিকার চাতুরী বুঝতে বড়ই দেরী হয়েছে। যখন সবাই বুঝল প্যালেস্টাইনের সমস্যা মেটাবার একটি মাত্র পথ রয়েছে। সেই পথ হল অস্ত্রের পথ। তখন সাজ সাজ রব উঠল। দামামা বেজে উঠল মিশরে, জর্ডানে, সিরিয়াতে আর ইরাকে।

সিরিয়া বাদে সব কটা দেশেই তখন রাজতন্ত্র। রাজকীয় ফর্মান জারী হল। ইস্রায়েলকে নিশ্চিহ্ন কর। মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে দাও ইস্রায়েলকে।

চারিদিক থেকে আক্রান্ত হল ইস্রায়েল।

কিন্তু একি! ইস্রায়েলের মাটিতে কদম রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল ইহুদীরা। সমস্যা যাই হোক, ইস্রায়েলের বড় সমস্যা বাঁচার। ইস্রায়েল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে হাঁটার কোন পথ নেই, স্থান নেই। সমগ্র বিশ্বে তার কদম রাখার এই সামান্যতম ভূমিটুকু যদি হাতছাড়া হয় তাহলে তাদের ফিরে যেতে হবে সেই অর্ধ যাযাবর জীবনে। অপর রাষ্ট্রে বাস করে তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়রাণ হয়ে যাবে। তাদেরও বাঁচতে হবে লড়াই করে।

তারই প্রস্তুতি নিয়েছে ইস্রায়েলের আপামর জনসাধারণ। নারী-পুরুষ সবাইকে সামরিক শিক্ষা নিতে হয়েছে; সবাই অস্ত্র চালনায় দক্ষ। সবাই দেশরক্ষার জন্য জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর। তাদের বাঁচতে হবে। বাঁচার আর দ্বিতীয় পথ নেই। অপরপক্ষে আরব রাষ্ট্রসমূহে দেশাত্মবোধেরই শুধু অভাব ছিল এমন নয়। রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীতে যারা যোগ দেয় তারা অন্নসংস্থান করতে যায়। তারা ভাড়াটিয়া সৈন্য। এদের নৈতিক বল থাকেনা। বিশেষ করে ভাড়াটিয়া সৈন্যের চরিত্র হল প্রত্যাঘাতের সামনে তারা দাঁড়াতে পারে না। দুর্বলের ওপর অত্যাচার করা তাদের পক্ষে সহজ। দ্বিতীয়ত, রাজার ভোগ বিলাস মিটিয়ে অর্থ সঞ্চয় ও সংগ্রহ করে অস্ত্রসজ্জা করা অথবা যুদ্ধ করা, বিশেষ করে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, রক্ষণশীল আরব রাষ্ট্রসমূহ আধুনিক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র ও সৈন্য গড়ে তুলতে পারে না। চতুর্থত, দেশপ্রেমের অভাবে ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল হয় ফলে বিশ্বাসঘাতক তৈরী হয় সহজেই।

উনিশ শত আটচল্লিশ সালে আরবরা যখন ইস্রায়েল আক্রমণ করল তখন তাদের ভ্রান্ত রণনীতি, দুর্বল অস্ত্র এবং নৈতিক শক্তির নিম্নগামিতা তাদের বহু ঘোষিত দম্ভকে চূর্ণ করে দিল। সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রসমূহের বাহিনী পরাজিত হল। বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে আলোড়ন সৃষ্টি হল। ইস্রায়েলের সীমানা মেনে নিল অনেক রাষ্ট্র। পরাজিত আরবরা কিন্তু স্বীকার করল না ইস্রায়েলকে। অর্থাৎ অশান্তির আগুন ছাই চাপা রইল, যে কোন সময় আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে।

আরব-ইস্রায়েলের এই যুদ্ধে অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন নাসের।

নাসের আরবদের পরাজয়ের কারণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, রাজতন্ত্র মিশরকে দুর্বল করে রেখেছে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

কায়রোর অফিসার ক্লাবে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন নাসের। একা তো এই দুরূহ কাজ করতে পারবেন না। সামরিক বাহিনীর সাহায্য পেতে হলে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা প্রয়োজন।

তরুণ অফিসাররা ধীরে ধীরে নাসেরের মতবাদকে স্বীকার করল।

তারপর একদিন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাল সামরিক বাহিনী। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাসের কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিলেন না। দেশকে সাধারণতন্ত্রী বলে ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট পদে বসালেন নাগুইবকে। মিশরে প্রতিষ্ঠিত হল প্রেসিডেন্টের রাজত্ব, মন্ত্রীসভা গঠিত হল, সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে পাঠাবার অধিকার পেল কিন্তু নাগুইব বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন না করে পুরাতন রাজতন্ত্রীদের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। সংবাদ গোপন থাকে না। নাসের মিশর থেকে রাজতন্ত্র বিতাড়িত করেছেন, প্রেসিডেন্ট নাগুইবকে দেশ গড়ে তোলার কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন অথচ নাগুইব বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করবে এটা ছিল অকল্পনীয়। নাসের ধৈর্যচ্যুত হলেন। সংবাদ সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হলেন যে নাগুইবের মতলব জনস্বার্থ বিরোধী।

একদিন নাগুইবের বাসস্থান সামরিক বাহিনী ঘেরাও করল। নাগুইব বাধা দিলেন না, বিদায় নিলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে। নাসের নিজের হাতে তুলে নিলেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব।

আরম্ভ হল দেশ গড়বার কাজ।

নাসের বললেন, আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব তবে কম্যুনিজম নয়।

সমাজতন্ত্রের পথে নাসের কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা আজও নির্ধারিত হয়নি তবে কম্যুনিষ্টদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেছিলেন।

এমন সময় দেশকে সমৃদ্ধ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। দেশকে খাদ্য সম্ভারে আত্মনির্ভর করতে হলে কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে নীলনদে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করতে হবে। এই জলাধারের জল সেচ কাজে লাগাতে হবে।

ইঞ্জিনিয়াররা স্কীম তৈরী করল। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হল। সবই স্থির করল নতুন জলাধার তৈরী করতে হবে। এই জলাধারের নাম হবে আশোয়ান বাঁধ। ম্যাপ তৈরী হল, খরচের হিসাব হল, অভাব কেবলমাত্র টাকার। সে টাকা দিতে পারে আমেরিকা। নাসের আবেদন জানাল আমেরিকার কাছে। আমেরিকাও পরিকল্পনা, নক্সা, ম্যাপ ইত্যাদি দেখে টাকা দিতে স্বীকার করল। অপরপক্ষে তখন নাসের তার দেশরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলছিলেন সোভিয়েতের সাহায্যে, সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মিশরের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে সাহায্য করছে। আমেরিকা সাহায্য দিতে রাজি কিন্তু সোভিয়েত প্রভাব সহ্য করতে রাজি নয়। গোপনে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে সোভিয়েতের কাছ থেকে মিশরকে হটিয়ে আনতে।

নাসের ছিলেন জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অংশীদার। তিনি যেমন সোভিয়েতের সাহায্য চান তেমনি আমেরিকার সাহায্যও চান। রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করলেন নাসের।

আমেরিকাও টালবাহানা করতে থাকে। অবশেষে মিশরকে জানিয়ে দিল টাকা তারা দিতে অনিচ্ছুক।

নাসের অনেক দূর এগিয়েছিলেন আমেরিকার অঙ্গীকারে, কিন্তু আমেরিকা নাসেরকে মাঝ দরিয়াতে ডোবালো। নাসের তখন বিশ্বের ধনীদেশগুলোর দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকেন আর্থিক সাহায্যের আশায়। সর্বত্র তিনি বিফল হলেন। এবার সোভিয়েতের পালা। সোভিয়েত বলল, কুছ পরোয়া নেই, আমরা টাকা দেব

আশোয়ান বাঁধ তৈরী করতে। আমেরিকার চালে যে ভুলট হল তারই সুযোগে সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তার করতে এগিয়ে এল।

সোভিয়েত মিশরকে গোপনে জেট বিমান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল। মিশরের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করে তুলতে দেখে পশ্চিমী রাষ্ট্র সমূহ বেশ শঙ্কিত হয়েছিল। সেজন্য মিশরকে সাহায্য করতে কেউ-ই এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু আশোয়ান বাঁধ তৈরী করতে যখন সোভিয়েত অর্থ সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিল তখন চারিদিকে সাজ সাজ রব উঠল। মধ্যপ্রাচ্যে যাতে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি না পায় তার জন্য সচেষ্ট হল। এই সকল পশ্চিমী শক্তি এসে হাত মেলালো ইস্রায়েলের সঙ্গে। ইস্রায়েলকে ইংরেজ, ফরাসী এবং আমেরিকা অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে তাকে শক্তিশালী করে তুলল।

নাসেরও চুপ করে বসেছিলেন না। দেশের উন্নতির জন্য টাকার দরকার অথচ টাকা নেই। অনেক আবেদন নিবেদন করে যখন পশ্চিমী শক্তিদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পেলেন না তখন একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন।

উনিশ শত ছাপান্ন সালের জুলাই মাসে সুয়েজখাল জাতীয়করণ করলেন নাসের।

সুয়েজখালের ইতিহাসও বিচিত্র।

খাল কাটার আগে ইউরোপীয় বণিকদের এশীয়দেশে সমুদ্রপথে যাতায়াত করতে হত আফ্রিকার উত্তমাশা (Cape of Good Hope) অন্তরীপ ঘুরে। এতে ব্যয়ও বেশি হত, সময়ও দরকার হত বেশি। অনেক দিন থেকেই নতুন পথ আবিষ্কারের চিন্তা করছিল তারা। অবশেষে ফরাসীরা এই কাজে হাত দিল। মিশরের সামন্তরাজার (খেদিভ) সঙ্গে চুক্তি করে ফরাসীরা খাল কাটার নক্সা তৈরী করল।

জাহাজ যাতায়াতের উপযোগী খালকাটা সহজ কথা নয়। বহু

অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রয়োজন মেটাতে কোম্পানী গঠন করল ফরাসীরা কিন্তু সুয়েজখাল কাটার জন্য কেউ আগ্রহ দেখাল না। মিশরের খেদিভ আর ফরাসীরাই শেয়ার কিনল। খাল কাটা হল। ভূমধ্যসাগরের সহিত লোহিত সাগর যুক্ত হল। খালের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে থাকে ফরাসীরা।

—খাল উন্মুক্ত হতেই ইংরেজের জাহাজ এশীয় সাম্রাজ্যে যাতায়াত আরম্ভ করল এই খালপথ দিয়ে। এর জন্য প্রচুর মাশুল দিতে হত সুয়েজখাল কোম্পানীকে। ফরাসীরা খালের শুল্ক আদায় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।

ইংরেজ বেনের জাত। কেন সহ্য করবে ফরাসীদের সৌভাগ্য? তারা খেদিভকে নানাভাবে তোষামোদ করে ধীরে ধীরে মিশরের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করল, খেদিভের কাছ থেকে খালের শেয়ারপত্রগুলো কিনে নিতে আরম্ভ করল।

কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল ইংরেজ ও ফরাসীরা সুয়েজখাল কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক। পরিচালনার দায়িত্বও তারা তুলে নিল নিজেদের হাতে। ফরাসীরা যাতে প্রাধান্য না পায় সেজন্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ফরাসীদের শেয়ারও কিছু কিছু কিনতে থাকে। অচিরেই ইংরেজ হল গরিষ্ঠসংখ্যক শেয়ারের মালিক।

সুয়েজখাল থেকে কোটি কোটি পাউণ্ড লভ্যাংশ পেতে লাগল ইংরেজ অংশীদাররা। যাতে সুয়েজখাল অন্য কারও অধিকারে না যায় তার জন্য সুয়েজখাল পাহারা দিতে ইংরেজসৈন্য মোতায়েন করা হল সুয়েজখালের উভয় তীরে।

নাসের যখন সুয়েজখাল দখল করলেন তখন ইংরেজকে বললেন সৈন্য সরিয়ে নিতে।

বিবাদ শুরু হল।

ইংরেজের বহু টাকার শেয়ার রয়েছে, তেমনি ফরাসীদেরও প্রচুর

শেয়ার রয়েছে। তাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতেই তারা রণং দেহি মূর্তিতে দেখা দিল।

আরব-ইস্রায়েল ঝগড়া তো ছিলই। নাসের বললেন, সুয়েজখাল দিয়ে কোন ইস্রায়েলী জাহাজ যেতে দেওয়া হবে না।

ইস্রায়েল হল বিপন্ন।

বিনা নোটিশে ইংরেজ-ফরাসী-ইস্রায়েল মিশর আক্রমণ করল।

আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও পরোক্ষ সমর্থন তার ছিল। "আন্তর্জাতিক জলপথের ওপর এভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনঃপূত ছিল না।"

ইস্রায়েলের সমুদ্রপথে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। ইস্রায়েল আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করল। অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সিনাই অঞ্চলের আরব ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিল। তারা আকাবা উপসাগরের পথে সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে নিল।

বৃটেন ও ফ্রান্স মিশরের বড় বড় বন্দরে বোমা বর্ষণ করতে থাকে।

ইস্রায়েলীরা মিশরীয় বাহিনীকে পরাজিত করলেও ইংরেজ ও ফরাসীদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। যুদ্ধের গতি যে কি হত তা বুঝবার আগেই কয়েকটি ঘটনা ঘটল যার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ বললে ভুল হবে, আক্রমণকারীরা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ সক্রিয় হল যুদ্ধ বন্ধের জন্য।

প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে যার নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাবে। মিশর সুয়েজখাল কোম্পানীর শেয়ারের ক্ষতিপূরণ করবে।

অবশ্যই অতি সুবোধ বালকের মত এই প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করেনি। ইংরেজ ও ফরাসীরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করায় মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে রাশিয়া কিছুটা বিব্রত হতে থাকে। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহ ছিল না আক্রমণকারীদের তবে রাশিয়া যখন ঘোষণা করল, যদি এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বন্ধ না করা হয় তা হলে রাশিয়া বিধ্বংসী এমন

অস্ত্র ব্যবহার করবে যাতে ফ্রান্স ও বৃটেন নিজেদের ভূমিতেই গুরুতর আঘাত পাবে অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের এই ঘটনা বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ডেকে আনার উপক্রম করল। রাশিয়া যদি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তা হলে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বে, ফলাফল সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই মারাত্মক হবে।

রাশিয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করল আক্রমণ-কারীদের। মিশর ক্ষতিপূরণ করতে স্বীকার করল। রাষ্ট্রসংঘের তদারকী বাহিনী এল যুদ্ধ-পূর্ব-অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। ইস্রায়েল সিনাই থেকে তার সৈন্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

সাময়িক শান্তি দেখা দিল।

ইংরেজ অথবা ফরাসী তাদের এই অপমান ও ক্ষতিকে অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে নিতে পারেনি। এবার তাদের কৌশল হল অপরপক্ষকে দিয়ে মিশরকে শায়েস্তা করা। এতে তাদের ডবল লাভ। সুয়েজ যদি কেড়ে নেওয়ানো যায় তা হলে মিশরের রাজস্ব-হানি ঘটবে, মিশরের গরিমা যেমন চূর্ণ হবে তেমনি মধ্যপ্রাচ্য রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত হবে। এই অপকার্যকে সুসম্পন্ন করতে তারা ইস্রায়েলকে বেছে নিল হাতিয়ার রূপে। তাদের সঙ্গে হাত মেলালো আমেরিকা।

মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীর অধিকাংশ পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্য সরবরাহ করে। মার্কিন মুলুকে খনিজ তেলের বড়ই প্রয়োজন। সেই তেলের রাজ্য হল আরব রাষ্ট্রসমূহ। কোন প্রকারে যদি তেল হাতছাড়া হয়, আধুনিক আমেরিকার পক্ষে তা হবে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই তেলের রাজ্যে প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে দুটো কাজ করার প্রয়োজন। প্রথমটি হল আরবদের মধ্যে কলহ জিইয়ে রাখা, দ্বিতীয়টি হল বন্দুক উঁচিয়ে রাখা।

প্রথম কাজটি কূটনৈতিক পথে সম্পন্ন করতে কুখ্যাত মার্কিন

গোয়েন্দাবাহিনীকে গোপনে নিযুক্ত করা হল। দ্বিতীয় কাজটি করতে ইস্রায়েলকে নিজেদের তাঁবেদার করে তুলল।

ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন সরকার ইস্রায়েলকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে থাকে এবং বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে তাদের সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করল।

ইস্রায়েলকে অস্ত্রসজ্জিত করতে জাহাজভর্তি অস্ত্র আসছে।

মিশরী গোয়েন্দা বিভাগ সংবাদটি পেয়েই তৎপর হল। মিশর সরকার শঙ্কিত ও চিন্তিত। বুঝল, অচিরেই ইস্রায়েল কোন দুর্ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করবে।

নাসের আদেশ দিলেন, অস্ত্র বোঝাই যে সব জাহাজ আকাবা বন্দরে যাবে তাদের মাঝ সমুদ্রে আটক কর।

মিশরীয় নৌবাহিনী জাহাজ আটক করতে থাকে। বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী জাহাজ আটক আরম্ভ হতেই কিছু জাহাজ ফিরে গেল নিজেদের দেশে।

সাতান্ন সালটা ভয়ের কারণ হয়ে উঠলেও প্রত্যক্ষভাবে কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটলনা কিন্তু অসন্তোষের বীজ থেকে গেল। বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসীরা জোর শলাপরামর্শ আরম্ভ করল। ইস্রায়েল হল কীলক, এই কীলককে যে কোন উপায়ে মিশরের হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করাতেই হবে।

বিশ্বজনমত বিক্ষুব্ধ হতে পারে। যদিও আমেরিকা মনে করে তার অভিমতই হল বিশ্বজনমত। অপরের বাদ-প্রতিবাদকে আমেরিকা গ্রাহ্যই করেনা। তবুও তাদের অপকাজের কৈফিয়ত তৈরী করতে সমানে তারা প্রচার করতে থাকে, রাশিয়া মিশরকে অস্ত্র সাহায্য করছে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি দেখা দিতে পারে। রাশিয়াকে নিরস্ত করতে আমরা চাই। রাশিয়ার এই কাজ বিশ্বে দাবানল জ্বালাবার পথ তৈরী করছে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশরের ভবিষ্যত আগ্রাসনকে রোধ করতে হলে এবং balance of power রক্ষা

করতে হলে অপর কোন রাষ্ট্রকে সমানভাবে অস্ত্রসজ্জিত করা উচিত। তা হলে ভবিষ্যতে মিশর আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহস পাবে না।

পৃথিবী জুড়ে আমেরিকার তাঁবেদার বহু রাষ্ট্র আছে। তারাও পোঁ ধরল, তারাও প্রচারে নামল। তারাও His Master's Voice শুনে সেই Voice শোনাতে থাকে বিশ্ববাসীকে, এর প্রতিফলন ভারতীয় কোন কোন সংবাদপত্রে দেখা গিয়েছিল। আমেরিকার জন্য ওকালতী করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনও করেছিল তারা।

প্রচার সাফল্য দেখা গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ঘোষণা করল, এই গুরুতর অবস্থা নিয়ে তারা ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে বসবে। সেই সম্মেলনেই স্থির হবে তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা।

উনিশ শত ষাট সালে সম্মেলন বসল।

সম্মেলন শেষ হতেই তিনটি পক্ষ ঘোষণা করল তাদের নীতি।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় জানালেন, তারা ইস্রায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অস্ত্রশক্তির সমতা বজায় রাখবেন এবং কেউ জোর করে সীমানার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে তার বিরুদ্ধতা করবেন।"

এই সম্মেলনে রাশিয়াকে ডাকা হয়নি। এই ঘোষণায় রাশিয়া স্বাক্ষর করেনি। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার স্বার্থ ও আগ্রহ সর্বাধিক। যেমন জেনেভায় ভিয়েতনাম চুক্তিতে আমেরিকা স্বাক্ষর না করে অশান্তি সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে, এখানে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে ঘোষণা করায় এই তিন শক্তি অশান্তি সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে রাখল। পরবর্তী ঘটনার দায়িত্ব এই তিনপক্ষ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী এই তিনপক্ষ। এই তিনপক্ষের এক তরফা এই ঘোষণাই পরবর্তী কালের সব ঘটনার মূল। এই তিনপক্ষ ইস্রায়েলকে জঙ্গীবাজ করে

তুলতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হল কিন্তু কোন সময়ই তারা প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের কথা বললনা অথবা ইস্রায়েল যে সব ভূমি অন্যায়ভাবে দখল করেছে তার মীমাংসা করল না। উপরন্তু এই ঘোষণার শেষ কথাটি মূল্যহীন। সীমানা পরিবর্তনের বিরুদ্ধতা করার অর্থ এই নয় যে সীমানা পরিবর্তন করলে সক্রিয়ভাবে তাতে বাধা দেবে।

ইস্রায়েল এরই অপেক্ষা করছিল।

আরব রাষ্ট্রসমূহ ইস্রায়েলকে স্বীকার করে না। সুযোগ পেলেই তারা হামলা করতে পারে এমন ভীতি তাদের ছিল, সেজন্য নিজেদের তথা সমগ্র বিশ্বের ইহুদীদের সত্তা বজায় রাখতে জঙ্গীবাহিনীকে আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে তুলল।

নাসের চুপ করে বসেছিলেন না। তিনিও প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। নাসের বুঝতে পারেন নি ইস্রায়েলী গোয়েন্দাবাহিনী মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীর চেয়েও পটু এবং ভয়ানক হিংস্র। নাসের যে ভাবেই প্রস্তুতি করুন না কেন তার পুরো খবর ইস্রায়েলের রাজধানী তেল আবিবে পৌঁছে যাচ্ছিল, এমন কি যে সব জার্মান ও রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ ছিল মিশরে তাদের হত্যা করার এবং অপহরণ করার ব্যবস্থাও পাকা করেছিল এবং সেই পথে কাজও করে চলছিল।

নাসের জানতে পারেননি যে তার দেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক ইস্রায়েলী গোয়েন্দা শিনবেতকে সাহায্য করছে। মিশরের সামরিক প্রস্তুতি ও বৈষয়িক উন্নতির সকল খবর পৌঁছে যাচ্ছে তেল আবিবে। এমন কি খসড়া পরিকল্পনার নকল, ম্যাপ, নকসা সব কিছুই পাচার হয়ে যাচ্ছে।

বেইরুতের হোটেলগুলো হল এই সব পাপকার্যের কেন্দ্র। এখানে বসেই বিশ্বাসঘাতকরা শলাপরামর্শ করে, অর্থের লেনদেন করে, নারীসঙ্গ লাভ করে, সুরার স্রোতে ভাসে।

লেবানন হল বিচিত্র দেশ। অধিবাসীদের আধাআধি খৃশ্চান ও

মুসলমান। প্রজাতন্ত্র স্বীকৃত রাষ্ট্রনীতি। প্যালেস্টানী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় গড়ে দিয়েছে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ এই দেশের নানা স্থানে। রাষ্ট্র প্রধানরা সহজে কোন অশান্তিতে জড়াতে চায় না। আরবস্বার্থ যেমন, তেমনি অ-আরব-স্বার্থও সেখানে মোটামুটি রক্ষিত হয়।

মিশর, জর্ডান এবং সিরিয়ার অনেক ভূমি ইস্রায়েল দখল করে রাখলেও লেবাননের ভূমিতে হাত বাড়ায়নি। মাঝে মাঝে ইস্রায়েলীরা লেবাননে হামলা করে প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডোদের উপর বোমা বর্ষণ করেছে। তবুও লেবানন শান্ত।

শান্ত লেবানন হল আকাশ পথে এশিয়া ইউরোপের যোগাযোগ স্থল। লেবাননের রাজধানী বেইরুতের আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর নানা দেশের বিমান এসে দাঁড়ায়। নানা দেশের মানুষ বিশ্রাম করে, নানা মতের মানুষ মত বিনিময় করে। অধিকন্তু চোরাকারবারী, খুনী-গুণ্ডাদেরও পীঠস্থান। লেবানন পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। তার উপার্জনের পথ সীমাবদ্ধ সেজন্য এই সব নানা দেশীয় মানুষকে সাদরে স্থান দেয় বিদেশী মুদ্রা অর্জনের আশায়। লেবাননের সামুদ্রিক বন্দরে নানাদেশের জাহাজ এসে ভীড় করে। পণ্যসম্ভার বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চোরাপথে চালান যায় পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে।

এইভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে লেবানন, বিশেষ করে লেবাননের রাজধানী বেইরুতকে দেখলে মনে হবে কোন মার্কিন শহরে এসেছি। বিলাস-দ্রব্যের প্রাচুর্য, মদের দোকান এবং দেহপণ্যোপজীবিনীদের ছড়াছড়ি। হোটেল, বার, ক্যাবারে—সব কিছু দিয়েই বেইরুত সাজানো। বাহিরের চাকচিক্য দিয়ে অভ্যন্তরের পাপকে ঢেকে রাখতে কোন ত্রুটি নেই কোথাও।

রাতের বেইরুত কেমন মোহিনীমায়া সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক হোটেলের লুনজে বসে যে এশীয় ভদ্রলোক খবরের কাগজে চোখ রেখে মাঝে মাঝে হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিচ্ছে তার

পরিচয় হোটেলের খাতায় নেই। কারণ, সে হোটেলের বাসিন্দা নয়, অভ্যাগত। মাঝে মাঝে আসে পান-ভোজন করতে।

পরিচারক মাঝে মাঝে এসে নতুন আদেশ পেতে দাঁড়াচ্ছে। ভদ্রলোক কাগজ থেকে মুখ তুলে শুধু একবার 'নো' শব্দ উচ্চারণ করে আবার কাগজে মন দিচ্ছে।

একটা ব্রীফ্‌কেস্‌ হাতে করে ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত গোলগাল মুখ সুস্থদেহী যুবক প্রবেশ করল লুনজে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল সংবাদপত্র পাঠরত ভদ্রলোকের ওপর। ইতস্তত পদক্ষেপে তার কাছে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলল, আমি বোধহয় মিষ্টার আবিদের সঙ্গে কথা বলছি।

ভদ্রলোক কাগজ গুটিয়ে নবাগতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমিও বোধহয় মিষ্টার ফইমের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

দু'জনেই হেসে উঠল।

তাদের হাসির শব্দে পাশের টেবিলে উপবিষ্ট একজন মহিলা মুখ ফিরিয়ে দেখল।

ফইম বলল, শীতটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারকার শীতে অনেকেই মরবে দেখছি। ক্যাম্পগুলোতে প্রয়োজনীয় গরম বস্ত্রের খুবই অভাব।

এই তো সবে অক্টোবর শেষ হতে চলেছে। এবার এত তাড়াতাড়ি শীত চেপে বসবে তা মনে হচ্ছে না।

উত্তর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ আসছে। সোভিয়েতে বরফ জমতে আরম্ভ করেছে, এবার বেইরুতের রাস্তাতেও বরফ জমবে মনে হচ্ছে।

আবিদ একটু উত্তেজিতভাবে বলল, বাজার শীগ্‌গীরই গরম হয়ে

উঠবে। শীতের বাজারে গরমের বাতাস বইতে থাকলে তখন শীতের কাঁপুনি সবাই ভুলে যাবে।

ফইম আশ্চর্য হয়ে আবিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দামাস্কাস থেকে ক'দিন আগে এসেছি। হারুন-অল্-রশিদের শহরে খুবই তৎপরতা চলছে দেখলাম। শেষ খবর পাইনি। নাসের বোধহয় নতুন কিছু করার চিন্তা করছে।

পাশের মহিলাটি উঠে দাঁড়াল।

পরিচারক বিল আনতেই মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল লুনজ থেকে। তার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

কে এই মহিলাটি? চেন কি?

চিনি বললে ভুল হবে। মাঝে মাঝে এসে পান-ভোজন করে। একাই আসে। একদিন পিছু নিয়েছিলাম। আরব পল্লীর একটা ঘেঞ্জিপাড়ায় গিয়ে ঢুকেছিল। তবে সেটা ব্রথেল নয়। মনে হয় কোন সরকারী কর্মচারী। কৃশ্চান। মুসলমান নয়। গলায় একটা সোনার সুতোয় ক্রশ দেখেছি। অ্যাপ্রণ ঢাকা না থাকলে তুমিও আজ দেখতে পেতে।

ফইম গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ। হোটেলের লুনজে বসে এসব আলোচনা না করাই ভাল। দেওয়ালেরও কান আছে। চল তোমার আস্তানায় যাওয়া যাক।

আবিদ কোন মন্তব্য না করে পরিচারককে ডেকে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের দরজায় তার গাড়ি। গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। ধুঁয়োয় তখন সব অন্ধকার। চারিদিকে লোক ছোটাছুটি আরম্ভ হল। ফইম তখনও গাড়িতে উঠে নি। গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

ধুঁয়ো কমতেই লোকে ভীড় করল।

রাস্তার আলোতে দেখা গেল আরোহীর দেহটা ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফইমের মাথায় আঘাত লেগেছে।

সেও মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। পুলিশ এল। স্থানটি ঘিরে ফেলে তল্লাসী চালাল। সবাই বলল, কোন শত্রু টাইম বোমা রেখে গিয়েছিল। কেউ বলল, গাড়ির ক্লাচে বোমা রেখেছিল। ক্লাচে চাপ পড়তেই বোমা ফেটেছে। পুলিশ গাড়িটাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেল। মৃতদেহের টুকরোগুলো একত্র করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলল, ফইমকে পাঠাল হাসপাতালে।

ইতিমধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে চারিদিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে সারা শহরে সংবাদ ছড়িয়েছে। কেউ তখনও ভেবে ঠিক করতে পারে নি, কেন এই বোমা বিস্ফোরণ, কাকে হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারেও বেশ তৎপরতা। তারাও চিন্তিত। অনুসন্ধান চলতে থাকে।

এদিকে হাসপাতালে তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে ফইম আমেদ। পুলিশ আশা করছে ফইমের জ্ঞান হলে কিছু সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব হবে। গাড়ির মালিকের খোঁজ খবর করতে বেরিয়েছে পুলিশ পার্টি। সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা করার।

পরদিন সকালে পুলিশ জানতে পারল গাড়ির মালিক হল মিশরীয় কন্সাল অফিসের প্রেস অ্যাটাচি মহম্মদ আবিদ করিম এবং নিহত ব্যক্তি আবিদ করিম স্বয়ং। ফইমের পরিচয় তখনও পাওয়া যায় নি। ঘটনার অবস্থা দেখে পুলিশ ঠিক করেছে, ইস্রায়েলী গোয়েন্দাচক্র শিনবেতের এই কাজ। তারা মিশরীয় কন্সাল অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে হত্যা করার জন্যই বোমা রেখেছিল গাড়িতে। কিন্তু আহত ব্যক্তিটি কে?

আহত ব্যক্তির ব্রীফকেসটা পাওয়া গেছে। তাতে কয়েকখানা পুরাতন খবরের কাগজের কাটিং, কিছু ডলার মুদ্রা এবং ব্যক্তিগত

ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেজন্য সবাই অপেক্ষা করতে থাকে ফইমের সুস্থতা কামনা করে।

ফইম জ্ঞান ফিরে পেল প্রায় তিনদিন পরে।

সবাই আশ্বস্ত হল।

ফইম চারিদিকে তাকিয়ে বুঝল সে হাসপাতালে। তখন তার ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব ঘটনা। পাশের নার্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, আবিদের খবর কিছু জান কি নার্স?

নার্স বিনীতভাবে বলল, না। আবিদ নামে কোন রুগী তো হাসপাতালে নেই।

তা হলে তাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে?

তাও আমি জানি না। তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় আনা হয়েছিল, এইটুকুই জানি।

ফইম আরও কিছু জানার চেষ্টা করত। তাকে বাধা দিল পুলিশের ডেপুটি চিফ্। ধীরে ধীরে তার বেডের পাশে এসে বলল, বেশি কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ। তোমার পরিচয়টুকু জানতে পারলে আমরা খুশী হব।

আমি! আমার পরিচয়! আমার নাম ফইম আহমদ আব্দুল্লা। বাড়ি আমার ছিল হাইফাতে, এখন গাছতলায় বাস করি।

মহম্মদ আবিদ করিমকে চেন?

হাঁ চিনি, তার সংবাদ জানার জন্যই নার্সকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

পুলিশের ডেপুটি চিফ্ আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

সাতদিন পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফইম বের হল হাসপাতাল থেকে। এবার পুলিশ তার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে চুপ করে গেল। এই হত্যার ঘটনা ধামা চাপা পড়ে গেল।

গতানুগতিক নিয়মে কূটনৈতিক পর্যায়ে একটা প্রতিবাদ লিপি তেল আবিবে পাঠাল বেইরুত থেকে।

ফইম সুস্থ হয়ে ভাবছিল, কে এই মহিলা?

আবিদ জীবিত থাকলে তার হদিস খুজে পাওয়া যেত। আবিদ তাকে মাঝে মাঝে হোটেলের লুনজে দেখেছে। তার পরিচয় জানা না থাকলেও তার পেছন পেছন একবার আবিদ গিয়েছিল। কোথায় মহিলাটি বাস করে তাও দেখে এসেছিল। কিন্তু সেই আরব পল্লীর কোন ঘেঞ্জী এলাকা তাও তার জানা নেই। এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগও সে পায়নি।

ফইমের মনে হল এই মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে। পুলিশকে এই মহিলার বিষয় বলেনি। তার বিশ্বাস এই মহিলার বিষয় বললে ঘটনাকে আরও জটিল করে তুলবে। তাতে তার নিজের কাজের অসুবিধা হবে। দামাস্কাসের বিষয়গুলোও সব শোনা হয়নি। হয়ত আবিদ তার রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকবে ইতিমধ্যেই।

ক'দিন বাদে ফইম পথে বের হয়েছিল। একটা ডিপার্টমেন্টাল শপের সামনে আসতেই রেডিও-সংবাদ শুনতে পেল। দামাস্কাস ও কায়রো রেডিও-সংবাদ উদ্ধৃত করে লেবাননী রেডিও জানাচ্ছে, সিরিয়ার সঙ্গে নাসের চুক্তি করেছেন। সিরিয়া আক্রান্ত হলে মিশর সর্বশক্তি নিয়ে অগ্রসর হবে সিরিয়াকে রক্ষা করতে।

কে আক্রমণ করবে? কে উভয়ের শত্রু?

অত জানার প্রয়োজন নেই। সবাই জানে আক্রমণকারী ইস্রায়েল ভিন্ন আর কেউ নয়। সিরিয়ার গোলান পার্বত্য অঞ্চল দখলে নেবার চেষ্টা ছিল ইস্রায়েলের। এই পার্বত্য অঞ্চল গোলান হাইট নামে খ্যাত। গোলান হাইট দখল করে রক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারলে ইস্রায়েল কোন সময়ই সিরিয়া আক্রমণ করতে পারবেনা। অবশ্য গোলান হাইট দখল করার অর্থ হল অপর রাষ্ট্রের ভূমি জোর করে দখল করা।

নাসের চেয়েছিলেন সকল আরব রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে একটি সর্ব সম্মত পথ গ্রহণ করা হোক। নাসেরের সেই আশা পূর্ণ হয়নি।

সৌদী আরব রাজতন্ত্রী মধ্যযুগীয় ভাবধারার পরিপে

আমেরিকায় তার তেলের বড় বাজার। কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয় তেলের জন্য। তার দৃষ্টি তখন অর্থ সংগ্রহ। এই অর্থে প্রজাদের মঙ্গলের চেয়ে ব্যক্তিগত ভোগবিলাস বজায় রাখা সম্ভব। প্রায় একশত রক্ষিতা নারীকে রাজকীয়ভাবে পোষণ করতে অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য সৌদী আরবের বাদশাহ আমেরিকাকে চটাতে চায় না। আমেরিকা ষাট সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে ইস্রায়েলকে সাহায্য করছে। ইস্রায়েলকে অসন্তুষ্ট করার অর্থ আমেরিকাকে অসন্তুষ্ট করা। সেজন্য বাদশাহ ফয়জল কোন ক্রমেই সম্মিলিত সর্বসম্মত কোন মত অথবা পথ গ্রহণ করতে পারেনি।

জর্ডনের বাদশাহ এ-বিষয়ে মোটেই আগ্রহ দেখায়নি। তার রাজ্যে প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুরা রয়েছে। সেই সমস্যা নিয়েই নাজেহাল। তার রাজ্য থেকে প্যালেস্টানী উদ্বাস্তুরা মাঝে মাঝে জেরুজালেমে হামলা করে তার জন্য ইস্রায়েলী সৈন্যরা সীমান্তে অনবরত অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। উপরন্তু আমেরিকার সাহায্যে জর্ডন তার উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছে। সেইজন্য আরব সংহতিকে এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছে।

ইরাকে রাজতন্ত্র শেষ হয়েছে।

রাজাকে হত্যা করে সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রজাতন্ত্রী ইরাকে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। ইরাকের বাথ পার্টি হল সোভিয়েত অনুগ্রহপুষ্ট কম্যুনিষ্ট দল। তারা তখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট কাসেম বিতাড়িত ও নিহত হয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন করিম। কাসেম কম্যুনিষ্টদের সাহায্যেই ক্ষমতা দখল করেছিল কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার পর কম্যুনিষ্টদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করায় সেখানে গোলমাল হয়েছে। কাসেম বিদায় নিয়েছে। করিম ক্ষমতায় বসে দেশগঠনে মন দিয়েছে। কোন গোলমালে তারা সহজে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তবে আরব ংহতিকে নৈতিক সমর্থন ইরাক জানিয়েছে।

ইরান আমেরিকার তাঁবেদার। রাজতন্ত্র সেখানে স্বৈরাচার বজায় রেখেছে। আমেরিকার অনুগৃহীত ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে সে যায়নি। ইরান এবং সোভিয়েত সীমান্ত পাশাপাশি সেজন্য আমেরিকাকে নজর রাখতে হয় ইরানের কার্যকলাপে, অবশ্য নিজ স্বার্থে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রাধান্য অক্ষত রাখতে। ইরান জাতিগত-ভাবে আলাদা বলেই আরব সংহতি থেকে তফাতেই থেকে গেল।

লেবানন না-আরব, না-কৃশ্চান। সেখানে প্রেসিডেণ্ট যদি মুসলমান হয় প্রধানমন্ত্রী হবে কৃশ্চান· আবার কৃশ্চান যদি প্রেসিডেণ্ট হয় মুসলমান হবে প্রধানমন্ত্রী। তার ওপর ছোট দেশ, আয় কম, পাশে তুর্কী, ওপারে রাশিয়া। কাউকে খুশী করতে এবং কাউকে অখুশী করতে মোটেই চায়না বলেই আরব সংহতি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য।

লিবিয়া, টিউনিসিয়া, সুদান আরব সংহতিতে আস্থাবান তবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বিশেষ আগ্রহী নয়।

আরব সংহতি সেজন্য পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি কোন সময়ই।

সিরিয়া একমাত্র দেশ যার সঙ্গে মিশর দোস্তি পাকা করেছিল ইস্রায়েলের আগ্রাসনকে বন্ধ করতে। শুধু তাই নয়, ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লোপ করতেও তারা বদ্ধপরিকর।

এই সব ঘটনা সম্বন্ধে ইস্রায়েল সজাগ। তার তীক্ষ্ন নজর রয়েছে মিশর-সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার দিকে। ইস্রায়েলের গোয়েন্দা-বাহিনী সক্রিয়। তারাও মিশর ও সিরিয়াতে চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে রেখেছে।

ফইম সব ঘটনা নিজের মনে আলোচনা করে বুঝতে পেরেছে আবিদের দামাস্কাস যাওয়া এবং সেখানকার কার্যকলাপের দিকে ইস্রায়েলী গোয়েন্দাদের নজর ছিল। কয়েকদিন আবিদকে লক্ষ্য রেখেছে। তার চাল চলন যাতায়াত সবই কিছুই নজর রেখে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল নিশ্চয়ই।

আন্তর্জাতিক হোটেলে মিশরীয় গোয়েন্দা-বাহিনীর যাতায়াত আছে। আবিদ তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে এটাও তারা জানে। সেদিনকার ঘটনার তাৎপর্য হল, দামাস্কাসের উল্লেখ করেই তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পাশের মহিলা তা শুনেছিল। অনেক গোপন কথা যে আলোচনা হবে তা বুঝতে পেরেই দু'জনকেই হত্যা করার জন্য বোমা রাখা হয়েছিল। তারা হোটেল থেকে বেরুবার সময় কিছুক্ষণ পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে রিসপশ্যানিষ্ট-এর সঙ্গে কয়েক মিনিট বাক্যালাপ করেছিল। সেই অবসরে বোমাটা রাখা হয়েছিল নিশ্চিত।

কিন্তু কে রেখে গেল বোমাটা ?

ঐ মহিলা, অথবা তার অনুচররা অথবা অন্য কেউ ?

এত তাড়াতাড়ি এই ঘটনা ঘটানো বিশেষ পারদর্শী লোকের কাজ। মহিলাটি যদি কাজের নায়িকা হয় তাহলে তার সঙ্গে আরও কোন সঙ্গী নিশ্চয়ই ছিল।

ঘুরতে ঘুরতে মিশরীয় কন্সাল অফিসে হাজির হল ফইম।

দরজায় পরিচয় পত্র দেখিয়ে এগিয়ে গেল ভেতরে।

আরে ফইম যে, বলে ভাইস কন্সাল নিজেই এগিয়ে এল ফইমকে অভ্যর্থনা জানাতে।

এতদিন কোথায় ছিলে ফইম ?

তোমরা জান না ? তোমাদের প্রেস অ্যাটাচি আবিদ নিহত হয়েছে তাতো জানো ? তার সঙ্গে আরও একজন আহত হয়েছিল তাওতো শুনেছ ? সেই আহত ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, তোমাদের এই অকৃতী সেবক মহম্মদ ফইম আব্দুল্লা।

ভাইস কন্সাল আবু বেন কপালে চোখ তুলে বলল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। আমরা পুলিশের কাছ থেকে আহত ব্যক্তির পরিচয় জানতে চেয়েও নিরাশ হয়েছি। এতদিনে জানলাম ও

বুঝলাম। ঘটনাটা আকস্মিক নয়। বেশ পূর্ব-পরিকল্পনা মতই শিনবেত কাজ করেছিল। এখন আছ কোথায়?

তোমরা তো কোন আশ্রয় রাখনি। আছি একটা ছোট বাসায়। ভাড়াটে বাসা। তবে ভালই আছি। আমার চাকরানী তথা নার্স বেশ যত্ন করছে। খেয়েদেয়ে সেবা-শুশ্রূষা পেয়ে তাড়াতাড়ি আরাম হয়ে উঠছি। তবে বাঁ-হাতটায় জোর পাচ্ছিনা। ম্যাসেজ করছি, আরাম হতেও পারি।

দু'জনে মুখোমুখী চেয়ার পেতে বসল। গরম কফি আর স্ন্যাক্ এল। সিগারেটে আগুন দিয়ে আবু বেন বলল, খবর কিছু আছে?

ইস্রায়েলীরা বিশেষ নজর রাখছে। মনে হচ্ছে, খবর সরবরাহ করছে আমাদের লোক। ওরা মিশর-সিরিয়া-জর্ডনের সামরিক মানচিত্রটিও সংগ্রহ করেছে।

চিন্তিতভাবে আবু বেন বলল, কি করে পেল বলতে পার?

আমাদের কোন লোক বা লোকের দল অর্থের বিনিময়ে এগুলো দিয়েছে। অবশ্য সোজা পথে পায়নি। কোন পশ্চিমী শক্তির দালাল মারফত মানচিত্রগুলো পাচার করা হয়েছে।

আমাদের প্রয়োজন এই লোক অথবা লোকের দলকে খুঁজে বের করা। কারা এই কাজ করছে, সেটা খুঁজে বের করার কাজ তোমাকে নিতে হবে।

ফইম বলল, কাজটা বড়ই কঠিন। আমার বিশ্বাস উপরতলার মানুষ এসব কাজ করছে। বিশেষ করে সামরিক-বাহিনীর উপর-তলার লোকেরা বোধহয় গুপ্তচর বৃত্তি করছে।

আবু বেন বলল, মে আই ট্রান্সমিট দি নিউজ? এই সংবাদ কি পাঠাব?

আমি নির্দিষ্ট কোন কথা বলতে পারছি না। তবে আভাস দিয়ে রাখতে পার। ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটলে তোমাকে দোষারোপ করবে। তার চেয়ে একটু জানিয়ে রাখা ভাল।

ঠিকই বলেছ। সাইফারে খবরটা পাঠাচ্ছি। তুমি কি গুপ্ত-চরদের খুঁজে বের করতে পারবে?

লেবাননের ব্যাপারে আমি রাজি কিন্তু কায়রো বা দামাস্কাসে কি হচ্ছে তা তো জানি না। সেখানে কাজ করার অসুবিধা আছে। তবুও এখান থেকে যতটা পারি সংবাদ সংগ্রহ করে দেব।

আবু বেন বলল, চল তোমায় লিফট্ দিয়ে আসি।

না, না। তুমি তোমার গাড়িতে যাও; আমি ট্যাক্সি খুঁজে নেব। নইলে হেঁটেই যাব। এক সঙ্গে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানতো রাতের বেইরুত একটা আজব শহর।

ফইম হেসে বলল, সেটাই তো আমাদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে।

আবু বেন সবার আগে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ফইম পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথটা বেশ নির্জন। রাস্তায় আলোর ঝলমলানি। মাঝে মাঝে দু-একখানা প্রাইভেট গাড়ি সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ পেরিয়ে ফইম ক্রমেই আরব পল্লীতে পৌছাল। সারা পথ সে ভাবতে ভাবতে এসেছে সেই মহিলাটির বিষয়। কোথায় গেলে মহিলাটির সন্ধান পাবে, সেটাই তার মূল চিন্তা। হয়ত আন্তর্জাতিক হোটেলে সে আসতেও পারে। হোটেলটার ওপর নজর রাখতে হবে।

নবেম্বর মাসের শীতে সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করেছে আরব পল্লীতে। এবারেও শীতটা যেন একটু প্রখর। গলার মাফলারটা দিয়ে কান-মাথা ঢেকে নিল ফইম। ধীরে ধীরে চলতে চলতে একটা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়া দিল।

ভেতর থেকে প্রশ্ন হল,—কে?

আমি, আমি এমিলাস। দরজা খোল, বড়ই শীত।

দরজা খুলল একটি মহিলা।

ফাইম ভেতরে ঢুকেই বলল, আগুন আছে।

আছে, তোমার যেন শীত বেশি করছে।

তা তুমি বলতে পার। ঘরে বসে আছ তাই বুঝতে পারছনা। বাতাসটা যেন ছুঁচের মত গায়ে ফুটছে। দরজাটা বন্ধ কর। তারপর খবর কি? পেলে তাকে!

না, ওরা পাঁকাল মাছ। অত তাড়াতাড়ি ধরা যায় না।

এজাকিয়েলের সঙ্গে দেখা করেছ?

কাল সারারাত তার সঙ্গেই কাটিয়ে এসেছি।

কিছু সংবাদ পেলে?

খুব হুঁসিয়ার। মদ খেয়ে বেহুঁস হয়না শয়তানটা। মুখ খোলাতে পারিনি। তবে আশা ছাড়িনি। গত রাত্রে খুব অত্যাচার গেছে দেহের ওপর। কটা দিন বিশ্রাম নেব মনে করছি। তারপর আবার জাল ফেলতে হবে।

বছরটা পেরিয়ে যাবে দেখছি। কোনই কাজ হল না। আবিদকে কে যে মারল সেটা জানা গেল না।

চোখ মুখ ঘুরিয়ে মহিলাটি বলল, যে মরেছে তার জন্য অত ভাবতে হবে না। যারা বেঁচে আছে তারা কিভাবে বাঁচে সেটাই ভাবতে হবে।

না, না! সুন্দরী। শেকড় টেনে তুলতে না পারলে বিষগাছ সহজে মরবেনা। যে কোন উপায়ে সেই মেয়েটার হদিস করতে হবে। আমার বিশ্বাস আবিদের মৃত্যুর জন্য ওই মেয়েটাই দায়ী। শাস্তি দিতেই হবে।

উপকারী মনিব।

এসব চিন্তা পরে করবে, কিছু খাবে কি? রাত ফিরতে দেরি হবে; খেয়ে নাও তারপর কথা হবে। ‑মন যেন থাকলে বুদ্ধি খোলে।

না, আমার জন্য সাইদা বসে থাকবে। যাই বল, সাইদাকে

পাঠিয়ে তুমি আমার খুব উপকার করেছ। তার মত মেয়ে চাকরানী গোটা লেবাননে পাওয়া কঠিন।

অত প্রশংসা করতে নেই। সাইদা যে গোলডা মেয়ারের লোক নয় তাইবা জানলে কিকরে? মেয়েদের অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই।

ফইম মৃদুস্বরে বলল, তোমাকেও তাহলে বিশ্বাস করা যায় না।

করা উচিত নয়। তবে আমি যে প্যালেস্টানী; আমার রক্তে আছে ইহুদী বিদ্বেষ। সেজন্য বিশ্বাসঘাতকতা কখনও যদি করি সেটা হবে ব্যতিক্রম। সাইদা লেবাননী; তার বাবা আরব, মা কৃশ্চান। তাকে কাজে ব্যবহার করবে। বেশি আস্থা রাখবে না; রক্তে ওর আছে সুবিধাবাদের গন্ধ।

ফইম মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তোমার উপদেশ মেনে চলব।

অনেক রাতে ফইম বের হল পথে।

আরও অনেকটা পথ তার যেতে হবে। রাতের বেইরুতের বিভিন্ন পল্লী তখন নিদ্রিত। পথের আলোতে দেখতে পেল কয়েকটা পুলিশের সিপাই টহল দিচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অভিজাত পল্লীর দিকে। অভিজাত পল্লী তখনও ঘুমোয়নি। হোটেলগুলো থেকে জাজের শব্দ ভেসে আসছে। ভেতরে যে নাচ-গানের আসর বসেছে তা জানা যাচ্ছে জাজের শব্দে। মাঝে মাঝে মাতালের সংলাপ ভেসে আসছে। ফইম আন্তর্জাতিক হোটেলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অবস্থাটা দেখে নিল। সারবন্দী প্রাইভেট পলিশের টহলদারী গাড়ি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। দারোয়ানটা হ। যারা বের হচ্ছে তাদের সাদরে গাড়িতে তুলে .তছে বখশীশের জন্য। মেয়েরা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে .নোট তুলে দিতেই দারোয়ান সেলাম করছে। কত টাকার াট তা জানা না গেলেও একেবারে সামান্য কিছু নয় বলেই মনে হল। যারা বেরিয়ে আসছে তাদের দেহে ইউরোপীয় পোষাক।

শীতের রাতে সবার গায়েই ওভার কোট। মাথাটা ক্যাপে ঢাকা, সবাইয়ের মুখটা ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হন্-হন্ করে ফইম চলতে থাকে।

নিজের বাসায় এসে কলিং-বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল সাইদা। ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে বলল, তোমার শরীর ভাল নয়; এত রাত করা কি ভাল হয়েছে!

ফইম কোন কথা না বলে হাসল।

তোমার খাবার এখনও গরম আছে। এবার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

ফইম নিজের ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা বদলাতে বদলাতে বলল, অবশ্যই। তোমার খাওয়া হয়েছে কি?

না। বাড়িতে আমরা মাত্র দু'জন। তোমার খাওয়া না হলে কি করে খাই বলত। চল এবার খেয়ে নাও। হাঁ, একখানা চিঠি এসেছে তোমার। খাবার টেবিলে রেখে এসেছি। খেতে খেতে পড়তে অসুবিধা হবেনা নিশ্চয়ই।

ফইম মৃদু হেসে সাইদার পেছন পেছন প্রবেশ করল খাবার ঘরে। চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, এমিলির কাছে গিয়েছিলাম। সেখানেই রাত হয়েছে।

এমিলির নাম শুনে সাইদার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। ফইম তীক্ষ্ণভাবে সাইদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

এমিলি তোমার খুব প্রশংসা করল।

আমার ভাগ্য, এমিলির মঙ্গল হোক্। আমার উপকারী মনিব। তার কাছে আমার অনেক ঋণ।

চিঠিখানা খুলে ফেলল ফইম। পড়তে পড়তে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে।

সাইদা তাকিয়ে দেখলো, কোন প্রশ্ন করল না; করা উচিতও নয়।

সেতো চাকরানী। মনিবের বিষয় জানার অধিকার তার নেই।

খেয়ে-দেয়ে ফইম শুয়ে পড়ল। কম্বলগুলো টেনে গায়ে দিয়ে ডাকল সাইদাকে।

আজ শীত একটু বেশি। ঘরে আগুন জ্বেলে রাখ। তোমার ঘরেও আগুন রেখ।

সাইদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ঘরে আগুন জ্বেলে সাইদা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু বলতে চাও ?

না। তুমি দরজা বন্ধ করে শোও।

উঁহু। তুমি কিছু বলতে চাও।

কাল রাতে কে যেন আমার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। তাই বলছিলাম, আমি তোমার পাশের ঘরটায় শুতে চাই। তোমার অনুমতি চাইছি।

ঠিক দেখেছ কি ?

হাঁ, স্পষ্ট দেখেছি। তোমার দরজা ভাল করে বন্ধ করে শুতে বলছি একই কারণে। .চোর বদমাসে বেইরুত শহর ভর্তি।

তোমায় ভয় করছে বুঝি ?

তা করছে বইকি। তবে আমরা অত ভয় করিনা। ছোটবেলা থেকেই একটু শক্ত হয়ে চলতে আমাদের শিখতে হয়েছে। আমাদের না আছে আশ্রয়, না আছে আহার্য। সব মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হয়।

ফইম বলল, তোমার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রেখে পাশের ঘরে শুতে পার। তবে তোমার চলাচলের তো অন্য দরজা নেই, আমার ঘর দিয়েই তোমাকে বের হতে হবে। দরকার হলে আমায় ডেকে তুলবে। দরজা ভাল করে বন্ধ কর।

ফইম কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সাইদা পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ফইম ততক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোটা শহর তখন নিস্তব্ধ। রাস্তায় মাঝে মাঝে গাড়ি চলার শব্দ হচ্ছে। তাও বড় রাস্তায়। ছোট রাস্তায় গাড়ি চলছে না। বড় রাস্তায় গাড়ি চলার শব্দ ভেসে আসছে নিস্তব্ধ এই আরব পল্লীতে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল সাইদার চীৎকার। প্রথমে গোঙ্গানীর শব্দ তারপরই চিৎকার। ফইম লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়, বসে আলো জ্বেলে বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে ঢুকল সাইদার ঘরে। তার নিজের ঘরের আলো এসে পড়েছে সাইদার ঘরে। সেই আলোতে দেখতে পেল সাইদা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তার মাথার কাছে জানালাটা খোলা। ফইম তাড়াতাড়ি সেই ঘরের আলো জ্বালল।

কি হয়েছে সাইদা?

সাইদা তার ডান হাতটা এগিয়ে দিল। বেশ একটা আঁচড়ের দাগ। কেউ জানালা দিয়ে কোন শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করেছে মনে হল। ফইম কোন কথা না বলে সাইদাকে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে এসে সাইদার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

খুব ভয় পেয়েছ দেখছি! এক গ্লাস জল খাও, শরীরটা সুস্থ হবে।

হাঁ। জানালা দিয়ে কে যেন একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিল, তাকিয়ে দেখলাম। কালকের সেই লোকটা। ভয়ে চীৎকার করেছি। লোকটা মাঝরাতে কেন আমার পেছু নিচ্ছে তা বুঝছিনা। এই বাড়িটা ছাড়তে হবে দেখছি।

ফইম গম্ভীরভাবে বলল, রহস্য যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি আমার পাশে শুয়ে থাক। আর দেরী করনা শুয়ে পড়।

ফইম টানতে টানতে সাইদাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল।

তুমি শোবেনা?

তুমি ঘুমোও। এতদিন তুমি আমার সেবা করেছ, এবার তোমার সেবা আমি করব।

সাইদা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফইম অনেকক্ষণ বসে বসে কি যেন ভাবল। তারপরই উঠে গিয়ে সাইদার দেহ থেকে কম্বলের একটা অংশ টেনে নিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল। নতুন অভিজ্ঞতা নয় ফইমের জীবনে।

সকাল বেলায় সাইদা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ফইম তখনও ঘুমোচ্ছে। তার মনে পড়ল গতরাতের সব ঘটনা। অতি সতর্কতার সঙ্গে ফইমের দেহ কম্বল দিয়ে ভালভাবে ঢেকে নিজের কাজে গেল।

ফইমের ঘুম ভাঙ্গতেই তারও মনে পড়ল গত রাতের সব ঘটনা। সাইদা পাশে নেই দেখে সে চোখ বুঁজে ভাবছিল, কে এই লোকটি। সেকি সাইদার জন্য আসছে অথবা অন্য কিছু। কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তার।

রহস্য জড়িয়ে রইল সেই হোটেলের মেয়েটাকে ঘিরে আর সাইদার জানলার অজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে ঘিরে। বার বার তার মনে হতে থাকে, এরা কারা?

এরপর থেকেই সাইদা তার শয্যাসঙ্গিনী। নির্বিকারভাবে সাইদা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পরিতুষ্টি উভয়ের কিন্তু ফইম বুঝতে পারছিল কোন অজ্ঞাত আকর্ষণ তাকে তার কর্তব্য থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। রাত দশটা বাজার আগেই বাসায় ফিরতে ব্যস্ত হতে হয়।

মাঝে মাঝে সাইদাও হাসে। মন্তব্য করে, তুমি আজকাল ভীষণ নিয়মানুবর্তী হয়ে উঠেছ। আমাকে আর তোমার পথ চেয়ে বসে থাকতে হয় না।

আবু বেন কিছুকাল থেকে ফইমের চাল-চলনে বিশেষ পরিবর্তন

লক্ষ্য করে চিন্তিত। একদিন জিজ্ঞেস করল, তোমার দেহটা এখনও সুস্থ হয়নি বুঝি?

একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

না। ভাবছি, আগে যেমন দিনরাত তোমাকে ব্যস্ত দেখতাম, আজকাল তেমনটা দেখছিনা। তাই জিজ্ঞেস করছি শরীর ভাল আছে তো?

ফইম যেন জেগে উঠল। সত্যিই তো সাইদা এমনভাবে তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে যার জন্য সে তার কর্তব্যে অবহেলা করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ সাইদা কে? একটা দাসী ভিন্ন তো কেউ নয়। এই মোহ কাটিয়ে উঠতেই হবে।

ফইম বলল, মিস্টার বেন, শরীর প্রায় সুস্থ হয়েছে। এবার তুমি আমার কর্মতৎপরতা দেখবে। কেমন যেন একটা মানসিক আলস্য অনুভব করছিলাম কিছুকাল যাবত।

ডিসেম্বর প্রায় শেষ। এবার তোমার কাজ বাড়ছে। শুনেছ বোধহয় আমেরিকা ইস্রায়েলকে প্রচুর অস্ত্র দিয়েছে এবং দিচ্ছে। মার্কিন ষষ্ঠ নৌ-বহর ভূমধ্যসাগরে টহল দিচ্ছে। বুঝতেই তো পারছ অবস্থা ক্রমাগত ঘোরালো হচ্ছে। এ সময় যদি সক্রিয় না হও তা হলে ভবিষ্যতে আপশোষ করতে হবে।

ফইম সবই বুঝল।

মন শক্ত করতে হবে।

তার প্রথম কর্তব্য হল সেই মহিলাটিকে খুঁজে বের করা। দুটো মাস পেরিয়ে গেছে অথচ তার জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়নি। কেমন একটা আত্মগ্লানি অনুভব করতে থাকে।

বাসায় ফিরে সাইদাকে বলল, কাল আমি বাইরে যাব। কটা দিন তোমাকে একা থাকতে হবে।

বাসায় একজন লোক না থাকলে আমার ভয় করবে।

তুমি কদিন শ্রীমতী জোসের বাসায় গিয়ে থাক। আমি আজই তাকে খবর দিয়ে আসব। কাল সকালে বাসা বন্ধ করে তুজনে বেরিয়ে পড়ব।

সাইদা কোন কথা বলল না। মেনে নিল ফইমের নির্দেশ।

পরের দিন দরজা বন্ধ করে ফইম সাইদাকে নিয়ে শ্রীমতী জোসের বাড়িতে হাজির হল। ফইমকে দেখেই শ্রীমতী জোস বলল, সাইদাকে ছুটি দিতেও তো পারতে। কয়েকদিন আত্মীয়-স্বজনের কাছে কাটিয়ে আসতে পারত।

ফইম বলল, আমি যে-কোন সময় ফিরে আসতে পারি। তখন লোক কোথায় পাব। তার চেয়ে তোমার কাছেই থাকুক।

লোক না পাওয়া অবধি তুমি আমার কাছেই থাকতে পারতে। যাক্, সাইদা থাকুক। তুমি কবে ফিরবে এমিলাস?

আমার তো কিছুই ঠিক নেই। তোমার কাজ কতদূর এগোল?

পরে কথা হবে। তুমি কাজ শেষ করে ফিরে এলে কথা বলব। এখনও সাফল্যলাভ বেশ দূরে।

এমিলাস, ডাকল শ্রীমতী জোস।

পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল ফইমকে।

কিছু বলতে চাও জোস?

হ্যাঁ। আমি যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে তুমি সাইদাকে পেয়ে সব কাজ ভুলে যেতে বসেছ। খুব সাবধান। টাকা বাজিয়ে নিতে হয়। ভুল করনা বন্ধু।

হাইফা শহরের বস্তি এলাকায় শক্ত-সমর্থ একটি লোক গলায় ডালা ঝুলিয়ে সৌখীন দ্রব্য বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। গোলগাল মুখ, উঁচু নাক, গায়ের রং কিছুটা বাদামী, বলিষ্ঠ দেহ, পরিধানে নিম্নবিত্ত

মানুষের পোষাক। শীতের প্রখরতায় মুখমণ্ডল বাদে মস্তকের সর্বাংশ ঢাকা। ফেরীর ডালাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় বেসাতি। দ্রুত হীব্রুভাষায় চিৎকার করছে, তার বিক্রয়যোগ্য পণ্যের গুণপণা ব্যাখ্যা করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে ভীড় করছে তার পেছনে, খরিদ করার মত লোক বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে শহর অঞ্চল ছেড়ে কারখানা এলাকায় প্রবেশ করল। শ্রমিক বস্তিতে হাঁকডাক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটা জলপাই গাছতলায় বসে পকেট থেকে রুটি আপেল বের করে নীরবে খেতে থাকে। খাওয়ার সময় তার সামনে একটা ছোট্ট পকেটবুক খুলে কি যেন পড়ছিল, মাঝে মাঝে পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছিল। খাওয়া শেষ হতেই পকেটবুকটা জামার পকেটে গুঁজে রেখে পাশের পানীয়-শালায় ঢুকে পড়ল। এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল পথে, আবার চীৎকার করতে করতে এগোতে থাকে শ্রমিক এলাকার বিভিন্ন পথ বেয়ে।

বেচাকেনা বিশেষ কিছু হল কিনা জানা গেল না তবে সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই লোকটি যেখানে গিয়ে হাজির হল সেখানে দিনের বেলাতেই অনেকে সাহস করে আসে না চোর-গুণ্ডা-বদমাইস খুনীদের ভয়ে। তবে বিশেষ শ্রেণীর লোক সেখানে আসা যাওয়া করে নির্ভয়ে। তাদের দামী দামী বিদেশী মোটর গাড়ি মাঝে মাঝে দেখা যায় সেই এলাকায়। পথিক হাঁটতে হাঁটতে একটা চারতলা বাড়ির সামনে এসে থামল। বাড়ির সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে ফেরীর ডালাটা নামিয়ে জিনিসগুলো গোছগাছ করে সিঁড়ির তলায় ডালাটা রাখল। তারপরই সে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে থাকে। দোতালার পূর্বকোণায় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিল।

দরজা খুলে দাঁড়াল একজন কিশোর।

কাকে চাই ?

প্রশ্ন শুনে পথিক কিশোরটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, খবর দাও অ্যানথনি এসেছে। জরুরী দরকার।

কিশোরটি দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, এস।

সুসজ্জিত ফ্ল্যাট। পাশাপাশি তিনটি কামরা। স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের অধিবাসী বা অধিবাসিনীরা যে বিশেষ রুচিসম্পন্ন এবং অর্থবান তা বুঝতে কষ্ট হয় না কারও।

অ্যানথনি প্রথম কামরা পেরিয়ে দ্বিতীয় কামরার সামনে পর্দায় ঝাঁকানি দিল।

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, ভেতরে এস।

অ্যানথনি ঘরে প্রবেশ করেই বলল, তুমি টয়লেট করছ, কোথাও যাবে নাকি?

হ্যাঁ। এনগেজড ফর দি নাইট। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমার বিছানায় বেশ রাত কাটাতে পারবে। দরকার হলে ছোকরা চাকরটাকে বলবে, সে দরকার মত সব জিনিসই তোমাকে জুগিয়ে দেবে।

কোথায় যাবে?

নাচের আসরে। ক্যাপটেন মেরিবনের বিয়ের বিশেষ উৎসব। এতকাল ক্যাপটেন আমার প্রসাদ পেয়েছে, আমাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল কিন্তু হি ইজ্ এ জু। কোন মতেই জু-কে বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। আমি তো কখনও তাকে বলিনি আমি জু নই, যদি জানতে পারত তা হলে হাইফাতে কেন, ইস্রায়েলেই আমাকে বাস করতে দিত না। যাই হোক, বিয়ের আসরে আমায় নেমন্তন্ন করেনি, বিয়ের পার্টিতে আমায় নাচতে অনুরোধ করেছে। ওকে অখুশী করতে পারিনি, বিয়েই করুক আর সংসার পাতুক আমার মুষ্টির বাইরে যেতে পারবে না। শীগ্‌গীরই প্রমোশন পাবে। তখন আমারও কাজের সুবিধা হবে। আজ নাচের আসরে অনেক বড় বড়

অফিসার আসবে, তাদের সঙ্গেও পরিচয় হবে। সেই পরিচয়টা আমাকে কাজ করার সুযোগও দেবে।

অ্যানথনি চুপ করে শুনল। একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিশোর চাকরটি আসতেই গৃহকর্ত্রী এমিলা তাকে বলল, অ্যানথনির যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষা করবে, খাবারের ব্যবস্থা করবে। আরও বলল, আমি যখন থাকব না তখন একে আমার মত মনে করবে। এর যেন কোন অযত্ন না হয়।

কিশোর ব্রাউদন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

প্রসাধন শেষ করে এমিলা বলল, আমি এখুনি যাব। গাড়ির অপেক্ষা করছি।

অ্যানথনি শুধু হাসল।

এমিলা ছুটে এসে অ্যানথনির দুই গালে হাত রেখে কপালে চুম্বন করল।

এমিলি বেরিয়ে গেল উৎসব পার্টির গাড়ি আসতেই।

অ্যানথনি বসে বসে ভাবছিল। ভাবছিল, আরব-ইহুদী সমস্যার শেষ কোথায়? শেষ নেই। কেন নেই? পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস আর ঈর্ষা। (Both the Arabs and Israelis are blinded by hate as well as deep rooted prejudice and on both sides moderate men advocating compromise are likely to find in future and even their lives in dire danger). যদি কেউ কোন নরমপন্থী থাকে এবং সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয় তা হলে তার ভবিষ্যত এমন কি জীবনও বিপন্ন হবার সম্ভাবনা।

তবুও কাজ করতেই হবে। আরব-ইহুদী সমস্যা কোনদিন সমাধান হবে না। দু'হাজার বছর আগে যে সমস্যার বীজ রোপণ করা হয়েছিল তাই আজ শাখা প্রশাখায় গ্রাস করছে মধ্য এশিয়ার শান্তি ও অগ্রগতি।

অ্যানথনি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

শেষরাতে কলিংবেল বাজতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই দেখতে পেল এমিলাকে। তার বেশভূষা অবিন্যস্ত, অত্যধিক সুরাপানে অস্থির পদক্ষেপ, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিল না। তার সঙ্গী লোকটি কোন রকমে এমিলাকে ভেতরে এনে চেয়ারে বসিয়ে বিদায় নিল।

অ্যানথনি এর জন্য যেন প্রস্তুত ছিল।

এমিলাকে টানতে টানতে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেও একপাশে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন অনেক বেলায় এমিলার ঘুম ভাঙ্গল। অ্যানথনি তখন ফেরীওয়ালার পোষাক পরিধান করে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

এমিলা চোখ মেলে অ্যানথনির দিকে তাকিয়ে বোধহয় ঘটনাটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। ইসারায় অ্যানথনিকে ডাকল।

কিছু বলতে চাও ?

মাথা ঝাঁকিয়ে এমিলা বলল, বাইরে যেও না। শিনবেত গোয়েন্দা বড়ই সজাগ। তোমার ওপর ওদের সন্দেহ। তবে ঠিক তোমাকে কিনা বুঝতে পারিনি। ' ফেরীওয়ালার কথা বলছিল।

অ্যানথনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এমিলা ধীরে ধীরে উঠে বসল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বলল, ফেরীওয়ালার পোষাকে কোথাও যাবে না। সংবাদ, ইস্রায়েল প্রস্তত। এবার গুরুতর অবস্থা দেখা দেবে। ফৌজ চলাচল শুরু হয়েছে সীমান্ত বরাবর। জেরুজালেম ওদের চাই। সুয়েজ ওদের চাই। আকাবা ওদের চাই। গোলান পর্বত ওদের চাই। বুঝলে ? কবে যে কি হবে তা জানি না, তবে এসব নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। স্থির সিদ্ধান্ত নেয়নি।

অ্যানথনি পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা বদলে নিল।

এমিলা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। বাথরুমে গেছে। অ্যানথনি বসল তার নোটবুক নিয়ে। পেনসিল দিয়ে কি সব লিখল। তারপরই ফর্‌-ফর্‌ করে নোটবুকের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পায়ের মোজার মধ্যে রেখে বেরিয়ে পড়ল।

এমিলা এসে দেখে অ্যানথনি নেই। চাকরকে জিজ্ঞেস করল, সাহেব খেয়েছে কিনা। তারপর খেতে বসল নিজেও।

অ্যানথনি শহর এলাকা থেকে ট্যাক্‌সি নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে একটা গ্রামে হাজির হল। গ্রামের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইজাকিয়েলের দোকানে হাজির হয়ে কতকগুলো সওদা নিয়ে আবার ফিরে এল শহরে। তারপর ঢুকল হোটেলে। পানাহার শেষ করে দুপুরে গেল ডাকঘরে। কতকগুলো খাম পোষ্টকার্ড কিনল। একটা ষ্টেশনারি দোকানে গিয়ে রিবন কিনল। এই সব কাজ শেষ করে ফিরে এল তার আস্তানায়।

এমিলা তুপুরের খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়েছিল।

চুপি চুপি সে পাশের ঘরে ঢুকে কি সব করল জানা গেল না। যখন সে বের হল তখন তার হাতে একখানা ঠিকানা লেখা খাম আর ছোট্ট একটা পার্শেল। আবার গেল ডাকঘরে। চিঠিটা ডাকে ফেলে পার্শেলটা রেজেষ্ট্রি করল। পার্শেলের প্রাপক থাকে নেদারল্যাণ্ডের হেগে। আর খামের প্রাপক থাকে স্পেনের বার্সিলোনায়। প্রাপক তুজনকে ইহুদী বলে সবাই জানে।

অ্যানথনি ফিরে এসে দেখল এমিলা তখনও ঘুমোচ্ছে। এবার তাকে ডেকে তুলল।

আমি মনে করছি, এবার আমরা ইস্রায়েল ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

প্রথমে আমেরিকায়। সেখান থেকে লণ্ডন। তারপর স্বস্থানে।

এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কি ভাল হবে?

অবশ্যই ভাল হবে না, তবুও করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে

তোমাকেও ওরা সন্দেহ করবে শীগ্গীরই। আমার কাজ শেষ করে এসেছি। কিন্তু অচিরেই আমরা ধরা পড়ব বলে আশঙ্কা আছে।

এমিলা হেসে বলল, তুমি যাও। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

অ্যানথনি কোন প্রতিবাদ করল না, কোন যুক্তি উত্থাপন করল না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, বেশ। তুমি থাক। আমি যাচ্ছি।

অ্যানথনির পার্শেল পৌছাল স্পেনে। যার কাছে পার্শেল পৌছাল সে পার্শেলের জিনিষগুলো আলাদা রেখে মোড়কের কাগজ-গুলো নিয়ে গেল মিশরীয় দূতাবাসে।

তারপরের ঘটনাই হল বিচিত্র।

বেইরুতে কাগজগুলো পাঠান হয়েছিল ফইমের কাছে।

ফইম কাগজগুলো দেখল। তাতে কিছুই লেখা নেই। কাগজ-গুলো নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে অদৃশ্য কাগজগুলোকে দৃশ্যযোগ্য করে তুলল।

হাইফা বন্দরের মানচিত্র, কারখানা এলাকার মানচিত্র সহ ইস্রায়েলের আক্রমনাত্মক প্রস্তুতির খবর।

ফইম যে সংবাদটি খুঁজছিল সেইটি নেই। সেই অজ্ঞাতনামা মহিলার কোন পরিচয় কোথাও নেই।

সোজা হাজির হল আবু বেনের কাছে। কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও।

আবু বেন সবগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চিন্তিত হল।

দু হাজার ডলার পাঠাতে হবে, মানে জমা দিতে হবে স্পেনের কোন ব্যাঙ্কে।

আবু বেন কাগজগুলোর দিকে মুখ রেখে বলল, সে ব্যবস্থা করছি। খবরটা পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। তুমি বস। তোমার তো আজ প্রাইজ ডে।

ডুপ্লিকেট রেখে কাগজগুলো পাঠিও। ভবিষ্যতে এগুলো সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হবে।

তেল আবিব থেকে কোন সংবাদ এখনও আসেনি বুঝি?

ঠিক বুঝতে পারছি না। জেরুজালেমে খুবই গোলমাল চলছে। জর্ডনের জেরুজালেম এলাকায় ইহুদীরা রোজই বোমা মারছে, গুলিগোলা ছুড়ছে, আমাদের লোক জেরুজালেমে ঘাঁটি করেছিল। সে বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। খবর নেবার চেষ্টা করছি।

আবু বেন তার একান্ত সচিবকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলে ড্রয়ার থেকে চেক বই বের করে দু হাজার মিশরীয় পাউণ্ডের একটা চেক লিখে ফইমের হাতে দিয়ে বলল, এটাই শেষ নয়, তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দিলাম। ওপরওলার নির্দেশ পেলে আরও দু পাঁচ হাজার পাউণ্ড পেতে পার। হাঁ, আমাদের সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধির কাছে নির্দেশ পাঠাচ্ছি স্পেনে টাকা জমা দিতে। সেখান থেকে টাকা ইস্রায়েলে পৌঁছে দেবে। তোমায় ভাবতে হবে না।

অনেক দিন পর ফইম বাসায় ফিরে এসেছে। আসার সময় শ্রীমতী জোসের বাড়িতে গিয়েছিল। শ্রীমতী জোস তখন সাইদাকে নিয়ে বাজারে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ফইমকে দেখে শ্রীমতী জোস বলল, সব সুখবর তো এমিলাস?

মোটামুটি।

তোমার জন্য একটা খবর আছে। অবশ্য খবরটা কতদূর সত্য তা যাচাই করা যায়নি, তবে তুমি খবরটা যাচাই করতে পার। আমি একটু জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি সাইদাকে নিয়ে। তুমি একটু অপেক্ষা করতে পার। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

তার চেয়ে আমি বাসায় যাচ্ছি তুমি সেখানে যেও কাজ শেষ করে।

তাই ভাল।

ফইম ফিরে এল বাসায়। গোটা ফেব্রুয়ারী মাস সে বাইরে

বাইরে থেকেছে। ঘরতুয়ার একবার পরিষ্কার করাও হয়নি। ধুলো বালি জমে রয়েছে সর্বত্র। দরজা খুলতেই কচ্-মচ্ করে শব্দ হল। লোহার কজাগুলোতে মরচে ধরে গেছে।

ফইম ঘরে ঢুকে বিছানাটা ঝেড়ে কাপড় জামা বদলে স্নান করতে গেল।

দরজায় শব্দ হতেই ফইম বাথরুম থেকে চিৎকার করে বলল, একটু অপেক্ষা কর।

তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলতেই সামনে দেখল সাইদাকে। ফইম জিজ্ঞেস করল, শ্রীমতী জোস কোথায়?

সন্ধ্যাবেলায় আসবে। এখনও তার কাজ শেষ হয়নি। আমাকে পাঠিয়ে দিল।

আচ্ছা। তোমার হাতে ওগুলো কি?

বাজার থেকে তোমার খাবার নিয়ে এলাম।

দরজা বন্ধ করে সাইদা বাজারের থলেটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘর থেকে বের হল ঝাড়ন হাতে করে।

ফইম তাড়াতাড়ি কাপড় জামা বদলে নিয়ে বলল, তুমি ঘরদোর পরিস্কার করে খাবার ব্যবস্থা কর। আমি ততক্ষণ ব্যাঙ্ক থেকে ঘুরে আসি।

কথা শেষ করেই ফইম বেরিয়ে গেল।

সাইদাও ঘরদোর পরিষ্কার করে রান্নার কাজে গেল।

ফইম ফিরে এসেই বলল, খেতে দাও। এখুনি বের হতে হবে। জরুরী কাজ।

সাইদা অনেক দিন ফইমের পথ চেয়ে বসেছিল। আজ ফইমকে কাছে পেলেও পরিপূর্ণভাবে পেতে পারছে না। সাইদা কোন কথা না বলে খাবারের টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খেতে খেতে ফইম বলল, আজ রাতে হয়ত ঘরে ফিরব না।

তুমি আমার ঘরেই থেক। দরজায় তিন জোড়া শব্দ হলে তবেই দরজা খুলে দিও। নইলে দরজা খুলো না।

সাইদা কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল।

ফইম বেরিয়ে যেতেই সাইদা খাওয়া শেষ করে প্রসাধনে ব্যস্ত হল।

রাতের বেইরুত রূপসী নগরী। মার্কারী লাইট, নিওন লাইট, গাড়ির ভীড়, বারে বারে মদ্যপদের সমাবেশ, হোটেলে হোটেলে ক্যাবারের ব্যবস্থা, গণিকালয়গুলোতে খদ্দেরদের আনাগোনা। সব কিছু দিয়ে সাজানো রয়েছে বেইরুত শহর।

মদ্যপদের ভীড়ে মিশে গেল ফইম।

বারে গিয়ে বসল।

আশেপাশে লক্ষ্য রেখে মদের গেলাস নিয়ে যেন ধ্যান করছিল।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিল কেউ পেছন থেকে।

ফইম পেছনে তাকিয়ে হাসল।

এমিলাস। একটা খাসা মেয়ে এসেছে! টুয়ান্টি পাউণ্ড এ নাইট্। মোর ফর ড্রিংক। যাবে?

ফইম মুখ ফিরিয়ে হাসল। বোধহয় মৌন সম্মতিটা এইভাবেই জানাল।

আগন্তুক বলল, গাড়ি আছে?

গাড়ি? না নেই। দরকার হলে আনিয়ে নেব। খবরটা ভাল করে শোনাও। তোমাদের মত দালালদের বিশ্বাস নেই। সেবার বললে খাসা মেয়ে। গেলাম, দেখলাম একটা কালো সোমালি ভূত। ওরকম আমার দরকার নেই।

আহা রাগ করছ কেন এমিলাস। একেবারে খাস লেবানিজ। দেখলেই চমকে উঠবে। এমন সুরত তুমি দেখনি। তবে পয়সাটা একটু বেশি দরকার।

ফইম কিছুক্ষণ ভেবে বলল, কোথায় যেতে হবে।

পুরানো ঘেটোতে। ইহুদীরা তো নেই। সেখানে সৌখীন

লোকের রাখা মানুষ, মানে মেয়ে মানুষ থাকে। এদের খদ্দের হল ইংরেজ, ফরাসী, ইয়াঙ্কি, আমাদের মত লোক সেখানে পাত্তাই পায়না। তবে কাপ্তেন বলতে এখানে যে ক জন আছে তার মধ্যে তুমি হলে সেরা।

চল ট্যাক্সি ডেকে নেব।

উহুঁ। প্রেসটিজ থাকবে না। তোমাকে আপ্যায়নই করবে না।

তাই নাকি!

গাড়ি না থাকলে ওরা কাউকে মানুষই মনে করে না। গাড়ি আনিয়ে নাও।

আমার গাড়ি তো গ্যারেজে। মেরামত না হলে তো পাচ্ছি না কাল হয়ত পাব।

কোন বন্ধুর গাড়ি ডেকে নাও।

এখুনি তো সম্ভব নয়। কাল তা হলে ব্যবস্থা কর।

তুমি তো এখুনি বললে গাড়ি আনিয়ে নেবে।

বলেছিলাম। ভেবেছিলাম, কাল আমার নিজের গাড়ি যখন পাব মনে করছি এখন অন্যের কাছে কেন ছোট হব। বেশ, কাল, আগামী কাল রাত সাড়ে সাতটায়।

কথা শেষ করে ফইম গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয় গলায় ঢেলে বেড়িয়ে পড়ল। সোজা গেল আবু বেনের বাড়িতে। আবু বেন তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। ফইম চেয়ার টেনে নিয়ে চুপ করে বসে সিগারেট টানতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে। ঢং ঢং করে দশটা বাজতেই সতর্ক হল ফইম। আর বেশিক্ষণ থাকা চলে না। অথচ আবু বেনের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনও আছে। মনে মনে ফইম অস্থির হয়ে উঠছিল।

আবার ঢং ঢং করে এগারটা বাজল।

ফইম আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না। চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করল

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়।

দরজা খুলে দাঁড়াল আবু বেন।

তোমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।

কিছু সংবাদ আছে ?

সংবাদ নেই তবে সংবাদের সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আগামী কাল একটা দামী গাড়ির প্রয়োজন। তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ধরবার মত পাখী হয় তা হলে খাঁচায় ভর্তি করে তোমার কাছে হাজির করব।

সব কিছু আবু বেনকে বলে ফইম ফিরে এল।

পরদিন সন্ধ্যার পর ফইমকে নিয়ে একটা বিদেশী গাড়ী এসে দাঁড়াল সেই বারে। ফইম সোজা গিয়ে বসল টেবিলে। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে চুপ করে বসতে না বসতেই দালাল আজাহার হাজির হল।

কি এমিলাস সাহেব, আজ যাবে তো? আমি বন্দোবস্ত করে এসেছি।

সুসংবাদ। চল। গাড়ি প্রস্তুত! দু এক চুমুক দিয়েই উঠব। তুমিও দু এক চুমুক দিয়ে নিতে পার।

তোমার দয়া। আমার আপত্তি নেই।

সাড়ে সাতটার সময় ফইমের গাড়ি ঘেটোর একটা সু-উচ্চ বিলাস বহুল প্রাসাদের সামনে দাঁড়াল।

আজাহার তাকে পথ দেখিয়ে লিফ্টের সামনে নিয়ে এল।

গোপনে আরেকটি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল কিছুটা দূরে। আরোহী তিনজন নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করতে থাকে রাস্তার উল্টো দিকে।

ফইমকে নিয়ে লিফট্ ওপরে উঠে যাবার পর সেই তিনজন এসে দাঁড়াল লিফট্ নীচে নামবার অপেক্ষায়।

লিফট্ নামতেই লিফট্‌ম্যানকে জিজ্ঞেস করল, সাহেবরা উঠে গেছে ?

কোন সাহেব ?

এখুনি যে দুজন এল।

ও, সাততলার আজাহার সাহেব। হাঁ, তারা সাততলায় গেছে।

তিনজন লিফ্‌টে উঠে বলল, সাততলায় চল।

সাততলায় এসে তিনজন অবাক হয়ে গেল। পোর্টিকো আলোয় আলোয় আলোময়। দেওয়ালের গায়ে উপর দিকে এমন ভাবে পাইপ লাইট দেওয়া যাতে পাইপ দেখা যাচ্ছে না অথচ আলোর ঝিলিক দিচ্ছে। গোটা পোর্টিকোতে মূল্যবান গালিচা পাতা। কটা ফ্ল্যাট আছে বুঝবার উপায় নেই। কোথায় যে দেওয়ালে দরজা তাও বুঝার উপায় নেই। আগাগোড়া দেওয়াল সাটিনে মোড়া। তাদের মনে হল কোন স্বপ্নের দেশের রাজপ্রাসাদে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তারা সাটিনের পর্দায় হাত বুলিয়ে দরজা খুঁজতে থাকে।

ফইম যে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল সেটাও সাজানো ফ্ল্যাট।

তাকে প্রবেশ করতে দেখে একজন বেয়ারা এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে বসতে দিল। আরেকজন বেয়ারা একটা কাগজ আর কলম এনে দিয়ে বলল, আপনার নামটা লিখে দিন। বিবি-সাহেবের কাছে পেশ করব।

অভিভূতের মত ফইম তার নাম 'এমিলাস' লিখে দিল।

ফইমকে পৌঁছে দিয়ে আজাহার পাশের ঘরে প্রবেশ করেছিল। ফইম তারই অপেক্ষা করতে থাকে। সিগারেট বের করে ধরালো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। আজাহারের দেখা নেই। নাম লেখা কাগজ নিয়ে যে বেয়ারাটা ভেতরে গেছে তারও দেখা নেই।

বেয়ারাটা ফিরে এসে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

পাশের ঘরে একজন বসেছিল টেবিলের সামনে। লোকটার মাথার ওপরে দেওয়ালে লেখা আছে চেক নেওয়া হয় না। লোকটি ফইমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, কুড়ি পাউণ্ড, অন্যান্য খরচ দশ পাউণ্ড, বখশীশ এক পাউণ্ড।

ফইম পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেই লোকটি খস্ খস্ করে একটা কাগজে রসিদ লিখে দিল। বেয়ারা একটা দরজার সামনে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। দরজার সামনে চোয়াড় গোছের একটা লোক বসে ছিল, সে হাত পাততেই রসিদটা তার হাতে দিতেই ফইমকে ভেতরে যেতে অনুরোধ করল।

পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সাদর আহ্বান শোনা গেল মহিলা কণ্ঠের। কোণের বিছানায় শুয়ে রয়েছে অর্ধনগ্ন একটি যুবতী। কোন দেশীয় মেয়ে বুঝা দুষ্কর। তবে লেবানজী নয়, তাও যদি হয় তা হলে সংকর শ্রেণীয়। ফইমের চোখ সেই মেয়েটার মুখের উপর। ফইম কাকে যেন খুঁজছিল। সেই হোটেলের মহিলাটিকে খোঁজা তার শেষ হয় নি। আজও সেই কথাই ভাবছে। এই মহিলাই সেই মহিলা কিনা! উহুঁ।

বস। আমার পাশে বস। ড্রিংক? খাবার? এরিনা, নিয়ে এস।

এরিনাও যুবতী। বয়সটা বিশ বাইশের বেশী নয়। এরিনা প্রবেশ করল ট্রে হাতে করে, পেছন পেছন আরেকটি মহিলা এসে দাঁড়াতেই ফইম চমকে উঠল। এই তো সেই মহিলা। হুঁ। এই সেই মহিলা।

ফইমের মনের ভাব কঠোর হয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফইম বুঝল আজাহার ফাঁদ পেতেছে। তার ওপর শিনবেতের নজর আছে। তাকে ভুলিয়ে আনা হয়েছে এই খাঁচায়। হয়ত তাকে আটক করে গোপনীয় তথ্য জানার চেষ্টা করবে, জানা শেষ হলে খুন করবে।

ফইম ভয় পেল না।

এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষার সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে অনেকবার। আবু বেনকে সব বলে এসেছে। নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করার মত ব্যবস্থা আবু বেন করবে। শুধু তাই নয় এই দলটিকে আটক করারও প্রয়োজন আছে।

ফইম তাড়াতাড়ি মনস্থির করে ফেলল।

বলল, তোমাদের বাথরুমটা কোথায়?

এরিনা বলল, এস আমার সঙ্গে।

ফইম এরিনার সঙ্গে বাথরুমের সামনে এসে বলল, আচ্ছা তুমি যাও। আমি যেতে পারব।

এরিনা চলে যেতেই ফইম লক্ষ্য করল বাথরুমের পাশে একটা দরজা আছে।

সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে আত্মগোপন করল। ঘরটার দুটো দরজা। পেছন দিকের দরজাটা খুলতেই সামনে দেখল সার্টিনের পর্দা ঝুলছে। সার্টিনের পর্দা সরাতেই দেখল সামনে পোর্টিকো, এবার নিরাপদে সে বেরিয়ে যেতে পারে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই অজ্ঞাতনামা সেই তিনর্জনের সঙ্গে দেখা। ফইম ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তিনজনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েল। ধীরে ধীরে তিনজন এগিয়ে এসে বলল, আবু বেন আমাদের পাঠিয়েছে মিষ্টার এমিলাস।

ইঙ্গিতে তাদের ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

চুপি চুপি কি সব আলোচনা করে ফইম বাথরুমের দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল এরিনা এগিয়ে আসছে। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে ফইম এগিয়ে গেল এরিনার দিকে।

ও ঘরে কেন গিয়েছিলে?

ঘর চিনতে না পেরে ঘুরতে ঘুরতে এই ঘরটায় ঢুকে পড়েছিলাম।

তুমি যে বললে ঠিক যেতে পারবে।

বলেছিলাম নাকি ? মাথার-ই ঠিক নেই। নেশাটা যেন একটু বেশি হয়ে গেছে। চল।

আবার সেই সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করে ফোমের বিছানায় সেই রূপসীর পাশে বসল। আহার্য ও পানীয় পরিবেশন করল এরিনা। সেই মহিলাটি তখন সেখানে ছিল না।

রাত দুটো।

হঠাৎ একটা গোঙ্গানির শব্দ শোনা গেল।

আর শোনা গেল শিস দেবার শব্দ।

ফইম ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বাথরুমের দিকে গেল। এরিনা ছিল না সেখানে। দেহপণ্যজীবিনাও নেশায় মশগুল্। ফইম সংযত। সে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি লিফ্‌ট উঠল।

লিফ্‌ট ম্যান ঘুমোচ্ছিল। সাধারণত শেষরাতে কোন লোক থাকে না বলেই সে ঘুমিয়ে থাকে। ঘুম ভাঙ্গতেই সে লিফ্‌টের দরজা খুলে দিল।

ফইম কোন কথা বলল না, কোন দিকে তাকাল না, সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি গন্তব্যস্থলের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে।

পরদিন সকাল বেলায় শ্রীমতী জোসের বাড়ির একটা গোপন ঘরে হাজির হল ফইম। ঘরে তখনও একটি মহিলা ঘুমোচ্ছিল।

তাকে ডেকে তুলে ফইম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহিলাটি চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল অবস্থা। ফইমকে দেখে নিজের বিপদও বুঝতে পারল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বোকার মত।

আমাকে চিনতে পার এলিজা ? জিজ্ঞেস করল ফইম।

এলিজা হাসল।

তা হলে চিনতে পেরেছ। তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তেল আবিব, হাইফা, দামাস্কাস, বেইরুত, সব জায়গায় খুঁজেছি। কাল তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ফাঁদটা ভালই তৈরী করেছিলে কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারনি এলিজা।

একটু ভুল হয়ে গেছে এমিলাস, মানে ফইম। তোমাকে সনাক্ত করতে গিয়েছিলাম, আমার উচিত ছিল তোমার সামনে না যাওয়া। যাক্। ভুলের মাশুল আমাকে দিতেই হবে।

তার আগে আমাদের জানার দরকার আবিদকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কি? আর কে কে এই ষড়যন্ত্রে ছিল।

সেটা জানার কোন উপায় নেই ফইম। গোপন সংবাদ তোমাকে জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

তোমাকে কায়রোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কায়রোতেই চেষ্টা হবে তোমার কাছ থেকে সব কিছু জানার। বুঝতেই তো পারছ, তোমরা যতটা নিষ্ঠুর ও হিংস্র অতটা আমরা নই। নরহত্যাকে আমরা পেশা করে নিতে পারিনি। আবিদ আমার বন্ধু, তার সম্বন্ধে আমার জানার আগ্রহ আছে। তুমি না বললে আমার কিছু বলার অথবা করার নেই।

এলিজা চুপ করে রইল।

ফইমও আর কোন উচ্চবাচ্য না করে বেরিয়ে গেল।

ইস্রায়েলী গোয়েন্দা বাহিনী মোটেই চুপ করে বসে ছিল না। তারাও কর্মব্যস্ত। এলিজার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন চতুর মেয়ে গোয়েন্দাকে হারিয়ে তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এলিজাকে ফিরে পেতেই হবে। গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে সাজ সাজ রব উঠল। তাদের চর অনুচররা সক্রিয়। একমাত্র সূত্র দিতে পারে আজাহার।

আজাহার যা বলেছে তাতে এমিলাসের উপস্থিতি জানা গেলেও

পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কোন আলোকপাত করতে পারল না। লিফ্টম্যান বলেছে এমিলাস একা নেমে গেছে তার সঙ্গে কেউ ছিল না। রাত দুটোর সময় এমিলাস গেছে কিন্তু এলিজা যে কখন থেকে নিরুদ্দেশ সে খবর কেউ বলতে পারেনি।

এরিনা বলেছে সে রাত বারটা নাগাদ শুতে গেছে। তখন এলিজা তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। দরজা ভেজানো ছিল।

পাকা পাকা গোয়েন্দা ও বিজ্ঞানী এলিজার ঘর অনুসন্ধান করে অভিমত দিয়েছিল, তিন চারজন অজ্ঞাতনামা লোক এলিজার ঘরে এসেছিল। তারা ঘুম পাড়াবার কোন ওষুধ ব্যবহার করে এলিজাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। অন্য কোন তথ্য এলিজার ঘরে পাওয়া যায়নি। অনেক অনুসন্ধান করে তারা বলেছিল, এলিজাকে লিফ্টে নামানো হয় নি। সিঁড়ি দিয়ে নামানো হয়েছিল। তার প্রমাণ হল, মেয়েদের চুল সাজাবার একটা ক্লিপ পাওয়া গেছে সিঁড়িতে এবং এরিনা সেটা এলিজার মাথার ক্লিপ বলে সনাক্ত করেছে।

গাড়ির চাকার দাগ দেখে কিছু ঠিক করা যায় নি। এই বিলাস ও প্রমোদ ভবনে বহু লোক গাড়িতে এসেছে। সব গাড়ির চাকার দাগ থেকে অজানা কোন গাড়ির হদিস করা সম্ভব নয়।

রাত দুটো আড়াইটার সময় একটা গাড়ি এই বিলাস ও প্রমোদ ভবনের আঙ্গিনা থেকে যে গেছে সেটা জানা গেলেও সেই গাড়িতে এলিজাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই। গাড়ির শব্দে বাড়ির পাহারাদার জেগে উঠে জানালা দিয়ে দেখেছে। গাড়িতে একজন আরোহী ও ড্রাইভার ভিন্ন আর কেউ ছিল না।

শিনবেত তবুও শান্ত হতে পারেনি। আজাহারের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল তারই অনুসন্ধান করতে থাকে। আজাহার তার নাম বলেছে এমিলাস কিন্তু কোথায় তার বাসস্থান তা বলতে পারেনি। আজাহারকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়িয়েও তার কোন হদিশ করতে পারে নি।

উপরওলা চাপ দিচ্ছে। এলিজাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

শীত কেটে গ্রীষ্ম এসেছে।

মরুভূমির গরম বাতাসে অতিষ্ঠ জীবন।

উভয় পক্ষের গোয়েন্দা বাহিনী বিশেষ সক্রিয়।

ফইম এবার সাইদাকে নিয়ে ব্যস্ত। ফইম বারবার বলছে, সাইদা, তুমি দামাস্কাস যাও। সেখানে থাকলে নিরাপদে থাকবে। বেইরুতে জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। আমরা আগুন নিয়ে খেলছি। এই আগুনে নিজেরাও পুড়ে মরতে পারি।

সাইদা দামাস্কাসে যেতে রাজি কিন্তু একা নয় ফইমকে সঙ্গে নিতে চায়।

ফইম বলল, আমার যে অনেক কাজ।

তা হলেও তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। চারিদিকে শত্রু, তার মধ্যে তুমি একা থাকলে আমার রাতে ঘুম হবে না।

ফইম বুঝল সাইদা তাকে ভালবাসে। যৌন পরিতৃপ্তির জন্য সাইদা তার ঘরে আশ্রয় নেয়নি, আরও অনেক বেশি দূরে পৌঁছে গেছে। সাইদার মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন তৈরী হয়েছে ফইমের।

নারীর ভালবাসা কর্তব্যচ্যুত করবে, এটা অসহ্য। তবুও মোলায়েম ভাবে বলল, জানি তুমি আমার জন্য চিন্তিত কিন্তু আমার কর্তব্য কাজে বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেটাও তোমার দেখা উচিত। আমি তো শুধু অর্থের জন্য কাজ করি না। আমি কাজ করি দেশকে ভালবাসি বলে। দেশাত্মবোধ আমাকে এই বিপদজনক কাজে নিযুক্ত হতে প্রেরণা দিয়েছে।

সাইদা কোন কথা না বলে নিজের কাজে মন দিল।

রাতের বেলায় পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে ফইম বলল, রেডিওটা খুলে দাও।

সাইদা বলল, এত রাতে সব স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন রেডিও খুলে কি হবে?

আহা খোলই না। সব স্টেশন বন্ধ হয়না। পৃথিবীটা গোলাকার। এখানে যখন মধ্যরাত্রি তখন অপর কোথাও বেলা দ্বিপ্রহর। তুমি রেডিও খুলে 'ভোয়া' ধর। আমেরিকায় এখন বিশ্ব সংবাদ পরিক্রমা। খবর শুনে ঘুমোবো।

সাইদা উঠে রেডিও খুলে ভোয়ার স্টেশন ধরতেই গম্ভীর স্বরে সংবাদ পরিবেশক জানাল, প্রেসিডেন্ট অব ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক ডিরেকটস্ আর্মি টু টেক পজিশন বাই ইস্রায়েল বর্ডার।

খবর শেষ হতেই ফইম বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নামল।

অত ব্যস্ত কেন?

যুদ্ধ। বুঝতে পারছ না যুদ্ধ। সামনে যুদ্ধ। আজ মোলই মে। আজ প্রেসিডেন্ট নাসের নির্দেশ দিয়েছেন ইস্রায়েল সীমান্তে সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করার। আরও ঘোষণা করেছেন, ইস্রায়েলের অস্তিত্বই রাখা হবে না। এবার আরব-ইস্রায়েল লড়াই ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। আমাদের কাজ হল, আরব ভূমি থেকে ইহুদীদের চিরতরে বিতাড়ণ। প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের আবার তাদের নিজের দেশে পুনর্বাসন দেওয়া। সামনে সুযোগ। এই সুযোগের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

সাইদা সব কিছু না বুঝলেও এটা বুঝল সামনে ঘোরতর দুর্দিন। তবে এতকাল ইহুদী অথবা আরবরা যখন লেবানন নিয়ে টানাটানি করেনি তখন বেইরুতের জীবনে বিশেষ কোন রেখাপাত করবে না।

কি ভাবছ সাইদা?

কিছুই নয়। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমি বুঝি না। তুমি ঘুমোও। তোমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এক পেয়ালা কফি তৈরী করে দিচ্ছি। খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে পড়।

সাইদা উঠে স্টোভ জ্বেলে কফি তৈরী করল। কফির পেয়ালা

ফইমের সামনে রেখে বলল, চুপ করে কি ভাবছ, খেয়ে নাও। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় চিরকাল, আমরা গরীব গুবরোর দল চিরকাল মরেছি এবারও মরব। ওসব ভেবে কাজ নেই।

ফইম ধীরে ধীরে কফির পেয়ালা শেষ করে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না তার চোখে। ইস্রায়েলী দস্যুদের মোকাবিলা করার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তা পূর্ণ করার কোন উপায় নেই। এলিজাকে কায়রো পাঠাবার ব্যবস্থা করবে শ্রীমতী জোস। এলিজার জবানবন্দী আদায় করা যদি সম্ভব হয় তা হলে শিনবেত পাপচক্রের ক্রিয়াকলাপ জানা যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে রাত পেরিয়ে গেল।

প্রতিদিনকার মত সাইদা সকালের চা নিয়ে এসে দেখে বিছানা খালি। ফইম বিছানায় নেই। বোধহয় বাথরুমে গেছে। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে ফইম নেই। তবে কোথায় গেল! দেখতে থাকে প্রত্যেকটা কামরা। কোথাও ফইম নেই। নিশ্চয়ই সে না বলে কয়ে বেরিয়ে গেছে কোন জরুরী কাজে।

সকাল বেলায় খবরের কাগজ এসেছে।

সাইদা চা খেতে খেতে পড়তে থাকে।

মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি প্রথম খবর কিন্তু ইস্রায়েলীদের কোন সংবাদ নেই। তবে কি ইস্রায়েল নীরবে মার খাবে? সাইদা ভেবে ঠিক করতে পারল না। কাগজ ফেলে রেখে থলে হাতে করে বাজার করতে বের হল।

শহরে বেশ উত্তেজনা। সবাই ব্যস্ত। সবার মুখে এক কথা। এবার নাসের একটা ব্যবস্থা করবেই। ইহুদীদের প্যালেস্টাইন ছেড়ে যেতে হবে। রাস্তায় যেখানে আরবরা সংবাদপত্র নিয়ে ভীড় করেছে সেখানে উৎসাহের জোয়ার বইছে। সবাই যেন বলতে চায়, এবার খুব শিক্ষা দেওয়া যাবে ইহুদীদের। অনেক অত্যাচার করেছে ইহুদীরা। এবার অত্যাচারের শেষ হবেই হবে। যেখানে যেখানে কৃশ্চানরা সংবাদপত্র নিয়ে ভীড় করেছে সেখানে সেখানে কেমন একটা শঙ্কার

ভাব। তাদের আশঙ্কা লড়াই যদি স্থায়ী হয়আজ অথবা কাল। আমি
তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়
পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হবে। গ বাজিয়ে গুছিয়ে নিও।

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবছে, এই লড়াই কার লড়াই?
মোষের লড়াই? উঁহু। দুটো ধান্দাবাজ শক্তিশালী মি আধ ঘণ্টার
বোকা বুনো মোষকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের শক্তির
করছে। যুদ্ধটা ইস্রায়েল ও আরবের মারফত ধনতন্ত্রী শিবির ও দশলক্ষ
সমাজতন্ত্রী শিবির চালাতে চায়। তাই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে না, তবে কর
অতি অল্পকালের মধ্যে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে, এবং ধ্বংসলীলা
হবে অকল্পনীয়।

সবার কথাই কিছু না কিছু শুনতে পেল সাইদা। সেও মনে মনে অস্থির হল। সে যুদ্ধ চায় না, আবার ইহুদীদের জুলুমবাজীও চায়না। অথচ যুদ্ধ বিনা আর কোন পথ নেই জুলুমবাজী রোধ করার, এটাও সে বোঝে।

বাজার করে সাইদা ফিরে এসে দেখল ফাইম তখনও ফিরে আসেনি। অবশ্য ফইম কখন বাড়িতে আসে কখন যায় তার কোন স্থিরতা নেই। এক নাগাড়ে দু-আড়াই মাসও তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না সেজন্য সাইদা বিশেষ চিন্তিত নয়। আগে অতটা চিন্তা করত না, বর্তমানে চিন্তা করতে হচ্ছে। বিশেষ করে ফইমের সন্তান তার গর্ভে। অথচ আইন মোতাবেক বিয়েও তার হয়নি এরূপ সকাল বেলায় কিছু না বলে না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা তার পক্ষে কেমন অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। অন্তত মানসিক দিক থেকে সে নিজেকে বিপন্নবোধ করছিল।

অনেক বেলায় ফইম হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেই স্নানের জন্য বাথ-রুমে ঢুকল। সাইদাও খাবার গরম করতে বসল।

খেতে বসে সাইদা বলল, তুমি না বলে না জানিয়ে হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলে?

খেতে খেতে ফইম বলল, কাজে। গোপনীয় কাজে। আজ রাতে বোধহয় ফিরবনা। অনেক কাজ আছে বাইরে।

সাইদা মুখ নীচু করে বলল, আচ্ছা।

সেই রাতে হোটেল ইনটারন্যাশন্যালে জাজের শব্দ শোনা যাচ্ছিল সন্ধ্যা থেকেই। মিশর থেকে কয়েকজন সামরিক অফিসার এসেছে লেবানন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেছে লেবাননী সামরিক বাহিনীর প্রধান। হোটেল ইনটারন্যাশন্যালে আজ বাইরের লোকের প্রবেশ অনুমতি সাপেক্ষ। হোটেলের বলরুমে ক্যাবারে নাচের ব্যবস্থা বাদেও খাদ্য-পানীয় এবং প্রমোদ-কলার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেবাননের অভিজাত পল্লীর কিছু নর-নারীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মাত্র চল্লিশটি টেবিল সেদিন সরগরম।

মেজর জেনারেল ওয়াই তখন ব্যস্ত রয়েছেন ম্যাদাম-মেডিনার সঙ্গে গল্প করতে।

কি বলছ ম্যাদাম মেডিনা ?

হাঁ, জেনারেল, দশলক্ষ মার্কিন ডলার তুমি পাবে। তোমার নামে মধ্য ইউরোপের কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে। তুমি মাত্র দু ঘণ্টা অপেক্ষা করবে।

মেজর জেনারেল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঘণ্টায় পাঁচলক্ষ ডলার।

অবশ্যই।

মদের গেলাসটা এগিয়ে দিল ম্যাদাম মেডিনা।

বেয়ারা মদের বোতল ট্রেতে করে সাজিয়ে এনে শুধুমাত্র শুনতে পেল, ঘণ্টায় পাঁচলক্ষ ডলার। আর কোন কথা শুনতে পায়নি। শোনার চেষ্টাও করেনি। দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে সন্দেহ করবে। বেয়ারা তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করল।

মেজর জেনারেল বলল, বেশ, তাই হবে। দুটো ঘণ্টা এমন কিছু

নয়। কিন্তু ডলারটা নগদ চাই ম্যাদাম। আজ অথবা কাল। আমি ব্যাঙ্কে জমা দেব, তোমাকে দিতে হবে না।

বেশ। আজ রাতেই তোমাকে দেব। বেশ বাজিয়ে গুছিয়ে নিও।

কিন্তু তোমার আজকের রাতটা কি ব্যর্থ যাবে?

না. না। তা নয়; তুমি অপেক্ষা কর। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

তা হয়না সুন্দরী, তোমাকে যেতে দেবনা এখন। দশলক্ষ ডলারের চেয়েও তোমার দাম অনেক বেশি। অন্তত আজকের রাতটার জন্য তোমার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছাড়তে রাজি।

বেশ, চল আমার সঙ্গে। আমার ফ্ল্যাটে চল। সেখানে টাকাও পাবে, আমাকেও পাবে। তোমার আপশোষ থাকবে না।

মেজর জেনারেল উঠে দাঁড়াল। ম্যাদাম-মেডিনার সঙ্গে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে। দুজন যেদিকে গেল সেদিকে নজর ছিল একজনের। সেই ব্যক্তিটি আগের সেই বেয়ারা। নিঃশব্দে সে স্টোররুমে ঢুকে হাতের ট্রে রেখে সোজা পাঁচতলায় উঠে গেল। সেখান থেকে ফোন করল কনস্যুলেটে।

এইটুকুই শুনেছি।

তারপর?

ওরা দুজনে বোধহয় মেয়েটার ফ্ল্যাটে গেছে। মধুযামিনী যাপন করতে।

ঠিক আছে। নজর রাখ ফইম। আমারও সন্দেহ আছে। ঘটনা মিনিস্ট্রীকে জানাচ্ছি। পাঁচ লাখ ডলার এক ঘণ্টার দাম। জিনিসটা বড়ই গোলমেলে। আমার গাড়ি থাকবে। ভোজসভা শেষ হলে তুমি সোজা আমার এখানে আসবে আমার গাড়িতে।

অবশ্যই। ভোজসভায় কিছু কিছু মেয়ে সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ আছে। তাদের সঙ্গী পুরুষদের মোটেই স্বামী বলে মনে হচ্ছে না। বাজার থেকে ভাড়া করা স্বামী বলেই মনে হচ্ছে।

ফোনে আর কথা নয়, তুমি আসবে। আমি অপেক্ষা করব।

ফোন ছেড়ে বেয়ারাবেশী ফইম আবার স্টোরে প্রবেশ করল।

ঘণ্টা দেড়েক পর মেজর জেনারেল ওয়াই ম্যাদাম মেডিনার কাঁধে হাত দিয়ে টলতে টলতে আবার বলরুমে এসে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল। বেয়ারা সেলাম দিতেই হুকুম দিল, শেরী।

জাজের ঝনঝনাৎকারে ফিস্‌ফিসানি বিশেষ শোনা যাচ্ছিল না। ফইম তবুও কান সজাগ রেখে টেবিলে টেবিলে ঘুরছিল। বিশেষ করে ছয়জন সামরিক অফিসার যে টেবিলগুলোতে বসেছিল সেখানে সে বেশি আনাগোনা করছিল।

ভোজসভায় স্বাস্থ্যপান ও কক্‌টেলের হুরোহুরি দেখলে কারও মনে হবে না কোন সভ্যজগতের অধিবাসী এই সব আমন্ত্রিত জন। শুধু পাপ নয়, বিলাসের প্লাবন, ওদের অভিধানে আভিজাত্য। এই আভিজাত্যবোধ যাদের রয়েছে তারাই বসে আছে সমাজের শীর্ষে।

অনেক রাতে ভোজসভার উৎসব শেষ হল। টলতে টলতে আমন্ত্রিত নরনারীরা গাড়িতে গিয়ে উঠল। বেয়ারাবেশী ফইমও গিয়ে উঠল কনস্যুলেটের গাড়িতে।

রাত তখন দুটো বেজে গেছে।

কনসালের দরজার বেল বাজতেই পাহারাদার দরজা খুলে ফইমকে বসাল হলঘরে।

তোমার রিপোর্ট শুনেছি। খবর কাইরোতে পৌঁছে দিয়েছি।

আর কিছু করণীয় আছে কি ?

ইস্রায়েলীদের চালচলন কিছুই জানতে পারছি না। এলিজাকে কায়রো পাঠানো হয়েছে আজ রাত বারটায়। তার কাছ থেকে কিছুই আশা করছি না কিন্তু আমাদের প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার পরও গোলডা মেয়ার চুপ করে কেন আছে সেটাই বুঝতে পারছি না। তুমি সংবাদ সংগ্রহ কর। আর মাদাম মেডিনার ওপর নজর রাখ। কোথায় তার বাড়ি, কি জন্য সে বেইরুতে এসেছে, এই ভোজসভায়

কি সূত্রে সে এসেছিল, সব খবর চাই। তোমার সঙ্গীদের সক্রিয় করে তোল। সামনে লড়াই। আর বিলম্ব করার সময় নেই।

ফইম বিদায় নিল।

তার বাড়ির সামনে যখন গাড়ি দাঁড়াল রাত তখন চারটে। সকাল হতে আর দেরী নেই। চাবি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল সাইদা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিলম্ব না করে কাপড়জামা না বদলেই ফইম সাইদাকে জাপটে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমের ঘোরে সাইদা চিৎকার করার চেষ্টা করতেই ফইম বলল, চুপ। আমি। আমি ফইম।

ইস্রায়েলের মতলব জানার কোন উপায় ছিল না। তেল আবিব আর হাইফা থেকে যেসব সংবাদ আসছিল তাতে ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সৈন্য চলাচল স্বাভাবিকভাবে হচ্ছিল। জনজীবনের কোথাও কোন উত্তেজনা নেই, ব্যস্ততা নেই। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সর্বত্র অব্যাহত। একমাত্র বন্দরগুলোতে রাতের বেলায় আলো জ্বলছে না, অথচ সেখানে রাতের বেলায় কর্মতৎপরতা যেন বেশি। যাদের কোন পরিচয়পত্র নেই তাদের বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। জাহাজ থেকে মাল খালাস করে সেগুলো লরী ভর্তি করে অজ্ঞাতস্থানে পাঠান হচ্ছে। সে খবর সাধারণ লোকে জানতেও পারছে না। একমাত্র সরকারী বিজ্ঞপ্তি হল, রিজারভিষ্টরা তাদের ইউনিটে অবিলম্বে যেন রিপোর্ট করে এবং যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য যেন তারা প্রস্তুত থাকে।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ইহুদী নরনারী-ই রিজারভিষ্ট। তারা সব সময়ই প্রস্তুত। তাদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। বাহিনী থেকে মুক্ত হয়েও তারা সামরিক জীবনের প্রতি আগ্রহশীল। তাই ইস্রায়েলের কোথাও কোন উত্তেজনা কেউ লক্ষ্য করেনি, ব্যস্ততাও কোথাও নেই। সব কিছুই যেন স্বাভাবিক

গতিতে চলছে। আরব গোয়েন্দাবাহিনী বহু চেষ্টাতেও ইস্রায়েলী মনোভাবের কোন হদিশ করতে পারেনি।

ফইম ও তার অনুচররা ইস্রায়েলের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম ঘুরেও কোন প্রকার গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। প্রত্যেকটি ইহুদীর ঠোঁট যেন কোন শক্ত পেরেক দিয়ে এঁটে রাখা হয়েছে। তারা ব্যবসায়ভিত্তিক কথা বিনা অন্য কোন বিষয় আলোচনা করতে অনিচ্ছুক। রাজনীতি অথবা সামরিক নীতি নিয়ে কোন কথা হলেই তারা বলে, ওসব আমরা জানি না। আমাদের নেতা যা বলবে তাই করব। আমরা দুটো খেয়েদেয়ে মানুষের মত বাঁচতে পারলেই যথেষ্ট।

ইহুদীদের ঐক্যবোধ এবং নিষ্ঠার কাছে আরব গোয়েন্দারা পরাজিত। তারা তালকানা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন মূল্যবান সংবাদই সংগ্রহ করতে পারে না।

পৃথিবীর সকল দেশের গোয়েন্দারা যখন ঠিক ঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না তখন মিথ্যা, অর্ধসত্য ও কাল্পনিক সংবাদ সরবরাহ করে থাকে নিজেদের চাকুরী বজায় রাখতে অথবা রুজিরোজগার সংগ্রহ করতে। আরব গোয়েন্দারা এ বিষয়ে বোধহয় খুবই পটু। ফইমের অনুচররা মাঝে মাঝে সংবাদ পাঠাত। সেসব সংবাদ যথাযথ ভাবে কায়রোতে পাঠান হত। কিন্তু এই সব সংবাদের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল।

ফইমের কাছে সংবাদ এল, ইস্রায়েলী সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে সীমান্তে।

অবশ্য এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এমন কিছু নতুনত্ব এতে নেই।

সংবাদের সঙ্গে একটু রং ফলাও করে দেওয়া হল। তিন ডিভিশন সৈন্য গেছে সিরিয়া সীমান্তে। পাঁচ ডিভিশন সৈন্য গেছে সিনাই সীমান্তে।

এই সব সংবাদ অনবরত নানাভাবে কায়রোর সামরিক গোয়েন্দা

বিভাগের দপ্তরে পৌঁছেছে। মিশরও সেই অনুসারে তার স্থল-বাহিনীকে প্রস্তুত রাখছে। সামরিক দিক থেকে এই সংবাদের মূল্য কতটা তা যাচাই হয়নি।

মে মাস অতিবাহিত প্রায়। মাত্র দু'টো দিন বাকি। এমন সময় ফইম সংবাদ পেল মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ইস্রায়েলকে জলপথে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসছে ইস্রায়েলের দরিয়াতে। সংবাদটি এসেছে ক্রীট থেকে। ইস্রায়েল থেকে নয়। সংবাদদাতা ফইমের অনুগ্রহভাজন একজন তুর্কী যুবক।

জলপথে ইস্রায়েলকে আঘাত যাতে কেউ করতে না পারে তার জন্য মার্কিন বদান্যতা। নাসের বুঝতে পারল, লড়াই যদি হয় তাকে মোকাবিলা করতে হবে মার্কিন শক্তির সঙ্গে। ইস্রায়েলের বেনামীতে মার্কিন শক্তিই যুদ্ধ করবে। ইস্রায়েল যন্ত্র হিসাবে কাজ করবে।

তেসরা জুন তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল রাতের অন্ধকারে তেল আবিব ও হাইফাতে মার্কিন জাহাজ থেকে প্রচুর অস্ত্র খালাস করছে ইস্রায়েল। অস্ত্রের প্রস্তুতি এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা না গেলেও অনুমান করা গেছে, অস্ত্রগুলো ভয়ঙ্কর ধরণের এবং মারাত্মক।

আরেকটা সংবাদ হল ফরাসী সরকার ইস্রায়েলকে কয়েকটি মিরাজ জঙ্গী জেট বিমান দিয়েছে।

মার্কিন অস্ত্র এবং মিরাজ বিমান যে কোন সময়ে মিশরকে আঘাত হানতে পারে।

সংবাদগুলো পর্যালোচনা করে নাসের বুঝতে পেরেছিলেন, আর বিলম্ব নয়। এখনই যদি ইস্রায়েলকে আঘাত করা না যায় তা হলে ইস্রায়েল মিশরকে কঠিন আঘাত করবে।

নাসের রাশিয়ার দ্বারস্থ।

রাশিয়া তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে ত্রুটি করল না। কিন্তু সেই অস্ত্র ব্যবহার করার যোগ্যতা ছিল না আরবদের। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের অস্ত্র ব্যবহার শেখাতে ডেকে আনা হয়েছে। প্রস্তুতি

চলছে হৃত আরব ভূমি উদ্ধারের কিন্তু নাসের জানতেও পারেননি তার পশ্চাৎ দেশে আঘাত হানতে তারই অনুগামীরা অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

নাসের মিশরের জনপ্রিয় শাসকদের অন্যতম হলেও নাসের যে নীতি অবলম্বন করছিলেন মিশরের কম্যুনিষ্টদের দমন করতে তা অতীব নিন্দনীয়। তবুও রাশিয়া মিশরকে সাহায্য করতে ত্রুটি করেনি। রাশিয়ার বক্তব্য হল, স্বরাষ্ট্র বিষয়ে নাসের যাই করুক তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই রাশিয়ার। সোভিয়েত অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে কম্যুনিষ্টদের ওপর অত্যাচার যখন করছিল তখন রাশিয়া মিশরের কাছে প্রতিবাদ তো দূরের কথা অস্ত্র সাহায্য দিতে মোটেই টালবাহানাও করেনি। রাশিয়ার এই নীতি হল মধ্য প্রাচ্যে তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি। ঠিক একই ভাবে যখন ভারতে বিশ হাজারের মত তরুণ-তরুণীকে বিনা বিচারে কম্যুনিষ্ট এই অপরাধে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে, কয়েক হাজার তরুণ-তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে শুধুমাত্র শাসক বিরোধী সন্দেহে তখনও রাশিয়া উদার হস্তে ভারতকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে আসছে। মার্কিন প্রাধান্য হ্রাস করতে রাশিয়ার এই নীতিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা খুবই কঠিন। তবে রাজনীতি এমন একটা নীতি যার অগ্রভাগও নেই, পরিণতিও নেই।

নাসের রাশিয়ার কাছ থেকে শুধুমাত্র অস্ত্রই পায়নি। আসোয়ান বাঁধের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যও পেয়েছে কিন্তু রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নীতিকে কোন সময়ই সর্বাঙ্গীনভাবে সমর্থন জানায়নি। যাই হোক না কেন, রাশিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই মানচিত্র থেকে ইস্রায়েলের অস্তিত্ব মুছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল মিশর। এর উপর ভরসা রেখেই এবং রাশিয়ান অস্ত্র ব্যবহারে কতটা নিপুণ তা পরখ ও পরীক্ষা না করে নাসের ষোলই মে তারিখে সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নাসেরের আশা আকাঙ্খাকে ধূলিস্যাৎ করতে যে পরিকল্পনা

গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল সেটা সীমাবদ্ধ কয়েকজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, ঘুণাক্ষরেও বাইরের কোন লোক জানতে পারেনি। গোপনে সামরিক বাহিনীর অবস্থানের ম্যাপ পাচার হয়ে গেছে ইস্রায়েলে, স্থলবাহিনীকে এগিয়ে দিলেও আকাশ পথ নিরাপদ করার ব্যবস্থা মোটেই তুলনামূলকভাবে সক্রিয় করা হয়নি।

বিশেষ করে ইস্রায়েলের নীরবতা এবং গোয়েন্দা বিভাগের অর্ধ সত্য বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের ওপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করাটা মোটেই যে যুক্তিসঙ্গত হয়নি এটা নাসেরের মত যুদ্ধ বিশারদের উপেক্ষা করা উচিত হয়নি।

ইস্রায়েল সীমান্তে আরব ও ইহুদী বাহিনী মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।

সিরিয়াতেও সাজ সাজ রব। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী গোলান উপত্যকায় ইস্রায়েল বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। উভয় পক্ষই নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

মিশরীয় এবং সিরীয় বাহিনীর উৎসাহ উদ্দীপণার অভাব নেই। মনে করা যাচ্ছিল, তারা নিশ্চিত ইস্রায়েলে প্রবেশ করে হৃত ভূমি উদ্ধার করতে পারবে। জর্ডনও জেরুজালেম সীমান্ত শক্ত করে তুলতে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে।

ইস্রায়েল তিন দিক থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা।

সম্মুখে বিপদ। এমন বিপদ যার তুলনা নেই। জীবন মরণ সমস্যাই নয়, অস্তিত্ব রাখার সমস্যা। অথচ ইস্রায়েল নীরব। ইহুদীদের শত শত বৎসর ধরে কঠিন জীবন যাপন করতে হয়েছে। লাঞ্ছিত দুঃখময় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ওরা পরিচিত। বাহির থেকে মনে হচ্ছিল ইস্রায়েল দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে যেন গ্রাহ্য করতেই চায়না। মিশরীয় গোয়েন্দা বাহিনীর প্রেরিত সংবাদ এমন কিছু চাঞ্চল্যকর নয় যাতে নাসেরকে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। একটি মাত্র সংবাদ ছিল উদ্বেগজনক। রাতের বেলায় জাহাজ খালাসের ঘটনাকে মোটেই ছোট করে দেখতে পারেননি নাসের স্বয়ং।

কিন্তু মার্কিন ষষ্ঠ রণতরী বহর যেভাবে ইস্রায়েলের উপকূল পাহারা দিচ্ছে তাতে সেখানে কোন সুবিধা করা যে সম্ভব নয় তা বুঝেই নাসেরকে ঠাণ্ডা লড়াইতে নামতে হয়েছে সবার আগে। সমগ্র বিশ্বের সামনে মার্কিন সরকারের এই অপকৌশলকে তুলে ধরতে থাকেন বারে বারে।

একমাত্র রাশিয়া এবং চীন আমেরিকার মোকাবিলা করতে সক্ষম। তাদের মধ্যে কেউ-ই সরাসরি মার্কিনের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামতে রাজি নয়। বিশেষ করে চীন তখন রাষ্ট্র সংঘের সদস্যও নয়। রাষ্ট্র সংঘে আলোড়ন সৃষ্টি করতে রাশিয়া কোন শক্তিশালী জোটের সাহায্যও পাচ্ছে না তবুও সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন নৌ-বহরের কাজ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করছে মিশর তথা আরব জগতের স্বার্থে।

নাসের মাঝে মাঝেই মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা করছেন। সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে সম্মেলন করছেন। আবার বিদেশী রাষ্ট্রদূতদেরও ডাকছেন তার বক্তব্য জানাতে। তার মন্ত্রীসভার সদস্য ও সামরিক বাহিনীর নেতারা বার বার আশ্বাস দিচ্ছে, সব ঠিক হ্যায়, এবার ইস্রায়েলীদের নির্মূল তারা করতে পারবে। শুধুমাত্র হুকুমের অপেক্ষা।

একই সময়ে অন্য চিত্র দেখা যাচ্ছে ইস্রায়েলের রাজধানী তেল আবিবে। ইস্রায়েলের প্রধান মন্ত্রী গোলডা মেয়ার তার মন্ত্রীসভার সঙ্গে গোপনে যে পরামর্শ করছে তার বিন্দুবিসর্গ জানানো হচ্ছে না জনসাধারণকে। ইস্রায়েলী পার্লামেণ্টে কোন ঝড় উঠছে না। গোপন পরামর্শ চলছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে, গোপন পথে আসছে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ। ইস্রায়েল যেন নির্বিকার। শুধু মাত্র রিজার্ভ বাহিনীর লোকেরা নিজেদের নির্দিষ্ট শিবিরে হাজির হচ্ছে নিতান্ত অলস ভাবে যেন ঘটনা কিছুই নয়।

পাঁচই জুনের রাত।

কায়রো, পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি শহরে খোলা জায়গায় কোন আলো নেই। কাফে, পানাশালায় ভীড় যথেষ্ট। সবাই উত্তেজিত অথচ স্বাভাবিক জীবনের সামান্যতম পরিবর্তন কোথাও নেই। ভাবছে, তুড়ি মেরেই হটিয়ে দেবে ইহুদীদের।

দামাস্কাসের হোটেলেও ভীড়। সেখানেও সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদের কর্মচারীরা শীতল পানীয় গলায় ঢেলে আনন্দের ফোয়ারায় যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এখানেও সবাই ভাবছে, নাসের এবার যখন প্রস্তুতি নিয়েছেন তখন ইহুদীদের দেশছাড়া করতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না নিশ্চয়ই। শেখের দল দাড়িতে হাত বুলিয়ে 'তোবা—তোবা' হাঁকছে, বীর পুঙ্গবরা গোঁফে আতর দিয়ে হারুন-অল-রশিদের জমানার কথা ভাবছে। ইস্রায়েলকে ফুঁ দিয়ে কত তাড়াতাড়ি ভূমধ্যসাগরে নিক্ষেপ করবে সেই স্বপ্নে মশগুল।

আম্মানের অবস্থা ভিন্ন।

রাজা হুসেন চিন্তা করছে জেরুজালেম উদ্ধারের। পাহাড় ঘেরা এই শহরটা হল মুসলমানদের তীর্থস্থান। তীর্থস্থানের ভাগাভাগি রাজা হুসেনের পছন্দ নয়। গোটা শহরটা তার দখলে রাখতেই হবে। জনশ্রুতি আম্মানী সৈন্যরা হল আরব জমানার শ্রেষ্ঠ লড়াকু সেনা। তারা কুচ কাওয়াজ করছে। সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে।

ইস্রায়েল চায় আরবদের হাত থেকে বাঁচতে। যুদ্ধ করাই তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য এমনভাবে আরবদের আঘাত করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের মূল ভূমিতে পা দেবার সাহস না পায়। উপরন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনও যুদ্ধ হয় তখন যুদ্ধ হবে আরব ভূমিতে, ইস্রায়েলের ভূমিতে নয়।

ইস্রায়েলী মন্ত্রীসভা ছক টেনেছে।

জর্ডন নদী পর্যন্ত দখলে রাখলে জর্ডন ভবিষ্যতে কখনও জেরুজালেমের পথে পা বাড়াতে পারবে না। গোলান উপত্যকায়

কামান সাজিয়ে চোখ রাঙ্গাবে সিরিয়া, এটাও অসহ্য। যে কোন উপায়ে গোলান উপত্যকা থেকে সিরিয়াকে হটিয়ে দিতে হবে। মিশরকে কাবু করতে হলে সুয়েজখাল বন্ধ করতে হবে। নাসের ইস্রায়েলী জাহাজ সুয়েজখাল দিয়ে যাতায়াত করতে দেয়না। আকাবা বন্দরকে অবরোধ করে পূর্বদেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করবার পথ রোধ করে রেখেছে। সামরিক দিক থেকে সিনাই মরুভূমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিনাই দখল করতে পারলে মিশর সুয়েজ নিয়ে দম্ভ করতে পারবে না, উপরন্তু আকাবা বন্দর ইস্রায়েলীদের নিজস্ব উন্মুক্ত বন্দর হবে।

নাসের ইস্রায়েলকে নানাভাবে কোণঠাসা করার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে বাণিজ্য পথ অবরোধ করা অন্যতম। ইস্রায়েলকে বাঁচতে হলে বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করতেই হবে যে কোন উপায়ে।

ইস্রায়েলের পরিকল্পনা বাইরের কেউ জানতেও পারেনি।

পাঁচই জুনের রাতে কায়রো, দামস্কাস অথবা আম্মানে বসে কারও মনে করার কোন অবসর ছিলনা যে যুদ্ধ আসন্ন। বিশেষ করে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অসামরিক অথবা সামরিক, সবাই তখন মেতে রয়েছে জীবনের সব কিছু ভোগ করতে। সামনে যে বিপদ সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই।

ই

বারুদে আগুন লাগল। হঠাৎ নয়, অনেক প্রস্তুতি নিয়ে।

ফইম তখন বেইরুতের নিজস্ব বাসভবনে বসে ম্যাপ দেখছিল। সত্যিই যদি যুদ্ধ হয় তাহলে আরব রাজ্যের সৈন্যরা কিভাবে এগোবে এবং কোন কোন অঞ্চলে সর্বাগ্রে প্রাধান্য বিস্তার করবে এই সব সে ভাবছিল। তার সব চিন্তায় বাধা দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

হাঁ।

ইস্রায়েল আক্রমণ করেছে।

তাতে চিন্তার কি? আমরা তো প্রস্তুত।

কিন্তু ইস্রায়েলী বিমান বহর সমানে আক্রমণ করছে আমাদের বিমানক্ষেত্রগুলো।

আমাদের বিমান বহর বাধা দিচ্ছে না?

দেবার অবসর তারা পাচ্ছে না। মিশরের মূল ভূমিতে অবস্থিত বিমানক্ষেত্রগুলোতে আগুন জ্বলছে। রাশিয়ার মিগ বিমানগুলো বোমার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। গোলান উপত্যকাতেও একই অবস্থা। সারা শহর কামানের মুখে।

ফইম মাথায় হাত দিয়ে বসল, সর্বনাশ!

ফোন ছেড়ে দিল ফইম।

বিকেল বেলায় বৈকালিক পত্রিকায় সংবাদ বের হতেই সাধারণ মানুষের চোখে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। ইস্রায়েল মিশর আক্রমণ করেছে, কেউ বলছে এটাই হল মূল সংবাদ।

নাসের যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে করতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

ইস্রায়েলী মিরাজ আর ফ্যান্টম বিমানবহর অনবরত আঘাত হানছে মিশরের বিমান ক্ষেত্রে। মিশরের বুকে এত বড় দুর্ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। নাসের পাল্টা আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সংবাদ যে কোন কারণে সামরিক দপ্তরে পৌঁছতে দু ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছিল। ব্যবস্থা ছিল মিশরীয় বিমান বহর আক্রমণ করবে। আক্রমণের সময় স্থির ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের দু ঘণ্টা আগেই ইস্রায়েলী বিমান বহর আক্রমণ আরম্ভ করল।

নাসের চিন্তিত।

মন্ত্রীসভাও চিন্তিত।

সবাই ভাবছে মিশরীয় বিমান বাহিনী আক্রমণের নির্দিষ্ট সময়ের ত্থ ঘণ্টা আগে ইস্রায়েলী বিমান বহর কেন আক্রমণ করল। নিশ্চয়ই মিশরের পরিকল্পনার গোপন সংবাদ পেয়ে গেছে ইস্রায়েলীরা।

নাসের ঘাবরায় নি। স্থল বাহিনীকে অগ্রসর হবার যথাযথ নির্দেশ গেল। সিনাই মরুভূমি ও উপত্যকা অঞ্চলের মিশরীয় বাহিনী এগোতে থাকে ইস্রায়েলের দিকে। বৃথা সেই চেষ্টা। স্থলবাহিনীকে আচ্ছাদন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিমানবাহিনীর প্রয়োজন। মিশরের গোপন বিমান ঘাঁটি সহ সকল বিমান ঘাঁটিতে ইস্রায়েলের আঘাত এত প্রচণ্ড হয়েছিল যার ফলে মিশরীয় বিমান বহর কাজে নামাবার আগেই ভূমিতেই তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে থাকে ইস্রায়েলীরা। শক্তিশালী মিগ বিমানগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো হতে থাকে। স্থলবাহিনী অগ্রসর হতে পারল না বিমান আচ্ছাদনের অভাবে। আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে ইস্রায়েলী বিমান বহর, ট্যাঙ্ক কামান নিয়ে মিশরীয় বাহিনীকে এমন ভাবে আঘাত করতে থাকে যার ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে থাকে মিশরীয় স্থল বাহিনী।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তখন আত্মরক্ষার যুদ্ধে পরিণত হতে থাকে।

মিশরীয় বাহিনী পেছন হাঁটতে থাকে।

ছত্রভঙ্গ মিশরীয় সেনাদের না ছিল খাদ্য, না ছিল পানীয়। তারা জুন মাসের তীব্র উত্তাপে মরুভূমিতে ছোটাছুটি করতে থাকে বাঁচার জন্য। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য নাসের প্রস্তুত ছিলেন না। তার বিরাট বাহিনীর সমাধি রচিত হল সিনাই মরুভূমিতে। পেছন থেকে সাহায্য পাঠাবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

মিশরীয় বিমান বহর পাটশোলার মত ভেঙ্গে চুরমার হবে অতর্কিত আক্রমণে এই ধারণা কারও ছিলনা।

ওদিকে গোলান উপত্যকায় ইস্রায়েলীরা প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ

করেছিল। সিরিয়ার বিমান বহরও ইস্রায়েলী আক্রমণের মুখে তিষ্ঠিতে পারল না। সিরিয়ার রক্ষী বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

জর্ডন বাহিনী আঘাত সামলাতে না পেরে পিছু হটতে হটতে জর্ডন নদীর পূর্বতীরে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল।

এদিকে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে তখন তুমুল বাদ বিসম্বাদ।

সবাই সমস্বরে চীৎকার করছে যুদ্ধ বন্ধ কর।

আমেরিকাও যুদ্ধ বন্ধ চায় তবে অত শীঘ্র নয়। ইস্রায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে আমেরিকা। মূল উদ্দেশ্য হল, ইস্রায়েল তার নিরাপত্তাকে শক্ত করার মত ভূমি দখল না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে দেওয়া।

ইস্রায়েল বাহিনী সুয়েজ খালের পূর্ব তীরে হাজির, জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে হাজির, গোলান উপত্যকার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল শেষ। আমেরিকা তখন মুনিঋষির মত ভাল মানুষ সেজে বলল, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ কর।

যুদ্ধ বন্ধ হল।

ছয়দিনের যুদ্ধে আরবরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হল। মিশর হারাল গোটা সিনাই অঞ্চল, হারাল আন্তর্জাতিক জলপথ সুয়েজ; জর্ডন হারাল জর্ডন নদীর পশ্চিমতীর, সিরিয়া হারাল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গোলান উপত্যকা।

বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করল, স্থিতাবস্থা নয়। যুদ্ধ পূর্ব এলাকায় ইস্রায়েলকে যেতে হবে। নতুন করে অধিকৃত এলাকা পরিত্যাগ করতে হবে তাকে।

জয় হল আমেরিকার।

পরাজয় হল রাশিয়ার।

আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য স্বার্থ বজায় রাখতে ইস্রায়েলকে চাঙ্গা রাখা দরকার। আবার রাশিয়া মধ্য প্রাচ্যে তার প্রাধান্য বজায়

রাখতে চায়। সেজন্য যুদ্ধটা বেনামে মার্কিন-রাশিয়ার যুদ্ধ। কূট-কৌশলে রাশিয়া শুধু হার মানেনি, মধ্যপ্রাচ্যে তার সম্মানেরও হানি ঘটল। রাশিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহও জাগলো অনেকের মনে।

অপমানে আত্মগ্লানিতে নাসের ভারসাম্য রাখতে না পেরে পদত্যাগ করলেন।

নাসেরের পদত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় জনতা ক্ষিপ্তের মত ছুটল প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দিকে। সবার মুখে একটি কথা, পদত্যাগ প্রত্যাহার কর।

এদিকে তখন বেইরুতে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা চলছে ইহুদীরা বিজয় উৎসব করছে। যার জন্য হোটেলে বাঘা বাঘা ইহুদীদের বিরাট সমাবেশ হয়েছে। সেখানেও সংবাদ পৌঁছেছে নাসের পদত্যাগ করেছে। বিজয় উৎসবে যোগদানকারী ইহুদীদের কাছে এটা একটি শুভ সংবাদ।

ওদিকে মানুষ ছুটে চলেছে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দিকে। রক্ষীবাহিনী দুর্ঘটনা এড়াতে ঘিরে রেখেছে প্রাসাদ। মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠেছে। সবাই চায় নাসেরের দর্শন। তারা শুনতে চায় নাসেরের মুখে কেন সে পদত্যাগ প্রত্যাহার করবে না। জনতার দাবী কেন মানবে না। কেনই বা নাসের পদত্যাগ করল! এসব প্রশ্নের জবাব তারা চায়। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য এইভাবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে জয়ের প্রস্তুতি নিতে ধৈর্য ধরতে হবে।

অবশেষে প্রাসাদ অলিন্দে নাসের এসে দাঁড়ালেন।

সেই হাসি হাসি মুখে রয়েছে কালো মেঘের ছাপ। রোদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে সুস্থ মনে হচ্ছিল না।

ধীরে ধীরে নাসের বললেন, আমি পদত্যাগ করেছি। আমি মনে করি মিশরের প্রেসিডেন্ট পদের যোগ্য আমি নই। মিশরীয়দের

মর্যাদার সঙ্গে পরিচালনা করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনারা কোন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্টের পদে বসিয়ে মিশরকে অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করুন।

জনতার মুখে শোনা গেল, না, না।

না, জনতা নাসেরকে পরিত্যাগ করতে চায় না। তারা নাসেরকে ফিরে পেতে চায় তার পূর্ব পদে। তারা দাবী জানাল, পদত্যাগ করা চলবে না।

নাসের এই কোলাহলে বিব্রত বোধ করছিলেন। জনতার কোলাহলে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। নাসের চিন্তিত। অথচ কিছুতেই জনতার দাবী অস্বীকার করতে পারছিলেন না।

আমাকে চিন্তা করার সময় দিন আপনারা। আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। আমি চিন্তা করে আমার মতামত জানাব।

উত্তেজিত জনতা শান্ত হল নাসেরের কথা শুনে তবে তারা দাবী জানাল শীঘ্র মতামত জানাতে। তারা বলল, জনতার মতই প্রেসিডেণ্টের মত। চিন্তার বিশেষ কোন অবকাশ নেই।

সেই রাতেই জানা গেল নাসেরের অভিমত।

নাসের পদত্যাগ প্রত্যাহার করলেন। জনতার দাবী স্বীকৃতি পেল।

জনতার আরও দাবী মেনে নিলেন নাসের।

কি কারণে এই যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে উচ্চশক্তিযুক্ত কমিশন নিয়োগ করলেন। কেন মিশরীয় বিমানবাহিনী প্রত্যাঘাত করতে বিলম্ব করেছিল তারও অনুসন্ধান করতে হবে। রাশিয়ান অস্ত্র চালনায় কতটা ক্ষমতা লাভ করেছিল মিশরীয়বাহিনী তাও অনুসন্ধান প্রয়োজন। শুধু তাই নয় রাশিয়ান অস্ত্র মার্কিন অস্ত্রের মোকাবিলা করার উপযোগী কিনা তাও জানা দরকার। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আরম্ভ হল জনতার দাবীতে।

নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন হল।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহের তদন্ত আরম্ভ হল।

বেইরুত থেকে এল ফইম ; সঙ্গে এল জোস আর সাইদা।

ট্রাইবুন্যালের সামনে দাঁড়াতে হল সবাইকে।

প্রশ্ন করা হল, মাননীয় ফইম, আপনি সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

আমার সৌভাগ্য।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘটনা আপনার অজ্ঞাত থাকা উচিত নয়।

মাননীয় বিচারপতি বোধহয় জানেন আমার কর্তব্য ইহুদীদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ, আমার কার্য-তালিকায় মিশরীদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার নির্দেশ নেই।

তাহলে আপনার কাছে মিশরীর অফিসার যারা বেইরুতে যাতায়াত করত তাদের কোন খবর নেই ?

থাকা উচিত নয়।

উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নয় মাননীয় ফইম। আছে কিনা জানতে চাইছি।

সরকারীভাবে কোন সংবাদ আমার নথিভুক্ত হয়নি তবে মেজর জেনারেল ওয়াই সম্বন্ধে একবার আমি রিপোর্ট দিয়েছিলাম।

সে রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু জানাবেন কি এই বিচারালয়কে ?

মেজর জেনারেল ওয়াই মদ্যপান করে অস্থির অবস্থায় ম্যাদাম মেডিনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমি মদ পরিবেশন করছিলাম। তাদের কয়েকটা কথা আমার কানে যায়। তার মধ্যে মেজর জেনারেল ওয়াই বললেন, ঘণ্টায় পাঁচলক্ষ ডলার। ভেবেছিলাম বোধহয় ম্যাদাম মেডিনার সঙ্গে গোপন ঘরে বাস করার জন্য প্রতি ঘণ্টায় পাঁচলক্ষ ডলার দাবী জানিয়েছে ম্যাদাম মেডিনা। সেজন্য

একে গুরুত্ব দেইনি তবুও আমি সেই রাতেই কন্সাল অফিসে রিপোর্ট করেছিলাম।

ফোনে অথবা চিঠি লিখে?

না। আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলাম মিশরীয় ভাইস-কন্সালের গৃহে। ভাইস-কন্সাল আবু বেন তখনই সেটি নিয়ে সদর দপ্তরে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

এই কথা শুনে আপনার কোন সন্দেহ হয়নি?

হয়েছিল। সেই জন্যই তো রাত দুটোর সময় ছুটে গিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, কোন দেহপণ্যজীবিনীর একঘণ্টার মূল্য পাঁচলক্ষ ডলার হতে পারে না। কোন গোপন রহস্য থাকাই সম্ভব। তাই বিলম্ব না করে যথাস্থানে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলাম।

বিচারক নথিপত্র উল্টে দেখতে দেখতে এক জায়গা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে পড়তে বললেন, আপনার কথাই ঠিক। রিপোর্ট এখানে আছে। অভিযোগকারী কৌঁসুলী আরও প্রশ্ন করতে পারেন।

কৌঁসুলী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিবাহিত?

হাঁ।

আপনার কটি স্ত্রী।

একটি। অপর একজন বাগ্‌দত্তা।

তার নাম সাইদা খানম্‌?

আজ্ঞে হাঁ।

সাইদা সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে কি? তার অতীত সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?

খুব বেশি জানিনা। ম্যাদাম জোস তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল বৎসরাধিক কাল আগে। সেই অবধি সে আমার কাছে আছে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার সেবা করছে। তার বিশ্বস্ততা দেখে অন্য কোন প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি।

আমরা যদি বলি এই সাইদা খানম্ শত্রুর গুপ্তচর। তাকি আপনি বিশ্বাস করেন?

ফইম চমকে উঠল।

মুখ নীচু করে চিন্তিতভাবে ফইম বলল, আপনার এই অভিযোগ আমি স্বীকার করতে পারছিনা।

আমাদের দুর্ভাগ্য। নারীর ছলনায় মেজর জেনারেল ওয়াই যা করেছে তাতো বুঝতেই পারছেন। আপনি দেশদ্রোহিতা করেননি কিন্তু ঘরে বিষাক্ত কালসাপ পুষেছেন। সে সব সময় দংশন করার চেষ্টা করেছে। আপনি তা জানতে পারেননি।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা।

আপনি বসুন। সাইদা খানমের সাক্ষ্য আপনার সামনে গ্রহণ করা হবে। তাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে।

সাইদাকে বিচারকের সামনে হাজির করল রক্ষীরা।

কৌসুলী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সাইদা খান্‌ম। আপনি মাননীয় ফইমের বাগ্‌দত্তা। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেতে চাই। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

সাইদা চমকে উঠল। ক্ষণেকের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে বলল, আশ্চর্য। আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে বলে মনে করি না।

কৌসুলি মৃদু হেসে একটা কাগজ সামনে ধরে বললেন, এই কাগজটা চেনেন?

সাইদা ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, না।

আপনি কি কোন সময় এই কাগজখানা দিয়ে কোন খাবারের প্যাকেট জড়িয়েছিলেন?

না।

সেই প্যাকেট কি কোন সময় বন্দিনী এলিজার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন?

না। এলিজাকে আমি চিনি না।

আপনি কি জানতেন, এলিজা ম্যাদাম জোসের বাড়ীতে আটক ছিল?

না। আমি জানতাম না।

কৌঁসুলী ডাকলেন রসায়ন বিশেষজ্ঞকে। তার হাতে কাগজখানা তুলে দিয়ে কৌঁসুলী বললেন, আপনি এই কাগজখানায় কি লেখা আছে তা আবিষ্কার করতে পারেন কি?

রসায়ন বিশেষজ্ঞ বললেন, আমি চেষ্টা করব। দশ মিনিট সময় দিতে হবে।

আদালতের কাজ দশ মিনিটের জন্য বন্ধ রইল।

আবার যখন আদালত বসল তখন রসায়ন বিশেষজ্ঞ কাগজখানা হাতে করে এসে কৌঁসুলীর হাতে দিতেই কৌঁসুলী সাইদার সামনে কাগজখানা তুলে ধরে পড়তে থাকেন।

তোমাকে গ্রেপ্তার করেছে ফইম।

জোসের বাড়ির বাথরুমের পেছনের জানালাটা খুবই দুর্বল।

পড়া শেষ করে সাইদার দিকে তাকিয়ে কৌঁসুলী বললেন, সাইদা খানম, তোমার আসল পরিচয় আমরা পেয়েছি। তুমি সংকর শ্রেণীর। তোমার বাবা ইহুদী, মায়ের পরিচয় অজ্ঞাত। তোমার বাবা তেল আবিবে এসেছিল বেলজিয়াম থেকে। এটা তোমার অজানা নয়।

সাইদা বলল, আপনি যে চিঠি পড়লেন সেটা কেন পড়লেন? আমার লেখা মনে করে পড়লেন কি? তা হলে বলব ওটা আমার লেখা চিঠি নয়। আমার বাবার কথা যা বলছেন, তা আমি স্বীকার করি না। আমার জ্ঞান হবার আগেই আমার বাবা মারা গেছেন। আপনাদের সংগৃহীত সংবাদ ভুল। আমার বাবা ও মায়ের পরিচয় মোটেই নিন্দনীয় নয়।

আপনার মা আবার বিয়ে করেছিলেন কি?

হয়ত করেছিলেন। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে

বিশ্বাস...ায়ের সঙ্গে কোন যোগাযেগে আমার নেই। তিনি বেঁচে আছেন অথবা মারা গেছেন তাও আমি জানি না।

কৌঁসুলী কেমন একটা ধাঁধায় পড়লেন।

ফইম আপনাকে বিয়ে করতে চান। এর আগে কারও সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল কি?

না।

আপনি অবিবাহিত কুমারী?

অবিবাহিত কুমারী বলতে আপনারা যা বোঝেন তা হয়ত নয়। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অনেকে আমার ওপর অত্যাচার করেছে। যারা অত্যাচার করেছে তাদের আমি ঘৃণা করি।

ফইমের স্ত্রী বর্তমান তা জানেন?

জানি। সব জেনেই আমি ফইমের সঙ্গে বসবাস করছি।

কৌঁসুলী কেমন যেন ক্লান্ত।

ফইম এতক্ষণ আদালতের কাজ লক্ষ্য করছিল। সাইদা থামতেই ফইম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মাননীয় আদালতে সাইদার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে আমি আমার পথ স্থির করতে পারি।

আদালতের বিচারক চিন্তিতভাবে বললেন, আজ আদালতের কাজ বন্ধ রইল। সাইদা খানমের বিরুদ্ধে আপাত দৃষ্টিতে কোন অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেজন্য আদালত তার বিচার ফল জানাতে পারছে না।

ফইম সাইদার হাত ধরে সামরিক ছাউনির বাইরে আসতেই লক্ষ্য করল কেমন একটা উত্তেজনার ঢেউ বইছে জনসাধারণের মধ্যে। সবাই কিছু বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না।

অবশেষে ফইম চলতি পথের একজন পথিককে জিজ্ঞেস করল, কিছু ঘটেছে কি ভাই?

ঠিক জানি না, তবে গুজব শুনেছি মেজর জেনারেল ওয়াই আত্মহত্যা করেছে।

ফইম আশ্চর্য হল না। এমনটা যে হতে পারে তা অনুমান করা যায়। মেজর জেনারেল ওয়াই স্বগৃহে আটক ছিল। আত্মরক্ষার জন্য অথবা কলঙ্ক থেকে বাঁচতে এই পথ অবলম্বন মোটেই আশ্চর্য ঘটনা নয়।

কিন্তু মেজর জেনারেল ওয়াইয়ের মৃত্যুতে অনেক ঘটনা চাপা পড়ে যাবার সম্ভবনাই বেশী।

গুজবে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও গুজবই যে ঘটনা তা জানা গেল সন্ধ্যাবেলায়। কেবলমাত্র মেজর জেনারেল ওয়াই একাই নয়। আদালতের শাস্তি এড়াতে আরও কয়েকজন আত্মহত্যা করেছে। কয়েকজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

সমস্ত রিপোর্ট নাসেরের কাছে পৌঁছতেই বিশ্লেষকরা ঘটনাগুলো নিয়ে গভীর গবেষণায় মেতে উঠল। সবাই জানল, এই পরাজয় কেন সম্ভব হয়েছে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল ইহুদীদের টাকা খেয়ে দেশের সর্বনাশ করেছে। পরাজয় শুধু মর্যাদাহানি ঘটায়নি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি মিশরকে কঠিন আঘাত করেছে।

আরও প্রস্তুতি চাই।

গোপন নির্দেশে নাসের সবাইকে জানিয়ে দিলেন হৃত ভূমি যে কোন মূল্যে উদ্ধার করতে সর্বব্যাপী প্রস্তুতি করতে থাক। জনসাধারণকে বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করতে ক্রুটি করলেন না।

ইস্রায়েল যুদ্ধ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়নি। তারা বুঝেছে, মিশর তার ক্ষত নিরাময়ের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবেই।

বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে আরব-ইস্রায়েল দ্বন্দ্ব নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলল বহু কাল। অবশেষে রাষ্ট্র সংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করল, ইস্রায়েল যুদ্ধ পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাবে।

ইস্রায়েলের মুরুব্বী মার্কিন রাষ্ট্রসংঘে ভোটের ব্যাপারে নীরব

ছিল। ন্যায়সঙ্গত এই প্রস্তাবকে তুচ্ছ করাও সম্ভব নয়। অথচ আমেরিকা চায় ইস্রায়েল অধিকৃত অঞ্চল দখলে রাখুক। সেজন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব সমর্থন করতে এগিয়ে যায়নি। আবার বিরোধিতাও করেনি।

ইস্রায়েল বুঝেছে, আরবরা যুদ্ধ বিশারদ নয়। রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করার যোগ্যতাও নেই। আরবদের সামর্থ্য নেই বন্দুকের মুখে অধিকৃত অঞ্চল দখল করা। এই যুদ্ধে জানা গেছে আরবদের শক্তি। ছয়দিনের লড়াইতে সিনাই উপদ্বীপে মিশরীয় প্রতিরোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সিরিয়ার গোলান অঞ্চলের পার্বত্য টিলাগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাত ছাড়া হয়েছে। ইস্রায়েলীবাহিনী আকোবা উপসাগরের দিকে সমুদ্র পথ উন্মুক্ত করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের সহজ পথ উন্মুক্ত করে নিয়েছে। এখন ইস্রায়েলকে যদি ফিরে যেতে হয় তা হলে তার সীমান্ত কখনই বিপদ মুক্ত রইবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হবে। এমন অবস্থাকে কখনও ইস্রায়েল মেনে নিতে পারবে না।

ইস্রায়েল রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হল না। রাষ্ট্র-সংঘ চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারছিল না কারণ আমেরিকা সক্রিয়ভাবে ইস্রায়েলকে সাহায্য করছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে পারে।

রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব আরও বহু প্রস্তাবের মত লাল ফিতার বাঁধনে আটক রয়ে গেল, কার্যকরী হল না।

রাশিয়া বুঝল মিশরের অসহায় অবস্থা। সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য আগ্রহী হল। কিন্তু মিশরের জনমত রাশিয়া বিরোধী হয়ে উঠেছিল। নিজেদের অযোগ্যতাকে গোপন করতে তারা প্রচার করতে থাকে, রাশিয়ার অস্ত্র অকেজো, মার্কিন অস্ত্রের তুলনায় রাশিয়ান অস্ত্র অনেক নিম্নমানের। সেই কারণেই আরবদের পরাজয়।

সোভিয়েত বিরোধী এই মনোভাব আরও জটিলতার সৃষ্টি করল।

এই প্রচারে নাসেরের নিজস্ব কোন ভূমিকা ছিল কিনা জানা যায়নি তবে বেইরুত থেকে প্রচারিত কতকগুলো প্রবন্ধে বার বার রাশিয়া বিরোধী প্রচার এবং আরবদের পরাজয়ের জন্য রাশিয়াকে দায়ী করে বিদেশী সাংবাদিকদের সমালোচনা এই ধারণা আরবদের মনে বদ্ধমূল করেছিল যে আরবদের পরাজয়ের কারণ রাশিয়া।

আমেরিকা নানাভাবে চেষ্টা করেছে রাশিয়াকে আরব জগত থেকে হটিয়ে দিতে। কোনক্রমেই তা যখন সম্ভব হয়নি তখন প্রচারের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রভাব হ্রাস করে আরব জগত থেকে হটাবার এই পথ গ্রহণ করেছিল। এই চক্রান্তকে রূপদান করতে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বাঘা বাঘা কর্মচারীকে গোপনে পাঠানো হয়েছিল বেইরুতে। এদেরই কয়েকজন হোটেল ইণ্টারন্যাশনালে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কেন্দ্র করে নতুন নাটক জমেছে লেবাননের রাজধানীতে।

পৃথিবীর সকল আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র এবং যাত্রীদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হোটেলগুলোই হল চোরাকারবারী ও চক্রান্তকারীদের ঘাঁটি। উপরন্তু ধনতান্ত্রিক অথবা ধনতন্ত্রের তাঁবেদার দেশ সমূহের এবং তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ দেশ সমূহের এই শ্রেণীর হোটেল হল নারী-দেহপণ্যের পীঠস্থান। অর্থাৎ এমন পাপ ও সামাজিক অপরাধ নেই যা সংঘটিত হয় না এই সব হোটেলকে কেন্দ্র করে। বেইরুতের হোটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল হল এই শ্রেণীর একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল। পূর্ব ও পশ্চিমের যাতায়াতের দ্বার বেইরুতে চক্রান্তকারীরা অবাধ বিচরণ করার সুযোগ পায়।

হোটেল ইণ্টারন্যাশন্যালের আঠাশ নম্বর কামরায় যারা কয়েক দিন হল বিশ্রাম করছে তারা নবাগত হলেও তাদের কামরায় কয়েক দিনের মধ্যে দর্শকের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে

স্থানীয় সংবাদপত্র ও বিদেশী কোন কোন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে দেখা যেত আঠাশ নম্বর কামরায়।

এরা কেন আসে তা জানার প্রয়োজন নেই কারও।

হোটেলের রেজিষ্টারে কামরার অধিবাসীদের একজনের নামের পাশে লেখা আছে সাংবাদিক।

এখানে একদিন স্থানীয় সাংবাদিকদের নেমন্তন্ন করল নবাগত সাংবাদিক জিম উইলিস্।

খাদ্য পানীয়েয় প্রচুর ব্যবস্থা।

আহারাদির পরে জিম উইলিস বিনীত কণ্ঠে বললেন, আপনারা দয়া করে এসে আমাকে ধন্য করেছেন। আমি নবাগত। লেবানন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে এসেছি মিচিগান থেকে। আপনারা আপনাদের লিখিত প্রবন্ধ দিয়ে যদি আমাকে কৃতার্থ করেন তা হলে কৃতজ্ঞ রইব। আপনাদের লেখা প্রবন্ধ আমাদের সাপ্তাহিকে ছাপা হবে। তার জন্য যথাযথ মূল্য আপনাদের দেবার ব্যবস্থাও আমাদের আছে।

আল জাদিদ পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার মিস্টারা কে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, উত্তম প্রস্তাব। আমাদেরও নিবেদন আছে; আপনিও দু একটা রচনা আমাদের দেশের সম্বন্ধে লিখুন। বিদেশীর কলমে লেবাননের চিত্র আমাদের দেশের মানুষ দেখতে পাবে। সেটাও আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি কি?

জিম উইলিস মৃদু হেসে বলল, সেটা আমার সৌভাগ্য। তবে গোটা দেশটা না দেখে তো কিছু বলা সম্ভব নয়। আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে। আমি ছিলাম ভিয়েতনামে 'war correspondant: সেখান থেকে বিশেষ জরুরী কাজেই এখানে আমাকে পাঠিয়েছে। অন্তত মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমার দেশের মানুষদের যে আগ্রহ তা নিবৃত্ত করার দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেজন্য মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করাটা আমার বেশি প্রয়োজন। তারপর যেসব রচনা

দেশে পাঠাব তারই কিছু অংশ আপনাদের কাগজে ছাপাতে পারবেন।

আল জাদিদ পত্রিকার ভাষ্যকার মিস্টার কে বিয়ারের খালি গেলাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, উত্তম প্রস্তাব; আমি সম্মত। মধ্যপ্রাচ্যকে জানতে হলে লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদী আরবেও আপনার যাওয়া উচিত। এখানে বসে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

সে ব্যবস্থা আমি করেছি। সবার আগে সিরিয়াতে যাব মনে করেছি।

সিরিয়ার অবস্থা মোটেই সুখের নয়। ইস্রায়েল-আরব যুদ্ধে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সিরিয়া গিয়ে কোন লাভ নেই।

আল দায়ার সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আসমত জিলু কেমন একটু সজাগ হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। জিম উইলিসের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার উদ্দেশ্য যে কি তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা মিস্টার উইলিস্। লেবাননকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করতে অতীতে যারা এসেছেন তাদের অনেকের কাজই আমাদের স্বার্থহানিকর বলে মনে হয়েছে। সেজন্য স্পষ্ট একটা ধারণা নিয়েই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করি।

জিম উইলিস্ এই রকম মৃদু প্রতিবাদের সম্মুখীন হবে তা বোধহয় ভাবতে পারেননি। আসমত জিলুর বলা শেষ হতেই আল জাদিদের রাজনৈতিক ভাষ্যকার মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, তা আসমত যা বলেছে তা অবহেলা করা যায় না।

জিম কেমন অসোয়াস্তি বোধ করছিল।

সঙ্গী ফটোগ্রাফার ম্যাক্ক্যান্ বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন মিস্টার জিলু। আমাদের উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। মোটামুটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের বেশি আগ্রহ তার সঙ্গে

বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব।

হাঁ, হাঁ ; এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। বলেই জিম রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

আসমত জিলু মাথা ঝুঁকিয়ে ম্যাক্‌ক্যানকে ভাল করে দেখে নিল। কোন কিছুতেই যেন তার কোন আগ্রহ নেই এমন ভাব দেখিয়ে সিগারেটে আগুন দিয়ে চুপ করে রইল।

সরকারী তথ্য বিভাগের সহকারী উপদেষ্টা রোজি আরমণ্ড বলল, আমরা আপনাদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা অবশ্যই করব।

রোজি গ্রীসিয়ান চার্চের অনুগামী ক্রীশ্চান। তার স্বামীর রুটির ব্যবসা আছে। সরকারী চাকরির চেয়ে সমাজের বিশেষ মহলে তার আনাগোনা বেশি। কোথাও কোন প্রাইভেট ফেসটিভ্যাল থাকলে সরকারী ছাপটা নিয়ে তার উপস্থিতি সবাই দেখতে পায়। বিশেষ করে নাচের আসরে রোজি যেন অদ্বিতীয়া। নাচের শেষে তাকে গাড়িতে উঠতে হয় অপরের কাঁধে ভর করে। তখন তার স্খলিত চরণ দেখলেই বোঝা যায় পানীয়ের উগ্রতা তাকে বেসামাল করেছে। বসন-ভূষণের অবস্থা দেখলে তাকে সুস্থ-জীবনের অধিকারী মনে করাও সম্ভব হয় না।

রোজি যুবতী। তবে বয়সের চেয়ে যৌবনের লালিত্য বেশি। এই লালিত্যটুকু বজায় রাখতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাকে রূপসী বলা যায়।

রোজির এই কার্য্য-কলাপ সরকারী উপরওলার অজ্ঞাত নয় ; কিন্তু এ বিষয়ে কেউ কোন সমালোচনা দূরের কথা সামান্য প্রতিবাদও জানায় না। কারণ রোজি তথ্য-সংগ্রহ বিভাগের একটি অমূল্য রত্ন। এই রত্নটি ব্যবহার করতে সরকারী যন্ত্র সব সময় সক্রিয়।

রোজির স্বামী গ্রেহাম আরমণ্ড নির্বিবাদী লোক। মাঝ রাতে রুটির কারখানা থেকে যখন বের হয় তখন সেও বেসামাল থাকে।

তার খেয়াল থাকেনা রোজি কখন ঘরে ফেরে অথবা ফেরেনা। তাদের প্রেম-গুঞ্জন শোনা যায় সকাল বেলায়।

জিম উইলিস্ সরকারী তথ্য বিভাগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল প্রতিনিধি পাঠাতে। রোজি সরকার পক্ষ থেকেই এসেছে। তার উপস্থিতিতে আর কেউ খুশী না হলেও আসমত জিলু খুশী হয়েছিল। আসমতের চোখ ঘুরছিল রোজির চারপাশে। সে জানে রোজি নিশ্চিত জিম উইলিসের মতলব আবিষ্কার করবে।

রোজি যখন পাইকারীভাবে সাহায্য করার কথা বলল তখন মৃদু হেসে আসমত মুখ ফিরিয়ে বসল। রোজিকে আসমত ভাল করেই চেনে। অসাধ্য সাধন করতে রোজির মত গুণবতী খুব কমই দেখা যায়। আসমত নিশ্চিন্ত হল।

সবাইকে শুভরাত্রি জানাল জিম উইলিস্।

রোজি আমন্ত্রণ জানাল জিম উইলিসকে তার অফিসে চা-পান করতে।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হয়নি।

কদিন পরে আল জাদিদ পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকারের যে প্রবন্ধ বের হল তার বক্তব্য বেশ বিস্তৃত। সমস্ত প্রবন্ধটা পড়লে উদ্দেশ্য বুঝা দুস্কর। তবুও প্রচ্ছন্নভাবে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার প্রশস্তিকে কেমন যেন ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সোভিয়েত বিরোধী প্রচারের ভিত্ প্রস্তুত হল।

আল জাদিদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে বেশ ঘুরিয়ে প্রচার করা হল পৃথিবীর বহুদেশে।

সিরিয়া ভিত্তিক এই প্রবন্ধে রাজনৈতিক ভাষ্যকার তীক্ষ্ণভাবে সিরিয়ার সামরিক অক্ষমতার সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে তারা মহাশক্তিমান রাশিয়ার ওপর নির্ভর করে যদি এতটা অগ্রসর না হোত তা হলে গোলান উপত্যকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাতছাড়া হত না। একথা বিশ্বাস করা যায় না যে, রাশিয়া অস্ত্র শক্তিতে দুর্বল।

তবে কেন এই বিপর্যয়? নিশ্চয়ই রাশিয়া যে সব অস্ত্র দিয়েছিল তা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী নয়। সিরিয়ার বীর সন্তানদের এভাবে প্রাণ দিতে হত না, সিরিয়া তার ভূমি হারাত না যদি রাশিয়ার অস্ত্রগুলোর উপযোগিতা বিচার করত লড়াইয়ের আগেই।

জিম উইলিস এই রকম প্রবন্ধই আশা করছিল। প্রবন্ধ বের হবার দিনই আল জাদিদ পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকারকে আমন্ত্রণ জানাল তার হোটেলে।

গোপন কক্ষে তখন তিনটি ব্যক্তি। জিম্, লেখক আর ইহুদী রাজ্যের মক্ষীরাণী বেলবেলা।

বেলবেলা নামটি সবার জানা কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় অতি অল্পজনের। বেলবেলা ফরাসী দেশের ইহুদী। প্যারিসের বিশেষ পল্লীতে তার প্রথম জীবন কেটেছে। লাস্যময় এই জীবনের সঙ্গে যাদের একবার পরিচয় হয়েছে তাদের পরিণতি নিয়ে অনেককেই চিন্তা করতে হয়েছে। বেলবেলার চাহনিটা যারা দেখেনি তাদের মত মূর্খ অভাজন কেউ নেই।

আমরা তোমারই অপেক্ষা করছি মিস্টার কে। তোমার রচনা পড়ে মনে হয়েছে একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা মধ্যপ্রাচ্যের মূল সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছে।

আল জাদিদের রাজনৈতিক ভাষ্যকার মিস্টার কে মৃদু হেসে বলল, আমার বক্তব্য যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার জন্য আমি ধন্য। তবে এই বিষয়ে ম্যাদাম বি'র সহযোগিতা না পেলে পরিসংখ্যানগুলো সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হত না। আমার সাফল্যের চাবিকাঠি ম্যাদাম বি'র ওপর নির্ভর করছে।

বেলবেলা মৃদু হেসে বলল, এটা বেশি প্রশংসা হল না কি? এতটা প্রশংসা আমি পেতে পারি বলে মনে হয় না।

আপনি কি মনে করেন তা জানি না। আমি যা মনে করি তাই বলছি।

জিম উইলিস তার ব্যাগ খুলে চেক বের করল।

আপনার এই রচনা আমরা মিচিগানে রি-প্রিণ্ট করতে পাঠিয়েছি। তার জন্য আপনার অনুমতি প্রয়োজন আর লেখকের পারিশ্রমিক দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এই নিন আপনার পারিশ্রমিক, আর এই কাগজটায় অনুমতি লিখে দিন। ওয়ার্ল্ড রাইট।

চেকের অঙ্ক দেখে মিস্টার কে'র চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। সামান্য একটা প্রবন্ধের জন্য আড়াই শত ডলার তার পক্ষে অভাবনীয় ছিল। চেকটা পকেটে তুলে নিয়ে কাগজখানায় অনুমতি লিখে দিল।

পরবর্তী প্রবন্ধ কবে বের হবে ?

ভাবছি কি লিখব।

সে বিষয়ে আপনি ম্যাদাম বি'র সঙ্গে কথা বলুন। ঘরে বসে আপনারা আলাপ আলোচনা করুন। আগামী সপ্তাহে নতুন প্রবন্ধ যুক্তিপূর্ণ সরস পেতে চাই।

অবশ্যই, অবশ্যই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে বক্তব্য সম্বন্ধে আমি ম্যাদামের সঙ্গে আলোচনা করে নেব আজই। কেমন ?

মিস্টার কে বেলবেলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ইঙ্গিত বুঝেই বেলবেলা বলল, অবশ্য আমি আমার সামর্থ্য মত আপনাকে সাহায্য করব আসুন আমার কামরায়। পানভোজনও হবে, আলোচনাও হবে।

বেলবেলা মিস্টার কে'র সঙ্গে পাশের ঘরে প্রবেশ করে পর্দা টেনে দিল। জিম তখন আত্মনিয়োগ করল তার কাজে। পৃথিবীর বহুদেশের প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকায় এই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ সেই রাতেই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যখন নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল তখনও বেলবেলার ঘর থেকে মিস্টার কে বের হয়নি।

শেষ রাতে বেলবেলার কাঁধে ভর দিয়ে মিষ্টার কে গিয়ে উঠল গাড়িতে।

গাড়ি রওনা হতেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল বেলবেলার ঠোঁটে।

সকালবেলায় জিম উইলিস জিজ্ঞেস করল, কেমন কাটল রাতটা?

একটা বর্বর দানবের সঙ্গে যেমন কাটে তেমনি কেটেছে। তবে আঘাত গুরুতর নয়।

কার্যসিদ্ধি হবে তো?

আশা করছি। পৃথিবীতে মানুষ নাকি সব কাজ করতে পারে অর্থ ও নারীসঙ্গলাভের জন্য। এখানে কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে? আগামী সপ্তাহে আল জাদিদ কাগজে যে রাজনৈতিক ভাষ্য বের হবে তা দেখলেই বুঝতে পারবে। বেলবেলা সহজে হার স্বীকার করার মত মেয়ে নয়। তোমার কাজ হয়েছে কি?

অবশ্যই। নিউইয়র্ক, হেগ, লণ্ডন, প্যারিস, বন, টোকিও, দিল্লী, তেহারণ প্রভৃতি জায়গায় আমাদের অনুগত সংবাদপত্র সমূহে আল জাদিদের রাজনৈতিক সমালোচনা পাঠিয়েছি। এখান থেকেই মিশরের কাগজে সংবাদ বের হবে বলেই মনে করি। প্রতিক্রিয়া কি কি হয় তা জানার চেষ্টা করতে হবে।

পর পর কয়েকটি সংখ্যায় রাজনৈতিক ভাষ্যের নামে সোভিয়েত বিরোধী প্রবন্ধ বের হল। সেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদ-পত্রে পূর্ব পরিকল্পনা মত ছাপা হল।

মিশরীয় সংবাদপত্র তখনও বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ জানাতে হঠাৎ একদিন পোর্ট সৈয়দ থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মিষ্টার কে'র প্রবন্ধ বের হতে থাকে। মিশরীয় জনসাধারণের কাছে এই পত্রিকার কোন গুরুত্ব ছিল না কোন কালেই। এই প্রবন্ধগুলো বের হতেই পত্রিকার চাহিদা বৃদ্ধি পেল। পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের জন্য স্থানীয় ও

কায়রোর দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেওয়া হতে থাকে। এত অর্থ ব্যয় করার উদ্দেশ্য হল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর ব্যাপক প্রচার। আর এই অর্থের গোপন জোগানদাররা তখনও নেপথ্যে। তারা অপেক্ষা করছে প্রচার ব্যবস্থায় কি কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখতে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আলোড়ন সৃষ্টি হল গোটা মিশরে। সবার মুখে একই কথা। রাশিয়ার জন্যই আজ তাদের পরাজয় ও অবমাননা। রাশিয়ার অকেজো অস্ত্রের জন্যই সিনাইকে হারাতে হয়েছে। মিশরকে চরম অবমাননা সহ্য করতে হচ্ছে।

অবশেষে দেখা গেল কায়রো, পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য শহরে বিরাট বিরাট সোভিয়েত বিরোধী মিছিল বেরিয়েছে।

ভগ্নহৃদয় নাসের ঘটনার গতি লক্ষ্য করছেন আর চিন্তিত হয়ে উঠছেন। পরিণতি যে মিশরের স্বার্থ বিরোধী হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিশর শুধু সিনাই হারায়নি, এবার হারাবে তার অতি বিশ্বস্ত সুহৃদ্।

কিন্তু প্রশাসনের কাঠিণ্য দিয়ে জনমতকে দমন করা সম্ভব নয়। ঘটনার প্রতি নজর রেখে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। নাসের অপেক্ষা করতে থাকেন।

মস্কোতেও আলোড়ন দেখা দিয়েছে কূটনীতিক মহলে। মিশরের জনমতকে এইভাবে বিক্ষুব্ধ করার পেছনে 'সিয়া' বা আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনী সক্রিয়। এটা বুঝতে পেরেও প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছুতে অংশগ্রহণ বর্তমানে নিরাপদ নয়। এই অবস্থা চললে অচিরেই মিশরের সঙ্গে কূটনীতিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না কারও।

বেইরুতের সেই হোটেলে বসে ঘটনার গতি লক্ষ্য করছে জিম্ উইলিস।

যেদিন খবর পেল মিশরীয় জনতা মিছিল করে সোভিয়েত

দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সেদিন আনন্দের অতিশয্যে জিম উইলিস বেলবেলাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে চুম্বনের পর চুম্বনে ব্যস্ত করে তুলল।

কার্যসিদ্ধি। সিদ্ধিদাত্রী তুমি।

বেলবেলা নিজেকে মুক্ত করে হেসে বলল, আমার সৌভাগ্য।

এবার মিশরীয় জনতা রুশ ভাল্লুকদের দেশ ছাড়া করবে।

রুশ গেলে চীন এগিয়ে আসবে। এই সুযোগে আমেরিকা তার জায়গা করে নিতে পারলে তবেই হবে কাজের মত কাজ।

সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে না। ইস্রায়েল যতদিন সিনাইতে থাকবে ততদিন মার্কিন-মিশর সম্পর্ক উন্নতির সম্ভাবনা কম। তবে মিশর মার্কিন নেতাদের খোসামোদ করবে যাতে রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব মত ইস্রায়েল তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে যায়।

বেলবেলা যুক্তিকে স্বীকার করল।

এবার আমরা প্যারিসে ফিরে যেতে পারি, কেমন?

না। মিষ্টার কে আরও কিছু আশা করে। তার আশা আংশিক পূর্ণ করা উচিত মনে করি। সেজন্য আরও কিছুকাল ঘটনার গতি লক্ষ্য রাখতে এখানে থাকতে হবে। তবে কে হল যন্ত্র, তাকে হাতছাড়া করা এখন উচিত হবে না। তোমার দায়িত্ব রইল কে'র মনোরঞ্জন করার।

বেলবেলা মৃদু হেসে নিজের কামরায় প্রবেশ করল।

রাতের বেলায় বিশেষ আমন্ত্রণে কে হাজির হল হোটেলে।

তাকে পেয়ে বেলবেলা যেন গলে গেল। অভিনয় দক্ষা বেলবেলা কে'কে টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। পানীয় এগিয়ে দিল নিজের হাতে।

চল একটু সমুদ্র ধারে বেরিয়ে আসি।

বেলবেলার প্রস্তাবে রাজী হয়ে কে বলল, আজ সারারাত্রি তো?

বেলবেলার মুখে হাসি। বলল, আরও অনেক রাত্রি।

সে রাতের নাটক কতটা জমজমাট হয়েছিল তার সাক্ষ্য দেবার মত সেখানে কেউ না থাকলেও বেলবেলার চোখে মুখে গতরাতের অভিনয়ের ছাপ ছিল স্পষ্ট। জিম উইলিস তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা বুঝতে পেরে কোন প্রশ্ন করে নি।

পরপর কয়েকদিন সোভিয়েত বিরোধী সংবাদ ও সমালোচনা বের হতে থাকে স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকায়। এইগুলো পাঠ করে জিম উইলিস বেলবেলার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল।

সব ঘটনার দ্রুত পরিণতি দেখা দিল একটি সংবাদে

নাসের দেহত্যাগ করেছেন।

নব মিশরের স্রষ্টা নাসের হঠাৎ যে মারা যাবেন এটা কেউ-ই ভাবতে পারে নি। ভগ্নহৃদয় নাসের বোধহয় তার বেদনার বোঝা বহন করতে না পেরে অকালেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মানুষ এই সংবাদে চমকে উঠলেও পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাজধানীতে দেখা দিল রাজনৈতিক তৎপরতা।

নাসেরের পর কে?

কে হবে মিশরের ভাগ্যবিধাতা?

জল্পনা কল্পনা শেষ হল মিশরীয় বেতার প্রচারে। প্রেসিডেন্টের গদীতে বসলেন আনোয়ার সাদাত।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সাদাতকে ইতিপূর্বে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে কেউ দেখেনি। তার ক্ষমতাপ্রাপ্তি অনেকটা স্বাভাবিক পরিণতি বলেই সবাই মনে করল। তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, নাসেরের মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল অথবা তাকে হত্যা করার চক্রান্ত ছিল পেছনে। এই সন্দেহ অবসানের চেষ্টা অবশ্য

কেউ করে নি। মিশরের রাজনৈতিক উত্তাপে অন্য সব প্রশ্নই ধামা-চাপা পড়ে গেল।

নাসের আর নেই। শোকাশ্রুপাতের পর নাসেরকে ভুলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বোধহয় মিশরের লোক ভুলেই গেল নাসেরকে। নাসেরের চেয়ে বড় প্রশ্ন, জন্মশত্রু ইস্রায়েলের সঙ্গে মোকাবিলা করা, অধিকৃত অঞ্চল উদ্ধার করা।

গদীতে বসেই সাদাত হুঙ্কার দিলেন, সিনাই আমার চাই। ইস্রায়েল রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব অনুসারে সিনাই থেকে যদি হটে না যায় তা হলে মিশরকে আবার অস্ত্রধারণ করতে হবে সিনাই ফিরে পেতে।

ইস্রায়েল রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে মোটেই ত্রুটি করে নি। কোনমতেই ইস্রায়েল সৈন্য অপসারণ না করে রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাবকে মর্যাদা দান না করায় সাদাত সব সময়ই ভারসাম্য হারিয়ে যুদ্ধের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সাদাতের উক্তিকে কিছুকালের মধ্যেই সারা দুনিয়ার মানুষ মনে করতে থাকে বাতাস বোঝাই ফানুস। তার কথার কোন মূল্য আছে মনে করার মত কোন কর্ম-পদ্ধতি কেউ লক্ষ্য করে নি।

বেইরুতের হোটেলে বসে আমেরিকা প্রচারের যে জাল ফেলেছিল তার ফাঁসে জড়াতে থাকে মিশরীয় জনমত। ধীরে ধীরে মিশরীয়দের মনে দানা বাঁধতে থাকে, সোভিয়েত অস্ত্রের অনুপযুক্ততা এবং সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের অদক্ষতাই মিশরের পরাজয়ের এক মাত্র কারণ।

মিশরীয় পত্রিকাগুলোতে ধীরে ধীরে সোভিয়েতবিরোধী সংবাদ বের হতে আরম্ভ করল। অনেক খ্যাতনামা কাগজে মৃদু সমালোচনাও আরম্ভ হল। মিশর সরকার এই সব উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ ও সমালোচনাকে মোটেই উপেক্ষা করতে পারে নি। নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই সন্দেহ জাগল, মিশরের অবমাননা ও পরাজয় ঘটেছে

একমাত্র সোভিয়েতের জন্যই। বেশ আলোড়ন আরম্ভ হল উচ্চ মহলে। এমন কি আনোয়ার সাদাতও এই আলোড়নে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হলেন।

বেইরুতের হোটেলে গোপনসূত্রে মিশরের এই সংবাদ পৌঁছাতে থাকে। জিমি উইলিস সংবাদ সংগ্রহ করে, উৎফুল্ল হয়, বেলবেলাকে আদর করে। সব কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার বেলবেলা। তার ছলনাময়ী অভিনয় বেইরুতের তথাকথিত সাংবাদিকদের ফাঁদে যদি ফেলতে না পারত তা হলে কোন ক্রমেই মিশরীয় জনমতকে এভাবে নাড়া দেওয়া সম্ভব হত না।

আজকাল মিস্টার কে এলে আগের মত অভ্যার্থনা জানাতে আসে না বেলবেলা। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে আত্মগোপন করে।

আরেকটি লোক কিন্তু সজাগ প্রহরীর মত সব ঘটনা অনুধাবন করে চলছিল। সাতষট্টি সালে মিলিটারী ট্রাইবুন্যালের সামনে সাক্ষ্য দেবার পর থেকেই এই ব্যক্তি ও তার অনুচররা ইস্রায়েলীদের কার্য-কলাপের চেয়ে বেশি মারাত্মক মনে করত মিশরীয় দেশদ্রোহী এবং বিদেশী দালালদের। সেজন্য সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল মিশর থেকে আগত মিশরীয় নাগরিকদের ওপর এবং পশ্চিমীবন্ধুদের অনুচরদের ওপর। বিশেষ করে যে সব ব্যক্তি বড় বড় হোটেলে আস্তানা নিত তাদের ওপর কঠিন কঠোর দৃষ্টি ছিল।

প্রায়ই সে মাঝরাতে ফিরে আসত নিজের ঘরে। শয্যাসঙ্গিনী দ্বিতীয়া স্ত্রী সাইদা খানমের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে শিশুকন্যাকে আদর না করে শুয়ে পড়ত। শুয়ে শুয়ে সারাদিনের কাজের হিসাব করত মনে মনে। পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি তৈরী করে শেষ রাত্রে নিজের অজান্তে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ত, চোখে নেমে আসত ঘুম। সে ঘুমও তিন চার ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হত না। ঘুম ভাঙ্গলেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে আবার কাজে মন দিত।

মাঝে মাঝেই তাকে যেতে হয় দামাস্কাসে, আম্মানে, টারটাসে,

সাসায় ও সুয়েজ শহরে। কায়রো থেকে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডানে যাতায়াতের পাশপোর্টধারীদের নামের তালিকা সবার আগে তার কাছে পৌঁছায়। যারা বেইরুত, লাটাকিয়া, টারটাস অথবা হোমসে আসে তাদের খবরদারী করতে অনুচরদের নিযুক্ত করতে হয়। সাতষট্টি সাল অবধি তার যে সব অনুচর ছিল তাদের সঙ্গে নতুন করে আরও অনেক সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিশেষ করে তার সংবাদ সংগ্রাহক বাহিনীতে অনেক চতুর মহিলাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই মহিলা বাহিনীকে পরিচালনা করতে শ্রীমতী জোস দামাস্কাসে স্থায়ী আস্তানা নিয়েছে। এমিলা হাইফা থেকে তেলআবিবে ঘর বেঁধেছে ধনী প্রভাবশালী ইহুদী ডেভিড হাইমের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী নয় অথচ তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন করছে। হাইমের সামাজিক মর্যাদার সুযোগ নিয়ে উঁচু মহলেও এমিলার যাতায়াত হয়েছে অবাধ।

সাইদা মাঝে মাঝে বলে, আমাকে কোন কাজ দাও। আমি কি শুধু তোমার মেয়েকে প্রতিপালন করব।

ফইম মৃদু হেসে বলে, তোমাকে সব কাজে পাঠাতে পারিনা। এতে বিপদ কত বেশি তাতো জানো। দেশের জন্য মেয়েরা যে সব নোংরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছে সে কাজ তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তোমাকে অভিনয়কুশলী, মদ্যপ তৈরী করে এবং দেহের বিশুদ্ধতা পরিত্যাগ করে কাজে নামাতে আমি পারছিনা।

সবাইকে অসদাচার করতে হবে এমন কথা কেন তুমি মনে করছ?

শোন সুন্দরী, যৌবনের ঢেউ যখন এসে আমার দেহে আর মনে ছায়াপাত করেছিল তখন থেকেই আমি এই বৃত্তি বেছে নিয়েছিলাম। এতে এমন একটা উত্তেজনা আছে যা আমি ছাড়তে পারিনি এখনও, অথচ এতে আছে চরম বিপদের ঝুঁকি। যে কোন সময় প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা। আমি অনু অনু করে এই বৃত্তির সকল অবস্থা অনুধাবন করেছি বলেই তোমাকে এগিয়ে দিতে পারছি না। তবে যারা নেপথ্যে বসে কলকাঠি নাড়ায় তাদের কখনও নৈতিক

অসদাচারকে মেনে নিতে হয় না, সহ্য করতেও হয় না। কিন্তু নেপথ্যে কলকাঠিনাড়ার লোকের সংখ্যা হয় সীমাবদ্ধ, ময়দানের কাজ করার জন্য বেশি লোকের প্রয়োজন হয়। পারবে তুমি হোটেলে ক্যাবারে নাচ নাচতে?

সম্ভব নয়।

কিন্তু ক্যাবারে নাচের মেয়েদের বেশি ব্যবহার করতে হয় আমাদের কাজে। পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষকে বোকা করার কাজে মেয়েদের মত দক্ষতা কেউ দেখাতে পারে না। মেয়েদের যৌবনের দ্যুতি অশীতিপর বৃদ্ধকেও কাবু করে।

তারজন্য ক্যাবারে নাচের নর্তকীর প্রয়োজন কি অপরিহার্য?

অপরিহার্য বললেও ভুল হয় না। পৃথিবীর যে সকল দেশে ক্যাবারে নাচের উৎকট ব্যবস্থা আছে সে সব দেশে গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ সহজ হয়। তবে এদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করাও যায় না। আমাদের টাকা পকেটে নিয়ে যেমন ইস্রায়েলীদের খবর সংগ্রহ করে দেয় তেমনি ইস্রায়েলীদের টাকা পকেটে নিয়ে আমাদের খবর পাচার করে। অবশ্য এই কাজ একই লোক করে থাকে অনেক সময়। যে সব দেশ থেকে বিদেশীরা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে সে সব দেশে এই শ্রেণীর নাচের পৃষ্ঠপোষকতা করে বিদেশীরা এবং সব সময়ই স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহকে উৎকোচে বশীভূত করে ক্যাবারে নাচের প্রশস্তি লিখিয়ে তরুণ তরুণী ও প্রভাবশালী লোকদের আকর্ষণ করে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

ফইমের কথা শুনে সইদা অবাক হয়ে গেল।

তা হলে ক্যাবারে ড্যান্সারদের বড় কাজ হল গোয়েন্দাগিরি করা?

সবার নয়। অনেকেরই। স্থানীয় সাময়িক পত্রগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে ক্যাবারে ড্যান্সারদের বিচিত্র অশ্লীল পোষাক পরিহিত চিত্র কিভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, কিভাবে তাদের আত্মকথা প্রকাশ করা

হচ্ছে। এসব কি মনে কর বিনা কারণে করা হয়? এর জন্য বিদেশী রাষ্ট্র যথেষ্ট অর্থ দান করে থাকে উপরন্তু নর্তকীদের হাতে রাখে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ফাঁদে জড়াতে। আমাদেরও এই কাজ করতে হচ্ছে। অর্থব্যয়ও করতে হচ্ছে বেহিসাবী।

সাইদা অভিনিবেশ সহকারে সব শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল।

ফইম আবার বলল, গতবার আমাদের উপরওলার সামান্য ভুলে অবমাননাকর পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। সেই ভুল বার বার করলে আরব সংহতি কবরে স্থান পাবে। এবার আমরা সকল দিক নজর রেখে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করছি।

সাইদা সেদিনের আল জাদিদ পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, মিশরের নেতারা যে ভাবে সোভিয়েত বিরোধী ভাষণ ছুড়ছে তার পরিণাম কি ভাল হবে?

না হওয়াই উচিত। আনোয়ার সাদাত আর নাসের এক লোক নন। তাদের কর্ম পদ্ধতিও এক নয়। সাদাত মনে করেছেন, সোভিয়েত বিরোধী বক্তব্য রেখে আমেরিকাকে খুশী করবেন। ইস্রায়েলকে স্বমতে আনতে পারে একমাত্র আমেরিকা। আমেরিকাকে এইভাবে খুশী করলে ইস্রায়েল যুদ্ধপূর্ব অবস্থানে ফিরে যাবে। মিশর ফিরে পাবে তার হৃত ভূমি।

এটা কি সম্ভব হবে?

হবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। আমেরিকার কাছে ইস্রায়েল বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। সোভিয়েত প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে হলে মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার পা রাখবার মত স্থানের দরকার। ইস্রায়েল হবে সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। সেজন্য ইস্রায়েলকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চেষ্টা করবে না। আমেরিকার নীতি হবে নেতিবাচক। আমেরিকা জানে ইস্রায়েল কোন ক্রমে দুর্বলতা প্রকাশ করলে তার ঘোরতর বিপদ হবে। ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনী

কম্যাণ্ডো ইহুদীদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছে সারা বিশ্বে। কোথাও ইহুদীরা নিরাপদে বসবাস করতে পারছে না। একমাত্র আশ্রয় ইস্রায়েলের ভূমি। সেই ভূমিকে কোন ক্রমেই বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না।

ঘটনার গতি লক্ষ্য করছ কি? লেবানন থেকেই সর্বপ্রথম প্রচার করা হল সোভিয়েত অস্ত্রের দুর্বলতা। অর্থাৎ সোভিয়েত আরব সংহতিতে ফাটল ধরাতে সক্রিয় হয়েছিল লেবাননের পত্রপত্রিকা।

তাও লক্ষ্য করেছি। আল জাদিদ পত্রিকা এই কাজে অগ্রণী হয়েছিল। মার্কিন-ইস্রায়েলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মিশরে সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধেছে। এর পরিণতি হল মিশরীয় নেতাদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদগার।

আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ফইম গিয়েছিল কন্সাল অফিসে। ভাইস কন্সাল আবু বেনকে কেমন মন মরা মনে হল। ফইমকে বসতে দিয়ে আবু বলল, একটা দুঃসংবাদ আছে ফইম। অবশ্য দুঃসংবাদ আমি মনে করছি।

ফইম জিজ্ঞাসু নেত্রে আবু বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদাত যে সব সোভিয়েত নাগরিক মিশরে এসে উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত ছিল তাদের দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কেন?

জনমত সোভিয়েত বিরোধী।

অন্য কারণ, নিশ্চয়ই অন্য কোন কূটনৈতিক কারণ আছে।

হয়তো আছে। সেটা অনুমান করে নিতে পার।

অনুমান। হাঁ অনুমান। কিছুকাল যাবত সাদাত আমেরিকার দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে সিনাই ফিরে পেতে। আমেরিকা জানে, মিশরের সাধ্য নেই সিনাই উদ্ধার করা। তারা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা নিশ্চয়ই চাপ সৃষ্টি করেছে রাশিয়াকে হটিয়ে দিতে।

তাও হতে পারে।

এতে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নেই। যারা বলে রাশিয়ার অস্ত্র আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী নয় তারা চোখ বুঁজে আছে। রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করেছে উত্তর ভিয়েতনামী এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার। এই অস্ত্র প্রমাণ করেছে আমেরিকার অস্ত্রের দম্ভ তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ছে রাশিয়ান অস্ত্রের সঙ্গে যুঝতে। মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মিশর সরকার আত্মঘাতী পথ গ্রহণ করেছে। আমাদের তরুণরা যে রাশিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেনি, জেনারেলরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই নির্মম সত্যটি স্বীকার করছে না মিশর সরকার। জনসাধারণকে নিজেদের অগৌরব জানাতে না দিয়ে এভাবে বঞ্চনা করলে পরিণতি মোটেই সুখের হবে না।

আবু বেন সিগারেটে আগুন দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

ফইম পরবর্তী প্রোগ্রাম শোনার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে আবু বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আবু বেন বুঝতে পেরে বলল, নো প্রোগ্রাম। দরকার মত তোমাকে ফোনে ডেকে নেব। আচ্ছা, এবার উঠি।

ফইম ঘুরতে ঘুরতে শ্রীমতী জোসের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো।

দরজায় কলিং বেল টিপতেই জোসের বৃদ্ধা চাকরাণী এসে দরজা খুলল।

মালিকানী ঘরে আছে?

আছে। কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আচ্ছা। খবর দাও।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ফইম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাকরাণী এসে ডাকল। নিয়ে গেল জোসের প্রসাধন কক্ষে।

আয়নাতে সুন্দরী জোসের অপরূপ আলেখ্য দেখতে দেখতে ফইম বলে উঠল, অপূর্ব। কোথায় যাবে ?

কোথায় যাব তাতো তুমি আমার চেয়ে ভাল জানো।

আজ আর যেতে হবে না। আজ রাতেই আমি কায়রো যাব। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

এত দরকার কিসের ?

দরকার। রাজনীতির চাকাটা উল্টো পথে ঘুরতে শুরু করেছে শ্রীমতী। আমাদের কাজের রুটিনও উল্টো পথে চলবে এবার। কোন পথে চলবে তাই জানতে যাব। তোমাকে নিয়ে যাব তোমার পরবর্তী কর্মস্থল কোথায় হবে তা ঠিক করতে।

শ্রীমতী জোস অবাক হয়ে ফইমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছ জোস ?

ভাবছি, রাজনীতি এমন একটা নীতি যাতে নীতি নামক বস্তুটি থাকে না। অথচ দুর্নীতি নয়, সুবিধাবাদের নীতি। সুযোগ বুঝে জল গড়িয়ে দেওয়াই রাজনীতি। আর আমরা হলাম প্রাণহীন যন্ত্র। যখন যেভাবে দরকার সেইভাবে যন্ত্রকে ব্যবহার করা হবে। আমাদের সত্তাটা যেন মিইয়ে গেছে। এর শেষ কোথায় তা জানি না।

বাইরে আবার কলিং বেল বেজে উঠল।

ফইম শ্রীমতী জোসের মুখের দিকে তাকাতেই শ্রীমতী জোস হেসে বলল, আমার ভাবী পতি। আশা নিয়ে এসেছে। আমার সম্মতি পেলেই কাজীখানায় দুজনের নাম লেখাতে পারে।

লোকটি কে ?

লেবানন পার্লামেন্টের শক্তিমান একজন সদস্য। ঘরে তিনটি বিবি বর্তমান। চতুর্থ বিবিকে গাঁটছড়ায় বেঁধে পার্থিব মোক্ষলাভ করতে চায়।

তুমি সম্মতি দিয়েছ কি ?

সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয়, তবে আস্কারা কিছুটা দিয়েছি। তার

মনে যতদিন আশাবৃক্ষ মুকুলিত থাকবে ততদিন আমার কাজের সুবিধা হবে। তুমি এই ঘরে বস। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসছি।

পাশের ঘরে শ্রীমতী জোসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের সদস্যের কথাবার্তা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ফইম।

আজ বের হবে না?

বের হব বলেই তো সাজগোজ করছিলাম। হঠাৎ টেলিফোনে সংবাদ এল বাবা অসুস্থ। তাই আজ রাতেই দামাস্কাস যেতে হচ্ছে বাবাকে দেখতে। আমি খুবই দুঃখিত।

তাইতো সুন্দরী! তুর্কী কনস্যুলেটে আজ বিরাট উৎসব। তোমাকে সবার সামনে হাজির করে বলতে পারতাম, হঁা, বউ পেতে হলে তোমার মত রূপসী বউ দরকার। আজ দেখছি তা আর হচ্ছে না। দামাস্কাস যাবার আগে কিছুক্ষণের জন্য কি তুমি যেতে পার না আমার সঙ্গে?

আমি দুঃখিত। সত্যিই আমি আন্তরিক দুঃখিত। তোমার সাহচর্য হারাণো কত বড় দুঃখের বিষয় তা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? নেহাত বাবার অসুখ।

কিছুক্ষণ উভয়ের গলার শব্দ শোনা গেল না। পরমুহূর্তে জুতোর শব্দ শুনে ফইম বুঝল অভ্যাগত ব্যক্তিটি বিদায় নিচ্ছে। পর্দাটা উঁচু করে দেখল শ্রীমতী জোস এগিয়ে আসছে প্রসাধন কামরার দিকে।

ফইম এগিয়ে গিয়ে বলল, চিরকাল তো বাবার অসুখ হবে না।

কোনকালেই হবে না। আমার পিতৃদেব বহুকাল আগেই ফতে হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না ফইম সাহেব। কিভাবে সব ম্যানেজ করতে হয় তা আমার জানা আছে। নারীর চটুল নয়ন যে কেমন মারাত্মক তা তুমি নিজেও জানো। নইলে সাইদার হাতে হাত মেলাতে কি?

ফইম লজ্জিতভাবে হাসল।

টিকিট কেটেছ কি? দুজনের টিকিট?

কায়রোর কাজ শেষ করে ফইম সাইপ্রাসের বিমানে চেপেছিল ঘোরা পথে লেবাননে আসতে। বিমানের বহু যাত্রীর একাংশ ছিল সোভিয়েত নাগরিক। তারা মিশর থেকে বহিষ্কৃত। দেশে ফিরে চলেছে। ফইম তাদের পাশে বসে নানাভাবে মনের জিজ্ঞাসাগুলো তুলে ধরছিল। উভয় পক্ষই কারও ভাষা কেউ বোঝে না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কোন রকমে মনোভাব প্রকাশ করছিল।

রুশ ইন্‌জিনিয়ার তিমোভস্কি ফিরছিল তার স্ত্রী নেজদাকে নিয়ে। তাদের গন্তব্যস্থল ক্রিমিয়া। তিমোভস্কি রসায়নের ইনজিনিয়ার (Chemical Engineer)। নেজদা আজারবাইজানের মেয়ে। কদিন আগে কায়রো এসেছিল স্বামীর সঙ্গে বাস করতে। হঠাৎ তাদের ওপর মিশর পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে সোভিয়েত সরকার, কারণ মিশর সরকার রাশিয়ানদের মিশরে থাকতে দিতে রাজি নয়।

শ্রীমতী জোস আর নেজদা বসেছিল পাশাপাশি। তারা কেউ কারও ভাষা বোঝেনা। অথচ দুজনেই আলাপ করতে আগ্রহী।

ফইম কিন্তু তিমোভস্কির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। তারা দোভাষীর কাজও করছে মাঝে মাঝে।

তোমরা চলে যাচ্ছ, আমি খুবই দুঃখিত।

তিমোভস্কি মৃদু হেসে বলল, আমরাও! তবে রাষ্ট্রের নির্দেশ। আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

আবার তোমাদের আসতে হবে।

আমরা তো তাঁতের মাকু। রাষ্ট্রের নির্দেশে কোথায় যাব তা বলা দুষ্কর।

মিশর ভুল করেছে।

ওটা রাজনীতি। আমরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি না, সমালোচনা নিষেধ।

ফইম চুপ করে গেল।

তুমি তো ক্রিমিয়া যাবে?

বর্তমানে সেই রকম নির্দেশ আছে। তুমি যাবে লেবাননে? নিরপেক্ষ দেশের লোক। বেশ শান্তিতে আছ তোমরা। আমার ইচ্ছা ছিল লেবানন দেখার। সুযোগও পেয়েছিলাম। পেট্রো-কমপ্লেক্স তৈরী করতে ডাক পড়েছিল। শেষে লেবানন পিছিয়ে গেল। তুর্কীরা নাকি জোর হুমকি দিয়েছে। তাই পেট্রো-কমপ্লেক্স করা বন্ধ করেছে।

লেবানন তুর্কীকে ভয় করে না।

তা হলে বন্ধ হল কেন?

অর্থের অভাব। মিশরের মত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে কিছু করলে ভবিষ্যতে মার্কিন বোমায় বিধ্বস্ত হবার ভয় আছে। তাই চুপচাপ হয়ে গেছে।

ওঃ। লেবাননে কখনও যদি যাই তা হলে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আমি তোমার প্রতীক্ষা করব। প্লেন নামছে। আমরা সাইপ্রাস পৌঁছে গেছি। আমাকে প্লেন বদল করতে হবে।

প্লেন মাটি ছুঁয়েছে। বাস্। এবার বিদায়।

জমিতে পা দিল ফইম আর শ্রীমতী জোস।

চল লুনজে বসে কিছু খাওয়া যাক। তোমার পাশের মহিলাটি কিছু বললেন?

কি আর বলবে। তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার তাগাদা। ছেলে-মেয়েদের রেখে এসেছে। তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে।

আর কিছু বলল না?

বড়ই চাপা। ওরা যেন কথা বলতেই চায় না। তার ওপর আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝিনা। আকারে ইঙ্গিতে কত আলোচনা করা যায়। তোমার সঙ্গীটি কিছু বললেন?

স্ত্রীর মত স্বামীটিও চাপা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে যা বলল তাতে বুঝলাম, রাজনীতিতে এবং অপর দেশের বিষয়ে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।

মাইকে ঘোষণা শোনা গেল লেবানন যাবার বিমান মাটি স্পর্শ করছে। যাত্রীদের প্রস্তুত হবার অনুরোধ জানিয়ে ডাকাডাকি করছে।

লিবিয়ার বিমান সাইপ্রাস হয়ে লেবানন যাবে।

ফইম তাদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে লক্ষ্য করল কেমন একটা থমথমে ভাব যাত্রীদের চোখেমুখে। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই তার মনে হল। পাশের যাত্রীকে বলল, এনি রং ?

সামান্য ঘটনা। একটা প্লেন আটক করেছে বিমান দস্যুরা। কোথায় যে নিয়ে গেছে তাও জানা যাচ্ছে না। প্লেনের যাত্রীরা বিপন্ন এই সংবাদ পেয়েছে পাইলট তার বেতারে। অবশ্য আমাদের প্লেনে কোন ভয় নেই। ইহুদী না থাকলেই নিরাপদ।

ফইম আর কোন প্রশ্ন করে নি।

মাঝে মাঝে শ্রীমতী জোসের মুখের দিকে তাকিয়ে জানার চেষ্টা করেছে সে ভয় পেয়েছে কিনা। সেরকম কোন চিহ্ন তার চোখে মুখে না দেখতে পেয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল।

না, আমাদের আর কোন কাজ নেই।

আছে, আছে বন্ধু। আল জাদিদের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ইহুদীদের টাকা খেয়ে মিশর-সোভিয়েত মিত্রতার ছেদ টেনেছিল সেটা বুঝি স্মরণ নেই।

স্মরণ আছে। তাতে এমন কিছু লাভ করতে পারে নি। শুনেছ তো সাদাতের হুঙ্কার। যদি ইস্রায়েল অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে না যায় তা হলে লড়াই অনিবার্য।

মার্কিন সরকার মীমাংসা করছে না কেন ?

কারণ তো স্পষ্ট। ইস্রায়েলকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে মার্কিন

স্বার্থে। কিছুটা কনশেশন দিতে ইস্রায়েল রাজি তার বিনিময়ে রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করেছে আমেরিকা। সিনাই মরুভূমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে ইস্রায়েল কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে। নতুন নতুন জনপদের পত্তন করেছে। সিনাইয়ের আরব অধিবাসীদের মগজ ধোলাই করে আরব-শেখদের দিয়ে ইস্রায়েলের সমর্থনে প্রচার করাচ্ছে। এসব তো মুফতে হচ্ছে না, এরজন্য বহু অর্থ ব্যয় করছে ইস্রায়েল। এমন অবস্থায় সিনাই ছেড়ে যাওয়া ইস্রায়েলের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইস্রায়েলের আদি সীমানাকে নিরাপদে রাখতে হলে সিনাই দখলে রাখতেই হবে।

শেরীর গেলাসে চুমুক দিয়ে সিরাজ উল্ উস্মান বলল, পরস্ব অপহরণকারীকে দুনিয়ার তাবৎ নিরপেক্ষ দেশসমূহ নিন্দা করছে। সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় খুঁজছে আনোয়ার সাদাত। মাঝে মাঝে অনুনয়-বিনয় করছে, মাঝে মাঝে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। হয়ত ঘটনার গতি কুটিল পথে প্রবাহিত হত না কিন্তু বেশ পাকাপোক্ত পরিকল্পনার অনুসারে সোভিয়েতকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে মার্কিন ইহুদী চক্রান্ত-কারীরা। হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে লেবাননী পত্রিকার মালিক ও সম্পাদকদের।

হাসিম এব্রাহিম রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, মিশরীয় পত্রিকা-গুলো লেবাননী কাগজওয়ালাদের দুষ্ট চক্রান্ত বুঝতে না পেরে সমালোচনা করেছে। পরিণতি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এর ফলে মিশর তথা গোটা আরব দুনিয়া না পাচ্ছে মার্কিন সাহায্য, না পাচ্ছে রাশিয়ার সাহায্য। বাস্তবত মিশর এখন গোত্রহীন। এই গোত্রহীন মিশরের সাধ্য নেই বেদখল ভূমি দখলে আনার। একক ভাবে মিশর কিছুই করতে পারবে না।

ফল কিছুই হবে না সিরাজ। আরবদের সমগ্র শক্তি ইস্রায়েলের শক্তির তুলনায় নগণ্য। ইস্রায়েলের অর্থ আছে, অস্ত্র আছে। অর্থ অঢেল, অস্ত্র সর্বাধুনিক। ইহুদীরা জানে, আরবরা পালাতে জানে, লড়াই করতে জানে না। জোর ধমক দিলেই আরবরা যুদ্ধক্ষেত্রে হাত তুলে দাঁড়ায়, সুবিধা পেলে পালিয়েও যায়। সেজন্য তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে গত বিশ-বাইশ বছর ধরে। সারা আরব দুনিয়ার সাধ্য নেই ইস্রায়েলের জমিতে কদম রাখার।

তবুও আরব শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সাদাত সচেষ্ট। তবে গোপন খবর হল রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট শীগ্‌গীর আসছেন কায়রোতে। শীর্ষ সম্মেলন বসবার আগেই এই শলা পরামর্শ হবে। আমার মনে হয়, এবার সাদাত রাশিয়ায় পদাশ্রয় করবে। সাদাত বুঝছে ইহুদী বেনিয়াদের চেয়েও সাংঘাতিক বেনিয়া হল মার্কিনী রাজনৈতিক বণিকরা। সাদাত কিন্তু দরজায় দরজায় ঘুরেছে সাহায্যের আশায়। পশ্চিমী শক্তি কেউ-ই গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। এবার আবার রাশিয়াকে ডেকে আনতে হবে।

ইস্রায়েল কি বসে থাকবে? তারাও মার্কিন সাহায্যপুষ্ট হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। ফলে লড়াইতে মরবে আরব-ইহুদীরা। ধ্বংস হবে মিশর-সিরিয়া-ইস্রায়েলের সম্পদ। লাভবান হবে অস্ত্রের ব্যাপারীরা। দুই দেশের উন্নয়নমূলক সব কাজ বন্ধ হবে।

উপায় নেই ভাই। আরবরা তাদের প্রাপ্য বুঝে নেবার চেষ্টা করবেই।

কথা শেষ হবার আগেই ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।

সিরাজ বলল, আর কথা নয়, এবার চল আমাদের আসনে গিয়ে বসি। শো আরম্ভ হবে এখুনিই।

হাসিম সিরাজের পেছন পেছন হল ঘরে নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে গ্রহণ করল।

সিরাজ ও হাসিম দুজনেই নবাগত। কায়রো থেকে বিশেষ কার্যব্যপদেশে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে তাদের পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, পরবর্তীকালে আরব শীর্ষ সম্মেলন যাতে অনুষ্ঠিত হয় তারজন্য কথাবার্তা চালানো। তারা মরক্কোর সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অপেক্ষা করছে কয়েকদিন যাবত। মরক্কোর সুলতান ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়াতে গোটা মরক্কো তোলপাড় চলছে। বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের আটক করা হয়েছে সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। অবস্থা আয়ত্তে আসার অপেক্ষা করছে সবাই, নইলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

কদিন ঘরে বসেই থাকতে হয়েছে দুজনের। হোটেলের বাইরে যাবার সুযোগ পায়নি। সুলতানের নির্দেশে বিদেশীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত। সিরাজ ও হাসিম ফিস্‌ফিসানি শুনতে পেয়েছে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে মন্ত্রীপরিষদের কোন কোন সদস্য এবং সেনাবাহিনীর একটা অংশ এই চক্রান্তে লিপ্ত। তারা চেয়েছিল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক থাকলেও রাজা দৈবচক্রে বেঁচে গেছে।

সিরাজ আর মরক্কোয় থাকতে রাজি নয়। হাসিমের ইচ্ছা মরক্কোর অবস্থা শান্ত না হওয়া অবধি তাদের অন্যান্য কাজ শেষ করা। বিশেষ করে আলজিরিয়া, টিউনিস, লিবিয়াতে যোগাযোগ স্থাপন সত্বর শেষ করে মরক্কোয় ফিরে আসা উচিত মনে করেছিল।

আজ হোটেলের লুনজে বসে তারা হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের আর কোন কাজ নেই।

সিরাজ ও হাসিম মরক্কোয় এলেও অন্যত্র সাদাতের দূত গেছে। তারা সৌদী আরব, কুয়ায়েত, আবুধোবি, ইয়ামেন, সুদান, সোমালি দেশে গেছে আরব সম্মেলনকে রূপদানের প্রচেষ্টা চালাতে।

অবশেষে আরব শীর্ষ সম্মেলন বসল। তাতে কি কি গোপন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা আজও অজানা রয়ে গেছে। এর

মিশরের কয়েকটি শহরের ওপর ইস্রায়েল অতর্কিতে হানা দেওয়াতে এই পাল্টা আক্রমণ করা হচ্ছে।

গোলডা মেয়ার চিন্তিত। ইস্রায়েলী পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডেকেছেন জরুরী অবস্থায় কর্তব্য স্থির করতে।

গোলডা মেয়ার বলছেন, মিশর ও সিরিয়া শান্তি চায় না। তারা শান্তির কথা বলছে অথচ তারা বিনা প্ররোচনায় আক্রমন করেছে ইস্রায়েল বাহিনীকে।

বেইরুতের হোটেল আবার সরগরম।

নানা দেশ থেকে ছুটে এসেছে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে। তাদের ফিস্‌ফিসানি চলছে। কেউ কেউ বলছে, মিশর ও সিরিয়া আক্রমণকারী। সাতষট্টি সালে যেমন অতর্কিতে ইস্রায়েল আক্রমণ চালিয়ে ছয় দিনে মিশর ও সিরিয়াকে ঘায়েল করেছিল, এবার মিশর ও সিরিয়া সেই একই পথ অবলম্বন করে ইস্রায়েলকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। কেউ কেউ বলছে, ইস্রায়েল আক্রমণকারী। ইস্রায়েল তার অধিকৃত এলাকা নিরাপদ করতে এই আক্রমণ শুরু করেছে তবে তারা মিশর-সিরিয়ার প্রস্তুতি সম্বন্ধে অগ্রিম কিছু জানতে পারেনি। এবার মিশর-সিরিয়ার পাল্টা আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারছেনা ইহুদীরা।

লেবাননী সরকারও আতঙ্কগ্রস্থ। তারা চিন্তিত প্যালেস্টাইনী কম্যাণ্ডোদের জন্য। লেবাননে ঘাঁটি করে কম্যাণ্ডোরা যদি ইস্রায়েল আক্রমণ করে তা হল ইস্রায়েল আঘাত করবে লেবাননকে। সতর্কতা অবলম্বনের জন্য লেবানন নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

রাত দুটো বেজে গেছে।

বেইরুতের পথে লোকজন নেই। নিস্তব্ধ গোটা শহর। সবার মনেই ভয়। কখন যে কি হয়, এই ভাবনা সবাইকে পেয়ে বসেছে।

হোটেল ইণ্টারন্যাশান্যালে সেদিন আর জাজের শব্দ শোনা যায়নি। অধিবাসীরা যে যার মত নিজেদের স্যুটে আশ্রয় নিয়েছে।

সবাই ঘুমের আরাধনা করছে। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অধিবাসীরা আতঙ্কে উঠে বসছে। কান পেতে শুনছে কোথাও কোন শব্দ শোনা যায় কিনা, আবার শুয়ে পড়ছে।

এই নিস্তব্ধতার মাঝে ক'জন ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে কয়েকটি যন্ত্রপাতির কাঁটা ঘোরাচ্ছে। তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য এই গভীর রাতেও জেগে আছে।

একজন বলল, ইয়েস, ইয়েস। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ পাঠানো হচ্ছে। শোন।

অতি ক্ষীণ শব্দ।

অপর জন হেড ফোনটা এঁটে নিল কানের সঙ্গে। অনেকক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, ঠিক তাই! মিশরীয় সেনারা সুয়েজ অতিক্রম করে পূর্বতীরে পৌঁছেছে।

প্যাক আপ্। আর নয়। এবার আমাদের কাজ আরম্ভ। তাড়াতাড়ি খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। ফোনে কথা নয়। জানা-জানি হবে। সন্দেহ হবে। আমাদেরই বের হতে হবে।

এত রাতে?

উপায় নেই।

রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। একটা গাড়িও নেই। দু-একজন পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। আমাদের পথে পেলে সন্দেহ করবে। সকাল বেলায় যাওয়াই ভাল।

তুমি যেন ভয় পেয়ে গেছ। আরে, আমাদের যে কাজ তাতে এরকম ঝুঁকি নিতেই হবে। কান ও চোখ সজাগ রাখতে পারলেই পথ চলতে পারব। চলো।

নিঃশব্দে দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অন্ধকার পথ, তবে অচেনা নয়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছে হঠাৎ কোন শব্দ কানে এলেই। মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারে বিব্রত বোধ করছিল।

কারা যেন আসছে। বোধহয় পুলিশ। পাশের গলিতে ঢুকে যাও। হাঁ, আর কথা নয়। ঐ যে লোকগুলো ফুটপাথে শুয়ে আছে ওদের পাশে চুপ করে শুয়ে পড়ি। নইলে সন্দেহ করবে।

পথিক দুজন তাড়াতাড়ি অন্ধকার গলিতে ঢুকে ফুটপাতে শায়িত লোকদের পাশে শুয়ে পড়ল। এক জায়গায় না শুয়ে দুজন দু জায়গায় শুয়েছিল। প্রথমজন যেখানে শুয়েছিল সেখানে কতকগুলো শিশু শুয়েছিল একটি পুরুষ ও একটি নারীর পাশে। দ্বিতীয়জন যেখানে শুয়েছিল সেখানে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে একজন শুয়েছিল। দ্বিতায় জনের পা গিয়ে লাগল শায়িত ব্যক্তির দেহে। শোনা গেল একটা মহিলার গলা।

আবার আজ এসেছিস?

দ্বিতীয়জন কোন জবাব দিল না।

মহিলাটি আবার বলল, কালকের টাকা না দিলে আজ আর হবে না চাঁদ।

ফিস্ ফিস্ করে দ্বিতীয়জন বলল, তুমি ভুল করেছ। আমি সে লোক নই।

মহিলাটি চাপা রুক্ষ গলায় বলল, আমাকে ঠকাতে পারবি না। আমি ঠিক চিনেছি। টাকা না দিলে এখুনি পুলিশ ডাকব।

দ্বিতীয়জন ভীত হয়ে পড়ল।

দূরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ এগিয়ে চলেছে সদর রাস্তা দিয়ে। যদি মেয়েটা চিৎকার করে তা হল খুবই ফ্যাসাদে পড়তে হবে। মিনতি সহকারে মেয়েটাকে বলল, তুমি ভুল করছে। আমি কোনদিনই ফুটপাতে আসিনি।

বললেই শুনব। টাকা দাও। ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল মেয়েটা।

বিপদ বুঝে দ্বিতীয়জন পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করে চুপি চুপি তার হাতে দিয়ে বলল, এবার হল তো?

মেয়েটা অন্ধকারে টাকায় হাত বুলিয়ে বলল, উঁহু, আরেকটা।

তুই কাল টাকা দিসনি। সারাদিন আজ খাওয়া হয়নি। শরীরটা আর চলছে না। তোরা তো কম শয়তান নোস। একেবারে নেকড়ে, কামড়ে ধরতে পারলে ছিঁড়ে খাস।

অগত্যা আরেকটা টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে চুপ করে গেল। পুলিশের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয়জন উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ চাঁদ?

হাসি পেল দ্বিতীয়জনের। মেয়েটাকে চুপ করাতে উৎকোচ দিতে হয়েছে। এই জ্বালাটাও তার মনে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল প্রথম জনের কাছে। মেয়েটা পেছন থেকে আবার ডাকল। শোনার অবসর নেই তাদের। মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে মেয়েটাকে একবার দেখার চেষ্টা করে আবার এগোতে থাকে।

প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, কি কথা বলছিলে?

গেরো। একটা নষ্টা মেয়ের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই মনে করেছিল আমি বোধ হয় তার খদ্দের। গত রাতে যে খদ্দের পাকরাও করেছিল সে ওকে পয়সা দেয়নি। মনে করেছিল, আমিই বোধহয় গতরাতের নাগর। ওকে চুপ করাতে দুটো টাকা ঘুঁষ দিতে হল।

প্রথমজন বলল, বদমাইশ। চল টাকাটা কেড়ে নিয়ে আসি।

দ্বিতীয়জন বলল, না। অন্ধকারে ওদের খদ্দের আসে। তাই লোক চিনতে ভুল করেছে। ও যদি চিৎকার করত তা হল পুলিশী হামলা সহ্য করতে হত। তার চেয়ে ঘুঁষ দিতে মুখ বন্ধ করেছি এটাই যথেষ্ট। আরেকটা কথা হল, মেয়েটা সারাদিন খেতে পায়নি। ওরা অন্ধকার জীবনে নেমে এসেছে শুধুমাত্র পেটের দায়ে।

প্রথমজন আর কোন কথা না বলে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে আরম্ভ করল। সদর রাস্তা ছেড়ে গলি পথেই যেতে থাকে তারা।

অবশেষে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দাঁড়াল ফইম।

কোন খবর আছে আনসার ?

আছে।

এস ভেতরে। কি খবর বলত।

দরজা বন্ধ করে তিনজন পাশাপাশি বসল।

মিশরীয় বাহিনী সুয়েজ অতিক্রম করে সিনাইতে হাজির হয়েছে।

ইস্রায়েল বাধা দেয়নি।

অবশ্যই দিয়েছে। ইস্রায়েলের দম্ভ হল তার বিমান বাহিনী। ফরাসী মিরাজ নিয়ে আক্রমণ করছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। আমাদের 'সাম' (SAM) ওদের ঠেঙ্গিয়ে গুঁড়ো করে দিচ্ছে। এবার হেস্তনেস্ত হবেই।

আর কোন খবর আছে ?

গোলান উপত্যকায় সিরিয়া বাহিনী এগোচ্ছে। তারা অধিকৃত কয়েকটি ঘাঁটি উদ্ধার করেছে। দামাস্কাসের খবর হল যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পার হতে না হতে উভয়পক্ষের বিমানবাহিনী ও গোলন্দাজ সেনা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ইস্রায়েলের সংঘবদ্ধ বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মিগ বিমানগুলো জবর লড়াই চালাচ্ছে।

শেষ রাতে অন্য কোন খবর পেয়েছ কি ?

আরেকটা খবর হল আমেরিকার। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কিসিংগার এই যুদ্ধের সংবাদ পেয়েই রাষ্ট্রসংঘ থেকে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে। যেভাবে আমাদের আক্রমণ চলছে তাতে ইস্রায়েলের পতন রোধ করা সম্ভব নয়। সেজন্য মার্কিন সরকার দ্রুত সাহায্য পাঠাবে তারই ব্যবস্থা করতে গেছে কিসিংগার।

ফইম হাসল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কফি এল। কফি খেতে খেতে ফইম বলল,

তা হলে আরব বাহিনী শুধু পালাতেই জানে না। তারা শত্রুকে তাড়াতেও জানে।

অভ্যাগত দুজন মৃদু হেসে ফইমকে সমর্থন জানাল।

এইভাবে যে আক্রমণ করা হবে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি ইহুদীরা। যেমন অতর্কিতে তারা সাতষট্টি সালে আক্রমণ করেছিল তেমনিভাবে আক্রমণ করে এবার শোধ নেওয়া হয়েছে।

সকালের আলো দেখা গেল কাঁচের সার্শি দিয়ে।

এবার আমরা চলি।

অবশ্যই। তবে হোটেলের প্রত্যেকটি লোকের ওপর নজর রাখবে। সুযোগ পেলেই সংবাদ সংগ্রহ করবে। হ্যাঁ শোন, আমাদের খবর যাতে কেউ না জানে সেদিকেও নজর রেখ।

অভ্যাগত দুজন বিদায় নিতেই ফইম গিয়ে সাইদাকে ডেকে তুলল।

আমি এখুনি বের হচ্ছি।

কোথায় যাবে?

কাল যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তাতো জান।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তোমরা যুদ্ধ বিনা আর কিছুই যেন জাননা। এই তো ক'বছর আগে যুদ্ধ হল। কি লাভ হল। আবার যুদ্ধ। ভাল লাগে না বাপু।

আমি দামাস্কাস যাব মনে করেছি। তোমাকে ক'দিন একা থাকতে হবে।

যেতে চাও যাও। তবে এখন বাইরে যাওয়া কি ভাল হবে!

ভাল মন্দ চিন্তা করার অবসর নেই সুন্দরী। এখনই তো বেশি কাজ। এতকাল মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেমন আরব-সোভিয়েত মিত্রতায় ফাটল ধরিয়েছে, এবার কাজ হবে এই ফাটল মেরামত করা, মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে মার্কিনকে এক কোণে ঠেলা দেওয়া। সেই কাজে

বের হচ্ছি। সরজমিনে সব কিছু দেখে আমাদের প্রচার চালাতে সাহায্য করা। বুঝলে।

ফইম প্রস্তুত হয়ে নিল।

সাইদা কোনরূপ বাধা না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

সকাল বেলায় সাইদা রেডিও খুলে বসল।

আজকের সব খবরই যুদ্ধের খবর।

সিরিয়া ও মিশর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সারের ব্যবস্থা করেছে।

ইস্রায়েল সুয়েজখালের দক্ষিণ মুখে সুখনা ও জাকারা অঞ্চলে বিমান ও টর্পেডো বোট নিয়ে হানা দিয়েছে।

কায়রো বেতার থেকে আরব দেশগুলোর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এক জোট হয়ে ইস্রায়েলের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে সকল আরব রাষ্ট্র সমূহের কাছে।

মিশর সরকার ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সন্নিহিত অঞ্চলে বিদেশী জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছে।

সিরিয়া সরকার দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মাহমুদ আল আইয়োবি মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন আলোচনা করছেন।

খবরগুলো শুনতে শুনতে সাইদা বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠল। ফইম দামাস্কাস যাবার জন্য বের হয়েছে। পৌঁছতে পারবে কি? হয়ত অন্য ব্যবস্থা করে স্থলপথে লেবাননের উত্তর দিক দিয়ে সিরিয়া পৌঁছবে। পথ নিরাপদ নয় মোটেই। যদি সে দামাস্‌কাস পৌঁছায় তারপর ফিরে আসতে পারবে তো!

ভাবতে ভাবতে সাইদার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে।

যুদ্ধ। অর্থাৎ নরহত্যা আর সম্পদ নষ্ট।

সাইদা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল।

ফহিম দামাস্কাস পৌঁছল কিনা তাও জানা গেল না। তবে ঘরে যখন ফিরে আসেনি তখন নিশ্চয়ই যে কোন উপায়ে সিরিয়াতে গেছে।

রাতের বেলায় সাইদা রেডিও খুলে বসল। প্রথমেই বাগদাদের সংবাদ তার কানে ভেসে এল। ইরাক সরকার আরব সংহতি রক্ষার আবেদন জানিয়েছে। ইরাকী সৈন্যদের প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

তা হলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

সাইদা শঙ্কিত হল।

দরজায় ধাক্কা, তারপরই কলিং বেলের শব্দ। সাইদা উঠল। উঠে ফোকর দিয়ে দেখল। কয়েকজন মহিলা দাঁড়িয়ে দরজাতে। চেনা কাউকে দেখতে পেলনা। ইতস্তত করে দরজা খুলে দাঁড়াতেই মহিলাদের একজন বলল, আমরা রেডক্রশ থেকে আসছি।

সাইদা ডেকে নিল তাদের।

বলুন আমি কি করতে পারি?

মহিলা তিনজন আসন গ্রহণ করে বলল, আপনি তো জানেন প্যালেস্টানী উদ্বাস্তুরা তাদের দেশ ফিরে পেতে চায়। লড়াই চলছে। মাননীয় আরাফতের নেতৃত্বে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। এবাদেও ব্ল্যাক সেপ্‌টেমবর দল কাজ করছে। আমরা সেবিকা। আমাদের কাজ হল আহত ও রুগ্নদের সেবা করা। রেড ক্রিসেণ্টের আমরা কর্মী। যা অন্যদেশে রেডক্রশ তা আমাদের দেশে রেড ক্রিসেণ্ট। আমাদের কর্মীর অভাব। একদল সেবিকা যাবে সিরিয়াতে। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আহত হবে তাদের সেবা করার জন্য আমাদের যেতে হবে। আমাদের সংখ্যা অতীব কম। আপনার কাছে এসেছি আমাদের দলভুক্ত করতে।

সাইদা হেসে বলল, উত্তম প্রস্তাব কিন্তু এখুনি আমি কথা দিতে

পারছিনা। আমার এই শিশু কন্যার ব্যবস্থা না করে কোথাও তো যেতে পারি না। আমাকে ছুটো দিন সময় দিন। আমি মেয়ের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে জানাব।

এর বাবা কোথায়?

বাইরে গেছে।

কোথায়?

তা জানি না। জানার চেষ্টাও করি না।

আজ ফিরবে তো?

তাও জানি না। অনেক সময় 'এই আসছি' বলে সপ্তাহ পরেও এসেছে। এ বিষয়ে কিছুই আমি বলতে পারব না।

বেশ, আমরা দুদিন পরেই আসব।

মহিলারা বিদায় নিতেই সাইদা কেমন ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে। মনে পড়তে থাকে তার বাল্যের কথা। কিভাবে ভাসতে ভাসতে লেবাননে হাজির হয়েছিল সেই, সব মনে পড়তে থাকে। হঠাৎ মনে পড়ল লেসি আহমদজানের কথা। লেসির সঙ্গে ছোট-বেলায় খেলাধুলা করেছে। কতদিন পাশাপাশি শুয়ে গল্প করেছে।

তারপর যেদিন দুজনে বড় হল তখন আর শিশুর মত পরস্পর হাসি, খেলা, ঝগড়া করত না। তখন তারা ভাবতে শুরু করেছে ভবিষ্যত জীবনের ভাবনা।

লেসি জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কি করবি সাইদা?

সাইদা অনেক ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সংসার করব। তুই কি করবি?

আমি? জানি না। গান গেয়ে ভিক্ষা করব।

সত্যিই লেসি খুব ভাল গান গাইতে পারত। তার গানের গলা মিষ্টি। ভাল ট্রেনিং পেলে সে যে সুগায়িকা হবে তা সবাই বলত। মাঝে মাঝে লেসির সঙ্গে খোলা বালুকাময় মাঠে কোন শুকনো গাছের তলায় সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে বসত। লেসি গলা ছেড়ে গান

ধরত। সন্ধ্যার অন্ধকারে গরম বাতাসটা যখন হিমের আমেজে মিইয়ে যেত তখন লেসির মাথাটা কোলে নিয়ে সাইদা চুপ করে বসে গানের সঙ্গে নিজের মনটাকেও ভাসিয়ে দিত। রূপকথার রূপসী মনে হত লেসিকে।

একদিন স্ট্রাইক্ দি টেণ্ট অর্ডার এল।

লেসি চলে গেল দূরের কোন ক্যাম্পে। সাইদা চলে গেল আরেকটা ক্যাম্পে। এরপর লেসির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি বহু বছর। সাইদা ঘর খুঁজে বেরিয়েছে, হয়ত লেসিও পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। না, তা হতে পারে না। লেসির মত মেয়ে সমাজে যোগ্যস্থান সংগ্রহ করে নিয়েছে নিশ্চয়ই।

অনেকদিন পর সংবাদপত্রের পাতায় লেসির খবর বের হল। তবে এই মেয়েটা যে লেসি তা নিশ্চিত বুঝতে না পারলেও বর্ণনায় তাকে লেসি বলেই মনে হয়েছিল।

সুন্দরী গায়িকা, বাঁ হাতে কাটা চিহ্ন; খুতনিতে আঁচিল। ঠিক মিলে যাচ্ছে লেসির সঙ্গে। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় লেসির স্থান কেন হল?

হাইজ্যাকিং। হাঁ, বিমান দস্যুদলের যে মেয়েটা ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছে, এই বোধহয় সেই লেসি আহমদজান। কি সাহস!

সাইদা পারেনি লেসির মত ত্যাগ স্বীকার করতে। কেন? যারা ঘর চায়, সংসার চায় তারা অত সহজে ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করতে পারে না। লেসি পথ চেয়েছে, ঘর চায়নি। সেজন্য লেসির পক্ষে যা সম্ভব তা কোন ক্রমেই সাইদার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাইদা অনেক ভেবেছে। তারও কিছু করার রয়েছে দেশের জন্য।

এসব পুরাণো কথা। তারপর আরও দুটো বছর কেটে গেছে। আজ হঠাৎ যারা এসে তাকে দেশের কাজ করার আমন্ত্রণ জানাল তারাও তার বাল্যবন্ধু লেসির মতই হয়ত কেউ। সাইদা ঘর-সংসার

করতে ক্লান্তি অনুভব করেনি। ঘরের আকর্ষণ তার যথেষ্ট হলেও দেশের কাজে নিজেকে নিয়োগ করার চিন্তাও তার মনে দানা বেঁধেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সাইদা।

পরদিন সকাল বেলায় লেবাননী বাহিনী মহরা আরম্ভ করল। তারাও ছুটল তাদের সীমান্তে। যুদ্ধ করতে নয় সীমাও নিরাপদ রাখতে।

ফইম দামাস্কাস গেছে, এখনও তার পৌঁছা সংবাদ আসে সাইদা অস্থির হয়ে ঘর-বাহির পায়চারি করছে। পাশের ব. রেডিওতে কায়রোর সংবাদ প্রচার করা হচ্ছিল।

মিশর দাবী করছে ইস্রায়েলের এগারটি জেট-জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। মিশরও হারিয়েছে দশটি বিমান। স্থলে ও অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। মিশরীর বাহিনী সুয়েজ অতিক্রম করেছে। ইস্রায়েল বাহিনী সুয়েজ খাল এলাকা থেকে পূর্ব দিকে যেতে বাধ্য হয়েছে। গোলান এলাকায় ইস্রায়েলী বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাতষট্টি সালের পর মিশর সুয়েজ খালের পূর্ব তীরে এই প্রথম বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে।

সাইদা কিছুটা আশ্বস্ত হল।

বিকেল বেলায় তেল আবিবের সংবাদ উদ্ধৃত করে বেইরুত রেডিও প্রচার করল। সুয়েজের ধারে মিশরীয় সৈন্যকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে এবং খালের ওপর মিশরের একটি সেতু ধ্বংস করা হয়েছে। ইস্রায়েলী মেজর জেনারেল সামুয়েল গোমেস বলেছেন, সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর মিশর যে লক্ষ্য স্থির করেছিল তা সফল হয়নি। ইস্রায়েলী বিমান কতকগুলি মিশরীর বিমান বন্দরের ওপর বোমাবর্ষণ করতে সুয়েজ খাল পেরিয়ে মিশরের মূল ভূমিতে প্রবেশ করেছে।

সংবাদগুলো পরস্পর বিরোধী।

লেবাননের অধিবাসীরাও সঠিক খবর পাচ্ছে না অথচ লড়াই হচ্ছে

তার দোরগোড়ায়। জায়গায় জায়গায় জটলা জমেছে। সবাই আলোচনা করছে সবাই চিন্তিত ইস্রায়েলকে নিয়ে। তারা লেবানন আক্রমণ করতেও পারে। ইস্রায়েলের মতলব জানা দুষ্কর। যে কোন সময় সীমান্ত লঙ্ঘন করা সম্ভব।

রাতের নগরী বেইরুতের আনন্দ-উচ্ছাস ও কলরোলে কেমন ভাটা পড়েছে। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা জড় হয়েছে লেবাননে। অনিরপেক্ষ দেশ লেবাননে বসে সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে। খাস বছর ক্ষেত্রে যেতে পারেনি। লেবাননে বসে সেন্সার করা সংবাদ এবং গোয়েন্দাপক্ষের অতি রঞ্জিত খবর শোনা ভিন্ন তাদের কাজ নেই। ময়দানে নিজের চোখে দেখা ঘটনা বলার সুযোগও তাদের নেই। সীমান্ত বন্ধ, বেইরুত থেকে অনেক দূরে লড়াই।

যারা এসেছে তারা শুধু সংবাদ সংগ্রহ করতেই আসেনি। রাতের নগরী বেইরুতের মধুপান করতে বেশীরভাগ সাংবাদিকই যেন ব্যস্ত। পানশালায় ও হোটেলের বিশেষ বিশেষ স্থানে তাদের আনাগোনা বেশী। শুধুমাত্র পশ্চিমী কয়েকটি দেশের সাংবাদিক যেন অদ্ভুত আমেজে পেনসিল কাগজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনসাধারণ কি বলছে, কেন বলছে ইত্যাদি শোনার জন্য মাঝে মাঝেই জনতার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্বের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এক সুরে মন্তব্য করছে, ইস্রায়েলের পক্ষে আপোষে অস্বীকৃতিই মূলতঃ এই যুদ্ধারম্ভের জন্য দায়ী। এই এলাকায় উত্তেজনার কারণ হল ইস্রায়েলের আক্রমণ এবং ইস্রায়েলের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্যাপসারণে অসম্মতি।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ সম্পূর্ণভাবে আরবদের স্বপক্ষে মত দিয়েছে এবং সমর্থন জানিয়ে সহয়োগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

সাইদা ভাবছিল যুদ্ধের কি পরিণতি হবে!

মাঝরাতে কায়রো বেতার থেকে আল আহরম পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে শোনান হল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

বর্তমান যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের যুদ্ধ নয়। এ কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই অনুসারে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইস্রায়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যে সৎসাহস দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা প্রশংসা করছি।

এরপরই শোনানো হল আল আখবার পত্রিকার মন্তব্য। এই পত্রিকা বলেছে, এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও ভীষণ হবে। মিশরের আপামর জনসাধারণ যেন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

হোটেল ইনটারনাশন্যালে সাংবাদিকরা গবেষণা করছে। এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করবে তা নিয়ে বেশ তর্কাতর্কি চলছে। বেটিং চলছে।

ইংরেজ সাংবাদিক বলছে, আরবরা পরাজিত হবেই।

অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক বলল, কেন ?

ইংরেজ সাংবাদিক বলল, শক্তি বিচারে। ইস্রায়েলের প্রায় এক লক্ষ লড়াকু সৈন্য আছে। নারী ও পুরুষকে নিয়ে ইস্রায়েলী সেনা-বাহিনী গঠিত। প্রয়োজনবোধে সৈন্য সংখ্যা পৌনে তিনলক্ষ দাঁড়াতে পারে। দশটি সাঁজোয়া বাহিনী, নয়টি যান্ত্রিক বাহিনী, নয়টি পদাতিক বাহিনী পাঁচটি আধা সামরিক বাহিনী ও তিনটি গোলন্দাজ বাহিনী ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত। আরও রয়েছে সতর শত মাঝারি ট্যাঙ্ক, চারশ-এম-৪৮ ট্যাঙ্ক। এই সব ট্যাঙ্কে আছে ১০৫ এম, এম কামান। আড়াই শত বেনগুরিয়েন ট্যাঙ্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উপরন্তু ছয়শত সেনচুরিয়ান ও দুইশত শেরম্যান ও সুপার শেরম্যান ট্যাঙ্ক আছে। নৌ-বাহিনীতে আছে তিন হাজার নৌ-সেনা, তিনটি সাবমেরিন, একটা ডেস্ট্রয়ার ক্ষেপণী অস্ত্রবাহী তেরটি দ্রুতগামী নৌযান ও নয়টি টরপেটো বোট। এই শক্তির সঙ্গে লড়াই করা মিশরের সাধ্য নেই। এ বাদেও সমরাস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে আমেরিকা।

সুদানের সাংবাদিক গম্ভীরভাবে বলল, মিশরকে দুর্বল কেন মনে করছ তোমরা?

অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক বলল, আরবরা অস্ত্র থাকলেও লড়াই করতে পারে না। কারণ, তারা পালাতে জানে যুদ্ধ করতে জানে না।

সুদানের সাংবাদিক বলল, এটা তোমাদের ভুল ধারণা। এই ভুল শীগ্‌গীর ভাঙবে। মিশরের সৈন্য সংখ্যা দুলাখ যাট হাজার। দুটো সাঁজোয়া ডিভিসন, তিনটি যান্ত্রিক ডিভিশন, দুইটি পৃথক সাঁজোয়া বাহিনী, দুটি পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত। বিমানে পাঠাবার মত আরেকটা পদাতিক বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকে। ছয়টি গোলন্দাজ বাহিনী, ছাব্বিশটি কম্যাণ্ড। ব্যাটেলিয়ন ছাড়া ত্রিশটি ভারী ট্যাঙ্ক, সাড়ে আঠার শত মাঝারি ট্যাঙ্ক এবং পঁচাত্তরটি হালকা ট্যাঙ্ক রয়েছে। এবাদেও নৌ-শক্তি নেহাৎ কম নয়। সোভিয়েতে তৈরী বারটি সাবমেরিন, পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার, চারটি প্রহরা জাহাজ, বারটি সাবমেরিন বিধ্বংসী জাহাজ, একটি করভেট ও ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ওসা ও কোমার শ্রেণীর টহলদারী নৌকা মিশরের নৌ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে ইস্রায়েলের পাল্লা দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

ইংরেজ সাংবাদিক বলল, অস্ত্রের উৎকর্ষতাও তো একটা প্রশ্ন। মার্কিন অস্ত্রের মোকাবিলা করার সামর্থ কারও নেই।

সোভিয়েত অস্ত্রকে হীন মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে কি?

অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক বলল, সে তো সাতষট্টি সালেই প্রমাণ হয়ে গেছে।

সুদানের সাংবাদিক বলল, এবার কি হয় দেখতে হবে।

ভারতীয় সাংবাদিক বলল, মিশর একক নয়। তার সঙ্গে রয়েছে সিরিয়া। অন্য সব আরব রাষ্ট্রেও এতে যোগ দিলে শক্তি কার বেশি কার কম তা বলা শক্ত। সিরিয়ার শক্তিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। সিরিয়ার দুটো সাঁজোয়া ডিভিশন, একটি সাঁজোয়া বাহিনী

তিনটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি যান্ত্রিক বাহিনী রয়েছে। এদেরও যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে। সিরিয়ার নৌ-বাহিনীতে সোভিয়েত নির্মিত তিনটি মাইন সুইপার, ফরাসী দেশে নির্মিত দুটি সাবমেরিন ধ্বংস জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ওসা ও কোমার শ্রেণীর ছয়টি দ্রুতগামী টহলদারী নৌকা এবং এক ডজন হালকা ধরনের টর্পেডো নৌযান রয়েছে। মিশর ও সিরিয়া সম্মিলিত শক্তি উপেক্ষা করার নয়। এবাদে যদি অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এসে হাত মেলায় তা হলে তো সোনায় সোহাগা।

ইংরেজ সাংবাদিক বলল, আরব রাষ্ট্রগুলো সংহত হবে এটা আশা করা বাতুলতা; বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু আরবরা সংহত হতে পারেনি।

সুদানী সাংবাদিক বলল, এবার বোধহয় সেটাও সম্ভব হবে। আমাদের সরকার এই যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিক বলল, শুধুমাত্র সুদান। সুদানের শক্তি, কতটা তা আজও প্রমাণিত হয়নি। এবার যদি সুদানী সৈন্যরা এগিয়ে আসে এবং শক্তির পরীক্ষা দেয় তা হলে বুঝা যাবে।

সুদানী সাংবাদিক উত্তেজিতভাবে বলল, আমি তোমার মন্তব্যে আপত্তি জানাচ্ছি। সুদান সম্বন্ধে তোমাদের কিছুই জানা নেই। অথচ তোমরা মন্তব্য করতে ত্রুটি করছ না।

নাইজেরিয়ার সাংবাদিক বলল, কেবলমাত্র সুদান নয় বন্ধু, আরও অনেক দেশই হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে। টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইব সৈন্য পাঠাচ্ছে। হয়ত গাদাফিও পাঠাবে। ইরাক পেছন থেকে কঠিন আঘাত হেনেছে। ইস্রায়েলকে ভরসা করতে হচ্ছে আমেরিকার ওপর। ভরসাস্থল আমেরিকাকে কঠিন আঘাত হানার জন্য ইরাক একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ও মোবিল অয়েল কর্পোরেশনের সব শেয়ার কিনে নিয়ে ইরাকের খনিজ তৈল সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ব করেছে।

ইংরেজ সাংবাদিকের ভ্রূ কুঁচকে গেল। চিন্তিতভাবে বলল, তাতে কি লাভ?

অনেক লাভ। আজ শিল্প পরিচালনাই বল আর যুদ্ধ পরিচালনাই বল সব কিছু নির্ভর করছে খনিজ তেলের ওপর। আমেরিকা তেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাকে তাকিয়ে থাকতে হয় মধ্যপ্রাচ্যের তেলের দিকে। তেল বন্ধ হলেই যুদ্ধ বন্ধ।

অত সহজ নয় বন্ধু। ইরাক তেল না দিলেও ইরাণ দেবে।

ইরাক একেবারে বোকা নয় বন্ধু। ইরাকী বিপ্লবী পরিষদ আজ ইরাণের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইরাক যদিও আরব সংহতির কেউ নয় কিন্তু ইরাণীরা ইরাকীদের মতই মুসলমান। ইসলামী ব্রাদারহুডের জোয়ারে কি হবে তা বলা যায় কি।

ভারতীয় সাংবাদিক বলল, সৌদী আরব তো আছে।

সেখানেও সুবিধা হবে কিনা সন্দেহ। আরব রাষ্ট্রসমূহে সাজ-সাজ রব উঠেছে। সৌদী আরব পিছিয়ে থাকবে কি?

তবে কিনা, বলেই ভারতীয় সাংবাদিক মদের গেলাসে চুমুক দিল।

সুদানী সাংবাদিক হেসে বলল, এর মধ্যে কিন্তু আছে কি?

হাঁ আছে। রাজতন্ত্রকে বিশ্বাস নেই, গণতন্ত্রীদেশ হলে ভরসা ছিল।

রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রে পার্থক্য আছে বলে মনে করি না। রাজা একা শোষণ করে তাই রাজতন্ত্র আর একদল বেনিয়া কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূ দলবেঁধে শোষণ করে গণতন্ত্রে। এইটুকুই পার্থক্য। রাজতন্ত্রে একজন আর গণতন্ত্রে হয়ত কয়েক ডজন। নীতির ধারে কাছেও কেউ যায় না।

ইংরেজ সাংবাদিক বলল, আমরা অনেক বেশি দূর এগিয়ে গেছি। ঘটনার চেয়ে রাজনীতি নিয়েই বেশি চিন্তা করতে বসেছি।

হোরতীয় সাংবাদিক বাধা দিয়ে বলল, অবশ্য তা আমাদের করতে হবেধান আমরা মূলত রাজনৈতিক সংবাদদাতা ও ভাষ্যকার। যুদ্ধের খবর নিতে এসেছি ঠিকই, আমাদের কাজ all perspective বিচার বিশ্লেষণ করা। যাক্ এবার নিউজ তৈরী করতে হবে। দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাজা তাজা খবর পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হোক।

সে গুড়ে বালি। লেবাননী তথ্যবিভাগের সেন্সর হয়ে খবর যা পাব তাই পাঠাতে হবে। সঙ্গে সামান্য কিছু মন্তব্য জুড়ে দিতে পারি।

সুদানী সাংবাদিক বলল, লেবাননী খবর আসবে ওয়াশিংটন থেকে।

কেন, কেন?

তা না হলে ইস্রায়েলী হামলার ভয় আছে। খবর দেবার মালিক আমেরিকা। আগে ছিল ইংরেজ মালিক। এখন মালিক হল মার্কিন প্রভুরা। অপেক্ষা কর। এখুনি স্লাইকোস্টাইল করা খবরের শিট আমাদের কাছে আসবে। সেটাই ঝেড়েমুছে মন্তব্য সহযোগে পাঠাতে হবে।

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মদের গেলাসে মনোনিবেশ করল। সবাই বুঝল তাদের কাজ কিছুই নেই। সরকারী hand-out ভরসা। তার চেয়ে মদ্যপান ও হোটেলের মনোহারী নারীদের সাহচর্যলাভ করাই বড় কাজ।

সরকারী handout-এর সঙ্গে একটি সংবাদ জুড়ে দিল সবাই। সিরিয়া গতরাত্রে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করেছে। ইস্রায়েল যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর এলাকা আক্রমণ করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করেছে। মিশরও অভিযোগ করেছে, ইস্রায়েল সুয়েজ উপসাগরে নৌ ও বিমান আক্রমণ চালিয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট অস্ট্রেলিয়ার স্যার লরেন্স

মিসিনটায়ার নিরাপত্তা পরিষদের চৌদ্দজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করছে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য।

অপর সংবাদ তারা মস্কো রেডিও থেকে সংগ্রহ করেছে। সোভিয়েত সরকার মধ্যপ্রাচ্যের এই বিরাটকার যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য ইস্রায়েলকে দোষারোপ করেছে। মস্কো বলছে আরব ইস্রায়েল সমস্যা সমাধান অস্ত্রের মুখে সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধান সম্ভব রাজনৈতিকভাবে।

মিশর ও সোভিয়েত চুক্তিবদ্ধ। যদি অপরে তাদের দেশ আক্রমণ করে এবং তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তা হলে তারা পরস্পর আলোচনা করবে। এই চুক্তি অনুসারে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মস্কো-কায়রো যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

বেইরুত থেকে সংবাদগুলো ছুটে চলেছে বিভিন্ন দেশে। পৃথিবীর সকল দেশই যুদ্ধরত দেশসমূহের বেতার সংবাদ শুনছে। সেগুলো প্রচার করছে। দাবী ও বিরুদ্ধদাবী সব কিছুই বের হচ্ছে। ঘটনা যে কি ঘটছে তা জানে শুধু দেশের নায়করা আর জানে তারা যাদের বুকের রক্তে তপ্ত বালুকণাগুলো লাল হয়ে উঠছে।

বেইরুত শান্ত।

আতঙ্ক মনে মনে, বাহিরে প্রকাশ নেই।

সকালবেলায় স্বাভাবিক জীবন, তেমন কর্মব্যস্ততা। অফিস-আদালতগুলোতে স্বাভাবিক ভীড়। কেউ কাজে গাফিলতী করছে না। ক্ষুদ্রায়তন এইসব দেশগুলো দর্শকমাত্র। কিন্তু যুদ্ধকালে এবং শান্তির সময় দুর্বল রাষ্ট্রগুলো চিরকালই দুর্বৃত্ত শক্তিশালা রাষ্ট্রগুলোর চক্রান্তের যেমন কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তেমনি কেন্দ্র হয়েছে গোটা লেবাননের শহরগুলো। বিশেষ করে বেইরুত হয়েছে পাপী ও পাপের ডিপো। লেবানন সরকার জানে সবই, প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই। শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভয়ে সরকারকে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হচ্ছে।

হোটেলগুলোতে জনসমাগম বেশি। ফিস্‌ফিসানি বেশি। বেশি স্থূল ধান্দাবাজের আনাগোনা।

ফিস্‌ফিসানি শোনা গেল, লেবানন মন্ত্রীসভার জরুরী অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে।

দিনের কর্মব্যস্ত বেইরুতের রাতের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। সন্ধ্যার পর কেমন একটা থমথমে ভাব। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। শহরের বাসগুলো বিশেষ চলাচল করছে না। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলে আলো জ্বলছে না, বন্দরে আলো জ্বলছে কোথাও কোথাও তবে আংশিক অন্ধকার।

সরাই হাফিজী কিন্তু বেশ সরগরম।

দরজা বন্ধ। জানালাগুলো দিয়ে আলো আসছে না বাইরে কিন্তু ভেতরে আলোর ঝলমলানি।

রিনি আব্বাসের নাচ। টেবিল আগেই রিজার্ভ করা রয়েছে। অর্থবান শেখের ভীড়। আলো নিভিয়ে সারিবদ্ধ বিদেশী গাড়ি দাঁড়িয়ে। সোফাররা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে ভেতরের সিটে। মালিকদের তারা চেনে। কখন কে আসবে তার স্থিরতা নেই। মাঝরাতের আগে আসার কোন সম্ভাবনা নেই সেটা সবার জানা আছে। রাস্তার পাশে জলপাইয়ের গাছ রয়েছে বেশ সাজানো ধরণে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কিছু গাড়ি নীরবে যেন পাহারা দিচ্ছে। কতকগুলো রাস্তার কুকুর গাছতলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। কতকগুলো কুকুর গাছের আড়ালে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজছে। একটা কুকুর জননী তিনটে নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। কোন কুকুর কাছে এলেই গোঁ-গোঁ শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করছে। অনেকটা দূরে উদ্বাস্তুদের শিবির। সেই শিবিরের মৃদু আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। সেই ক্ষীণ ক্রন্দনের শব্দ চাপা পড়ছে দ্রুতগামী গাড়ির শব্দে। কারও কান স্পর্শ করছে না।

বুঝি সেই শব্দ। যাদের কান স্পর্শ করছে তারা শুনতে অভ্যস্ত বলেই নির্বিকার।

একদল ভিখারী হোটেলের সামনে ঘোরাফেরা করছে। সামনে পাহারাদার। পাহারাদারদের ভয়ে কোথাও পাঁচ মিনিট দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছে না। একবার এগিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরতি পথ ধরছে। তারা জানে হোটেল থেকে যারা মাঝ রাতে ফিরবে তাদের পকেটে টাকা থাকলে খুবই বদান্য হবে তারা। হোটেলের পাচক-বেয়ারার দল কখনও কখনও উচ্ছিষ্ট রুটি-মাংসের টুকরো ছুড়ে দেয় তাদের সামনে। এরই প্রত্যাশায় ওরা ঘুরঘুর করে ঘুরছে। এদের দলে শিশু বৃদ্ধ যুবতী সবাই রয়েছে। উজ্জ্বল আলোর ছটায় দাঁড়ালে যুবতী আর বৃদ্ধার চেহারার খুব পার্থক্য দেখা যায় না। বৃদ্ধার ধবল কেশ ভিন্ন দেহের গঠনে যুবতীদের মনে হয় বৃদ্ধা। শীর্ণদেহ, রুগ্ন পদক্ষেপ, অর্ধাহারে-অনাহারে জীবনী শক্তিহীন এইসব যুবতী শুধুমাত্র ভিক্ষার জন্য ঘোরে না, আরও বেশি কিছু আশা করে তারা। সেই আশা প্রয়োজনে নয়, বাধ্যতায়।

হোটেলের বন্ধ দ্বারের ওপাশে আলোর ঝলমলানি। প্রবেশ পথের আগাগোড়া দামী দামী কার্পেটে মোড়া। সুবেশধারী বেয়ারা চাকরের আনাগোনা। ধনীদের বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ। সব কিছু যেন ঠাট্টা করছে রাস্তার দারিদ্রকে। হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কারও মনে হবেনা লেবাননের দারিদ্র কত কঠিন ও কঠোর।

রিনি আব্বাস্ লেবাননের মেয়ে নয়। সৌদী আরবের বাদশাহের অনুগৃহীতা বলেই লোকে জানে। কেউ কেউ বলে রিনি ছিল একজন সৌদা আরবীয় আমীরের বাঁদী। ভোগের রাজ্য থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে তার অনেক কুকর্মের জন্য। অবশেষে সে আশ্রয় নিয়েছিল জর্ডানে। জর্ডান থেকে এসেছে লেবাননে। এর বেশি পরিচয় কেউ জানে না। যারা রেনির নাচ দেখতে এসেছে তাদের

এসা পরিচয়ের দরকারই হয়না। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কে কি ভাবে রেনির দয়া পাবে। এইটুকু পেলেই তারা খুশী।

নাচের আসর জমে উঠেছে।

নাচঘর ভর্তি লোক। টেবিলে টেবিলে পানীয় ও খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। রেলিন এক রাউণ্ড নাচ শেষ হলেই সবাই হুল্লোরে মেতে উঠছে। আবার যখন নাচের বাজনা বেজে ওঠে, স্টেজের পর্দা সরে যায় তখ, হুল্লোর থেমে যায়।

আজকের এই নাচের অনেকগুলো টেবিল দখল করে আছে নানা দেশের সাংবাদিকরা। যারা যুদ্ধের খবর নিতে এসেছে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে মদ্যপান, নাচ ও হুল্লোর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রেনির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যন্ত্রের মত নিজের কাজ করে চলেছে।

রেনির মনোভাব সেদিন জানা যায়নি ঠিকই, এমন কি পরবর্তী পনর দিনেও বিশেষ কোন আভাষ পাওয়া না গেলেও কোন কোন রাতে কোন কোন সাংবাদিকের কামরার দরজায় গিয়ে তাকে দাঁড়াতে দেখেছে অনেকেই। কেন? সে উত্তর দিতে পারে একমাত্র সেইসব সাংবাদিকরা।

সাইদা আর চোখের জল সামলাতে পারছিল না। রেডিওতে সংবাদ শুনেছে দামাস্কাস শহরে ইস্রায়েলীরা বোমা ফেলেছে। বহু অসামরিক লোকজন মারা গেছে। ফইম দামাস্কাস যাওয়া অবধি কোন সংবাদ দেয়নি, অথবা সংবাদ পাওয়া যায়নি। সাইদা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল কিন্তু দামাস্কাস শহরে বোমা পড়েছে শোনার পর তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

একা কেঁদে কূলকিনারা করার কোন উপায় নেই। অবশেষে স্থির করল সঠিক সংবাদ পেতে হলে তাকে যেতে হবে ভাইস-কন্সালের কাছে। তার কাছেই পাওয়া যেতে পারে সঠিক সংবাদ।

সাইদা বেরিয়ে পড়ল পথে। হাঁটতে হাঁটতে ভাইস-কন্সালের অফিসে হাজির হল। হাজির হল ভাইস-কন্সালের সামনে।

আমি ফইম মহম্মদ আবদুল্লার স্ত্রী।

বলুন। কি জানতে চান? কোন খবর আছে কি?

ফইম দামাস্কাস গেছে। তার কোন খবর পাইনি। দামাস্কাস শহরে বোমা পড়েছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। ফইম কেমন আছে তা জানতে চাই।

দামাস্কাসে বোমা ফেলেছে ইহুদীরা। আন্তর্জাতিক আইন তারা লঙ্ঘন করেছে। যেসব লোক হতাহত হয়েছে তাদের নাম পাওয়া যায়নি। তবে ইহুদীদের লক্ষ্যস্থল ছিল সোভিয়েত দূতাবাস। দূতাবাসের বহু কর্মচারী মারা গেছে, দূতাবাস ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে। এবাদেও ভারতীয় কোন বিশেষজ্ঞের বাড়িতে বোমা পড়েছে। তখন সেখানে বিশেষজ্ঞের বাড়ির আঙ্গিনায় ভারতীয় মহিলাদের নিজস্ব একটা ভোজসভার অনুষ্ঠান হচ্ছিল। বোমা সোজা সেই আঙ্গিনায় পড়েছে এর ফলে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠা নৃত্যশিল্পী সহ কয়েকটি মহিলা হতাহত হয়েছিল। এই খবরটুকু আমরা পেয়েছি। এদের মধ্যে ফইমের নাম নেই। যেসব জায়গায় ফইম থাকতে পারে সে সব জায়গায় কোন বোমা পড়েছে বলে শুনিনি।

সাইদা কিছু আশ্বস্ত হলেও মোটেই নিশ্চিন্ত হল না।

আমি সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। সংবাদ পাওয়া মাত্র আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনার ফোন নম্বর আমার কাছেই আছে। আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ না করার কিছুই নেই। দেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় মিসেস্ খানম্।

সাইদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাইস কন্সালের অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

দুপুর বেলায় শ্রীমতী জোস এসে উপস্থিত।

কেমন আছ সাইদা?

সাইদা ফইমের কথা বলতেই শ্রীমতী জোস কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলল, শুধু মাত্র নিজের কথাই ভাবছ। এদিকে অন্য খবর শুনেছ। সিনাইতে জোর ট্যাঙ্ক লড়াই আরম্ভ হয়েছে। মার্কিন ষষ্ঠ রণতরী বাহিনী এগিয়ে আসছে মিশরের দিকে। গতকাল রাতে মার্কিন রণতরীর ছয়টি বড় ইউনিট ইস্রায়েল দরিয়ার দিকে এগিয়ে গেছে ইস্রায়েলকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাহায্য দিতে। ইস্রায়েল পেছন হটছে। এবার তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে মার্কিন সরকার।

সাইদা যেন ভুলে গেল ফইমের অনুপস্থিতি। জিজ্ঞেস করল, মিশর কি করছে?

মিশর যুদ্ধ করছে সুয়েজের পূর্বতীরে। তবে আর একটা খবর শোন। সোভিয়েত নৌবহর এগিয়ে আসছে মিশরের দরিয়াতে। তারাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করতে প্রস্তুত। এখন পৃথিবীর দুটি সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের নৌবহর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। রুশ নৌবহরে জাহাজ সংখ্যা বেশি না হলেও তারা যেসব অস্ত্র নিয়ে এগোচ্ছে সেই সব অস্ত্র পৃথিবী ধ্বংস করতে সমর্থ। অর্থাৎ যুদ্ধ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে যেকোন সময়েই।

সাইদা কেমন ভীত হয়ে পড়ল।

শ্রীমতী জোস আবার বলল, তবে মনে করতে পার, যদি দুই বৃহৎশক্তি যুদ্ধ এড়াতে পারে তাহলে নব জন্ম হবে। আমেরিকা অভিযোগ করেছে, রাশিয়া মিশর ও সিরিয়াকে প্রচুর পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। অবশ্য আমেরিকাও চুপ করে বসে নেই। বোয়িং বিমানে করে অস্ত্রশস্ত্র আসছে ইস্রায়েলে। অর্থাৎ কোন পক্ষই এবার পিছু হাঁটবে না। তুমি ফইমের জন্য চিন্তিত, আমি চিন্তিত আরবদের ভবিষ্যত নিয়ে।

সাইদা ধরা ধরা গলায় বলল, পৃথিবী ধ্বংস হবে এবার।

শ্রীমতী জোস শুধু হাসল।

হাসছ কেন জোস?

পৃথিবীটা অনেক বড়। তাকে ধ্বংস করা অত সহজ কি? যদিও অংশ বিশেষ ধ্বংস হবার সম্ভাবনা আছে, তাও হবে না। আজ কোন পক্ষই আঘাত এড়াতে পারবে না। শক্তি পরীক্ষার শেষ সীমায় দেখবে যারা শক্তির প্রতিযোগিতা করেছে তাদের চারপাশে আছে শুধু ছাই আর ধ্বংস স্তূপ। এটা কি কেউ চায়? বিগত ছুটো বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছিল ঠিকই কিন্তু আমেরিকার ভূমিতে সামান্যতম আঘাত লাগেনি। যুদ্ধের মাল জুগিয়ে আমেরিকার মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনীতে পরিণত হয়েছে অথচ গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি। এবার কিন্তু পটভূমি বদল হয়েছে। যবনিকা উঠলে দেখা যাবে আমেরিকার মূল ভূমি অক্ষত নেই। এমন অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যার আঘাত গিয়ে পড়বে গোটা আমেরিকার ভূমিতে। কয়েক শত বৎসরের সঞ্চিত সম্পদ আবর্জনায় পরিণত হবে, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাবে। এটা আমেরিকা চায় কি?

সাইদা চুপ করে শুনতে শুনতে বলল, আরব দেশগুলো তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাবে। আজকের রেডিওতে শুনেছি কয়েকটি আরব রাজ্যের সেনা প্রধানরা এই শহরে এসেছে। তারা বৈঠকে মিলিত হচ্ছে যুদ্ধে কিভাবে অংশ গ্রহণ করবে তা স্থির করতে। আমার মনে হচ্ছে গোটা মধ্য প্রাচ্যে লড়াই ছড়িয়ে পড়বে কয়েক দিনের মধ্যেই।

আমরা তো যুদ্ধ চাইনি সাইদা। সাতষট্টি সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আমরা কম চেষ্টা করিনি কিন্তু কোন ফল লাভ হয়নি। আমরা বলেছি হাঁ, শান্তি চাই, শান্তির কথা বলার আগে ইহুদীদের হটে যেতে হবে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে।

এতো সবাই জানে। ইহুদীরাও শান্তি স্থাপনে রাজি। তারা চায় তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা। সেই প্রতিশ্রুতি পেলেই তো শান্তির জন্য আলোচনা শুরু হতে পারে। রাষ্ট্র সংঘের দুইশত বিয়াল্লিশ

নম্বর প্রস্তাব ইস্রায়েল, মিশর ও জর্ডান গ্রহণ করতে রাজি অথচ কথাবার্তা বলার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। মিশর ও ইস্রায়েলের সঙ্গে মুখোমুখী কথা বলতে রাজি নয়, মিশর ইস্রায়েলকে স্বীকারই করে না। অন্য কয়েকটি আরব রাষ্ট্র যদিও ইস্রায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তবুও আলোচনা করতে কেউ অগ্রসর না হওয়াতে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পর পর চারবার যুদ্ধ হল অথচ ফয়সালা হল না।

আজ এসব আলোচনা করে লাভ নেই। এখন যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের জন্য আমাদের যা করণীয় তা করতেই হবে। রাজনীতি আলোচনা এখন অদরকারী মনে করছি। ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তার আবিবে গোলডা মেয়ার মন্ত্রীসভার সদস্যদের ডেকে বলল, For the fourth time since our independence the State of Israel is fighting for the survival against what would seem overwhelming Arab odds. আমাদের বাঁচতে হবে। পৃথিবীর একটি মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হাবরু রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমরা শান্তি চাই কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ ঘটিয়ে শান্তি চাই না।

মোসে দায়ান কয়েক বৎসরের শান্তি প্রচেষ্টার ইতিহাস বলতে বলতে বলল, আমেরিকার সেক্রেটারী অব্ স্টেটস মিস্টার উইলিয়াম রোজার্স বলেছিলেন, সৈন্য সরিয়ে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসতে হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল, to reach agreement on the establishment of a just and lasting peace, এই বিষয়ে Dr. Jarring একই কথা বলেছিলেন। এই সব চেষ্টা সত্তর সাল থেকে অকেজো হয়েছে কারণ মিশর, জর্ডান প্রভৃতি আরব রাষ্ট্র কিছুতেই ইস্রায়েলকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে না। সত্তর সালে সুয়েজের কিনারার যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা তখনই নিবারিত

হয়েছিল ঠিকই। মিশর কামান দাগা বন্ধ করেছিল। জর্ডান থেকে প্যালেস্টাইনী গেরিলারা যেভাবে উৎপাত করছিল তা বন্ধ করতে রাজা হুসেন কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলেই এতদিন আর কোন অশান্তি দেখা দেয়নি। তবে অশান্তির বীজ থেকেই গিয়েছিল। তাই আজ ফেটে পড়েছে।

গোলডা মেয়ার সিগারেটে দম দিয়ে দায়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। আমরা তো নরম মনোভাব গ্রহণ করেছিলাম। আমরা আশা করিনি মিশর ও সিরিয়া এইভাবে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করবে। আমাদের এই মনোভাবের কারণ আমেরিকা চায় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হোক। তার জন্য কিছু give-take করতেই হবে। অবশ্য আমেরিকার এই মনোভাবের গোড়ায় আছে মধ্যপ্রাচ্যের তেল। মধ্য প্রাচ্যের তেল সম্পদ না পেলে আমেরিকার জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এই চিন্তাই তাদের বড় চিন্তা। শুধু মাত্র আমেরিকা নয়, পশ্চিমী প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই আরবদের তেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। তারাও চায় আরব-ইস্রায়েল দ্বন্দ্ব মিটে যাক। কিন্তু আলজিয়ার্সে যে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন বসেছিল তাতে ইস্রায়েল বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করে অশান্তি সৃষ্টিতে বেশি সাহায্য করেছে।

গোলডা মেয়ার চিন্তিত, মোসে দায়ান চিন্তিত, আব্বা ইবন চিন্তিত কিন্তু কেউ ভীত নয়। যতক্ষণ আমেরিকা সরবরাহ বজায় রাখবে ততক্ষণ আক্রমণ প্রতিহত করবে, এ বিশ্বাস তাদের আছে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশের সাংবাদিকরা সমবেত হয়েছে বেইরুতে আরব সেনা প্রধানদের সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে। ইংরেজ সাংবাদিক একটা হেলানো বেঞ্চে বসে নিজের মনে সিগারেট টানতে টানতে ঝিমিয়ে পড়ছিল। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল, এই যুদ্ধ অবসানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়জল। এই বাদশাহের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। সৌদী আরবে অফুরন্ত তেল আবিষ্কার হয়েছে, অর্থ আসছে অফুরন্ত, সেই

অর্থ দিয়ে প্রচুর সমর সম্ভার সংগ্রহ করেছে। এই কারণে তার অনুগামীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফয়জল মধ্যপন্থী লোক, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদাফির মত উগ্রমতাবলম্বী নন। তবে ফয়জলও চান হৃত আরব ভূমি ফিরিয়ে দিতে হবে ইস্রায়েলকে এবং সাতষট্টি সালের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে হবে।

ফয়জল অনেক আগেই আমেরিকাকে বলেছেন, আরব সমস্যা সমাধান না হলে সৌদী আরব তেল সরবরাহ কমিয়ে দেবে। নিক্সনকে অনুরোধ করেছেন নরম পথ অবলম্বন করতে যাতে মধ্য-প্রাচ্যের অশান্তি স্থায়ীভাবে দূর করতে আরব সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত যাতে হয়।

কিন্তু নিক্সন মনে করেন, Both sides are at fault, Both sides need to start negotiation. —উভয় পক্ষই সামান্য দোষী। উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে নইলে সমস্যা সমাধান মোটেই সম্ভব হবে না।

ইংরেজ সাংবাদিক ভাবছিল, সত্যিই দুপক্ষ আলোচনায় বসবে কি? বসা অসম্ভব নয়। তবে তা নির্ভর করবে এই অশান্তির সময় আমেরিকা কি ভূমিকা গ্রহণ করে তারই ওপর। ইরাক তেল সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ব করেছে। অন্যান্য আরব দেশগুলো যদি ইরাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তা হল পশ্চিমীদেশ সমূহে তেলের ঘাটতি হতে বাধ্য এবং পশ্চিমী শক্তিদের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে নিজের থেকেই, অন্য কাউকে আর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দরকারই হবে না।

ইস্রায়েল মনে করছে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে; কিন্তু ইতিমধ্যে যেসব মতামত জানা গেছে তাতে কোন পক্ষকেই সকলে সমর্থন জানায় নি, বরং বলা যায় দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে বিশ্ব জনমত। এশীয় দেশ সমূহ সহ আফ্রিকার দেশ সমূহের অধিকাংশই ইস্রায়েল বিরোধী মত প্রকাশ করেছে।

ইস্রায়েলের জয় হবেই। হতেই হবে।

কেন?

বাইবেলকে সত্য মনে করলে ইস্রায়েলের পরাজয় সম্ভব নয়। "The Lord hath been mindful of us; He will bless the house of Israel; He will bless the house of Aaron." তা যদি না হত তাহলে ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে মিশরের অগ্রগতি রোধ করতে পারত কি ইহুদীরা? তা যদি না হত তাহলে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সিরিয়ার বিরাট ট্যাঙ্ক বহরকে ধ্বংস করে ইস্রায়েলী সৈন্য ক সিরিয়ার সমতলে পৌঁছতে পারত। এ কে হবেই। বিধিলিপি।

ইংরেজ সাংবাদিক ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছিল।

নিউজিল্যাণ্ডের সাংবাদিক জন তার গায়ে হাত দিয়ে না ডাকলে হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত সে। মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন খবর আছে কি বব্?

ভারতীয় সাংবাদিক সামনের চেয়ারে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল। সংবাদ পাবার আশায় মুখ তুলে তাকাল।

জন বলল, না এখনও দেবার মত কোন সংবাদ পাইনি। তুমি কি পড়ছিলে আমাদের ভারতীয় বন্ধু?

আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। দামাস্কাসের খবর দেখেছ, Several Indians and Pakistanis were wounded. Members of the families of Indian and Pakistani diplomats had been taken to hospital. The wife of U. N. official Mrs. Tricharya, U. N. military observer Norwegian Air Force Captain Tjorswaag, his wife and one of his daughter were killed during air raid by Israel on the capitals luxury Abu Rammaneh Street where most foreign embassies situate". দেখলে তো খবরটা।

এটা উড়ো খবর নয়, একেবারে eye witness-এর খবর। এ রকম অন্যায় বিমান আক্রমণের প্রতিবাদ জানানো উচিত।

সবাই সমস্বরে বলল, অবশ্যই উচিত। আমরা এ বিষয়ে যথাযথ মন্তব্য করে নিজেদের দেশে সংবাদ পাঠিয়েছি। ইস্রায়েলের উচিত এই সব অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ক্ষতিপূরণ করা।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সোভিয়েত দূতাবাসের। তিরিশজন সোভিয়েত নাগরিক মারা গেছে। আমাদের দেশের কয়েকজন মহিলাও মারা গেছে।

অর্থাৎ যুদ্ধকে ঘোরালো করে তুলতে ইস্রায়েল যেন আদা-জল খেয়ে লেগেছে। পরবর্তী ঘটনাগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে।

সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছে আরব সেনাপ্রধানদের বক্তব্য শুনতে।

যুদ্ধের গতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। উভয়পক্ষ নিজেদের সাফল্যের কথা জোর গলায় প্রচার করছে। আরব সেনাপ্রধানরা সম্মেলন শেষে কোন মন্তব্য না করে বেরিয়ে গেল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলল, কাল, আগামীকাল।

সাতদিন কেটে গেছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের সামগ্রিক হারজিতের কোন লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। আমেরিকা উদ্বিগ্ন। ব্যাপকভাবে ইস্রায়েলে অস্ত্র পাঠাবার জন্য সে তোড়জোড় করছে। বিমান বোঝাই মার্কিন অস্ত্র এসে পৌঁছেছে, আরও অস্ত্র আসছে জাহাজ বোঝাই হয়ে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকেও বিমান বোঝাই অস্ত্র আসছে মিশরে-সিরিয়াতে। সাতদিনের লড়াইয়ে অস্ত্রের জন্য হাহাকার পড়বে এটা মনে করা যায় নি, অথচ তাই ঘটেছে। সবাই মনে করছে যুযুধমান পক্ষগুলির ক্ষতি প্রচুর।

এই সময় দুই পক্ষই অস্ত্রের জন্য আবেদন জানাচ্ছে। যদি অস্ত্র না পাওয়া যায় তা হলে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ কোনটাই সাফল্য লাভ করবে না।

লড়াই করছে কারা?

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কিসিংগার খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন, ইস্রায়েলের দখলীকৃত আরবভূমির জন্য নয়, তার মূল ভূমিকে বিপন্ন হতে দেবে না আমেরিকা। তার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত।

আরবরাও জানে সোভিয়েত রাশিয়ার অস্ত্র সাহায্য না পেলে ইস্রায়েলের দুর্বার আক্রমণ প্রতিরোধ করে প্রত্যাঘাত করতে পারবে না। তারা সোভিয়েত রাশিয়াকেই অকৃত্রিম মিত্র মনে করে। মার্কিন নৌবহরের আক্রমণাত্মক ভূমিকা প্রতিরোধ করতে রাশিয়ার নৌবহর ভূমধ্যসাগরে টহল দিতে আরম্ভ করেছে।

তবে কোন পক্ষই লড়াইতে নামবে না।

সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি তাই হোত তা হলে রাশিয়া ভিয়েতনামে আমেরিকার মুখোমুখী নিশ্চয়ই হোত।

তবে সামরিক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সাতষট্টি সালের জমানা বদল হয়েছে। রাষ্ট্র সংঘে ইস্রায়েলের সমর্থক নাই বললেও চলে। আমেরিকাও বিপন্ন। সাতষট্টি সালে ইস্রায়েলের ছিল আক্রমণকারীর ভূমিকা। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে মিশরকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। এবার অবস্থা আলাদা। প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পাল্টা আক্রমণের মুখে ইস্রায়েল। এই কদিনের যুদ্ধে মিশর যে সুয়েজের পূর্বপাড়ে প্রশংসা-যোগ্য সাফল্যলাভ করছে তা ইস্রায়েলও স্বীকার করেছে।

মিশর-সিরিয়ার রাষ্ট্রনেতারা যা চিন্তা করছে তারই রূপদান করতে বেইরুতে আরব সেনাপ্রধানরা মিলিত হয়েছে। মিশরীয় রণাঙ্গনে ইস্রায়েলীরা সুবিধা করতে না পেরে আক্রমণ তীব্রতম করেছে সিরিয়া ফ্রণ্টে। আরব সেনাপ্রধানরা চিন্তা করছে তৃতীয় ফ্রণ্ট খোলার, নইলে ইস্রায়েলের শক্তিকে কঠিন আঘাত হানা সম্ভব হবে না সিরিয়াতে।

কিন্তু কোথায় খোলা হবে?

উপযুক্ত স্থান হল জর্ডান। বাদশাহ হুসেন তৃতীয় ফ্রন্ট খুলতে নারাজ। সত্তর সালে সিরিয়ার সাহায্যেই প্যালেস্টাইনী কম্যাণ্ডোরা জর্ডানে লড়াই করেছে। যখন প্যালেস্টাইনী কম্যাণ্ডোদের উৎখাত করতে বাদশাহী ফৌজ ব্যস্ত তখন সিরিয় সেনাবাহিনী জর্ডানে প্রবেশ করে দখল করেছিল ইরবিদ ও রামালা। জর্ডানের বাদশাহ আরব সংহতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মার্কিন ও ইংরেজ সরকারের কাছে সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

সেদিনও বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা এড়ানো গেছে রাশিয়ার হুমকীতে। রাশিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, জর্ডানের গৃহযুদ্ধে বৃটেন এবং মার্কিনরা যদি নাক গলায় তা হলে রাশিয়া নীরবে বসে থাকবে না কোনক্রমেই।

জর্ডনের বাদশাহ তখন ঘৃণ্যপথ অবলম্বন করতে মোটেই বিলম্ব করল না। জর্ডান ইস্রায়েলের দ্বারস্থ হল। বিনা প্ররোচনায় ইস্রায়েল সিরিয়া সীমান্তে বোমা বর্ষণ করতে থাকে। সিরিয়া তার বিপদ বুঝে জর্ডান থেকে সৈন্য সরিয়ে ইস্রায়েল সীমান্তে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। সবাই জানল, জর্ডনের বাদশাহ গোপনে ইস্রায়েলের সঙ্গে আঁতাত করে আরব সংহতির সর্বনাশ করতে বসেছে। বাদশাহ হুসেন গোপনে ইস্রায়েলের উপপ্রধানমন্ত্রী ইগল এলনের সঙ্গে তিন চারবার দেখা করেছে। ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে একবার।

বাদশাহ হুসেনকে বিশ্বাস করে না আরব জগত। সামান্য স্বার্থের জন্য হুসেন যে কোন সময় আত্মবিক্রয় করতে পারে।

জর্ডন তৃতীয় ফ্রন্ট খুলবে কি? যদি খোলে তবে পাল্টে যাবে যুদ্ধের চেহারা। যদি তা না করে তা হলে মিশরকেই তৃতীয় ফ্রন্ট খোলার দায়িত্ব বহন করতে হবে। মিশর সৈন্য নামাবে আকাবা উপসাগরের মুখে শার্ম এল শেখে।

আরব সেনা প্রধানরা তৃতীয় ফ্রন্টের কথা আলোচনা করেছে। কি

প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা জানা যায়নি। তবে সাতদিন পরে যুদ্ধের গতি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে এবং আরও করবে এটা নিশ্চিত।

ফইম দামাস্কাসে পৌঁছে কোন কাজই করতে পারেনি। সিরিয়া শহর গ্রাম সর্বত্র যুদ্ধের উত্তেজনা ও প্রস্তুতি। ইস্রায়েল বিমান হানার পর দামাস্কাস শহর থেকে অসামরিক অপ্রয়োজনীয় অধিবাসীদের দূর-দূর গ্রামে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা তাদের পরিবার পরিজনকে নিজেদের দেশে পাঠাচ্ছে। তারা বুঝেছে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কিসিংগার নিজে ইহুদী। আমেরিকার মানুষ ইহুদীদের সমর্থক। সেই অনুপাতে কিসিংগার আরও উগ্র সমর্থক। কিসিংগারের যে মন্তব্য তা থেকে এটা সহজেই বুঝা যায়, ইস্রায়েলের জন্য আমেরিকা আরও অনেক দূর এগোবে।

ফইম এই অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। ইস্রায়েল সোভিয়েত দূতাবাস ধ্বংস করেছে। বহু সোভিয়েত নরনারী তাতে হতাহত হয়েছে। সোভিয়েত বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়েছে ইস্রায়েল। তাদের উদ্দেশ্য উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারলে রাশিয়া হয়ত যুদ্ধে নেমে পড়বে। তা হলে ইস্রায়েলকে রক্ষা করতে মার্কিন সরকারও নামবে। যুদ্ধের ঝুঁকি গিয়ে পড়বে আমেরিকার ওপর। এক ঢিলে দুটো পাখী মারার অভিনব পথ খুঁজছে ইস্রায়েল। অথচ এতে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

ফইম বুঝতে পারছে ইস্রায়েলের গোপন উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আলোচনা করার মত লোক নেই। খবর পাঠাবার মেসিনারীও বিকল। সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত।

হোটেলের অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে থাকতে ফইম হাঁপিয়ে উঠেছিল। কখনও শুয়ে থেকে, কখনও পায়চারি করে। কখনও কাগজ পড়ে সময় আর কাটতে চায় না। আজ সকালে পরিচয় হয়েছে একটি ইরাকী দম্পতির সঙ্গে। ইরাকী দম্পতি সরকারী কাজে এসেছে বাগদাদ থেকে।

সন্ধ্যাবেলায় নীরবতা ভঙ্গ করে ইরাকী দম্পতি ঘরে এসে ঢুকল।

বসতে দিয়ে বলল, তোমাদের সময় কাটছে কি করে?

পরস্পরের মুখ দেখা দেখি করে। আর ইস্রায়েলের অবস্থা ভেবে। আচ্ছা মিস্টার ফইম, ইস্রায়েলীরা কি আরব নয়?

ফইম এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা মনে করতে পারেনি। একটু বিব্রতভাবে বলল, এ প্রশ্ন কেন করছ?

আমার মনে হচ্ছে আমাদের উচিত ইস্রায়েলীদেরও আরব বলে স্বীকার করা। ওরা আরবীয় ইহুদী, আমরা আরবীয় মুসলমান। অর্থাৎ আমি বলতে চাই লড়াইটা হচ্ছে দুটি আরব সংহতির আলাদা আলাদা শ্রেণীতে। যুদ্ধটা মূলত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সম্ভুত। ইস্রায়েলে যত লোক বাস করছে তার শতকরা সাতষট্টি জন হল আরব ভূমির বাসিন্দা। সামান্য কিছু আছে পর্তুগাল, স্পেনীয় এবং দক্ষিণ এশীয় ইহুদী. মোটামুটি শতকরা তিরিশ জন হল ইউরোপীয় ইহুদী আর মুসলমান। আরবীয় মুসলমান আর আরবীয় ইহুদীদের সংখ্যা শতকরা সত্তর ভাগ। সেজন্য এই লড়াইটা কেমন যেন বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে।

ফইম বলল, তাও যদি স্বীকার করি তাতে কি ইস্রায়েলের নীতিকে সমর্থন জানানো যায়? যুদ্ধটা হল হৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য।

কিন্তু আমরা আরব রাষ্ট্রের দাবীদার। একমাত্র আমাদের দেশকে বাদ দিলে মিশর-সিরিয়া-জর্ডন-লিবিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের অবস্থা কত শোচনীয় তা কি ভেবে দেখেছ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, কিন্তু অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে শোষণ কি ভাবে চলছে তা তোমরা ভেবে দেখেছ কি? এই অনুপাতে ইস্রায়েলের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ আরবীয় ইহুদী ও আরবীয় মুসলমানরা অনেক সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে। ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়েন একবার রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে

আমন্ত্রন করে দেখিয়েছিলেন, তার দেশ কতটা সমৃদ্ধিশালী এবং তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র কায়েম করে।

ফইম জোর প্রতিবাদ করে বলল, আরব দেশের মানুষ গরীব ঠিকই তারজন্য ইস্রায়েলকে তোমরা সমর্থন করছ কেন?

সমর্থন করছি না। তবে মনে হচ্ছে ইস্রায়েলের মানুষও আরব। তাই নিজেদের মধ্যে লড়াইটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে মার্কিন ও রাশিয়ার দ্বারস্থ কাউকেই হতে হয়না। (The largest single ethnic group in Israel is Arab, not Muslim Arab, of course, but Jewish Arab.) তবে এটাও ঠিক যদিও বর্তমানে আমেরিকা ইস্রায়েল সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী এবং ইস্রায়েলের উগ্র সমর্থক তবুও অপরের দেশ দখল রাখার মোটেই পক্ষপাতী নয়। (The U. S. A. opposes permanent occupation of the territories captured in the six day war and already feels that occupation has gone on to long.) তাই সমস্যা সমাধান সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে।

আমরাও তো তাই চাই কিন্তু ইস্রায়েল তা শুনছে না বলেই লড়াইতে নামতে হয়েছে।

আরেকটা ঘটনা হল দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। মিশর তাতে রাজি হয়নি বলেই তো গোলমাল থামছে না।

মিশর রাজি হওয়ার অর্থ ইস্রায়েলকে স্বীকার করা।

উপায় নেই। বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করা যায় কি? আমরা কি বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করতে পেরেছি। ধীরে ধীরে সবাই তাকে স্বীকার করছে। তেমনি ইস্রায়েলকে স্বীকার করে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করলে সমস্যা সমাধান হবে।

ফইম মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিল ইরাকী ভদ্রলোকের কথায় যেন তার ধ্যানভঙ্গ হল। ইরাকী ভদ্রলোক বলল, যুদ্ধটা যারা করছে তারা কি জানে কেন এই যুদ্ধ।

অবশ্যই জানে। হৃতদেশ উদ্ধারের যুদ্ধ এটা সবাই জানে।

তাহলে বিশ্বসংবাদ সংস্থার দুটো খবর শোন: রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান ব্রেজনেভ বলছেন, the Arabs had the right to recapture their lost land and, therefore, that the Soviets could not withhold military supplies. অর্থাৎ আরবদের হৃতরাজ্য উদ্ধারের ন্যায়সম্মত অধিকার আছে সেজন্য রাশিয়া অস্ত্রাদি সরবরাহ করবে। তার উত্তরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলছেন, U. S. A. was equally justified in helping Israel to repel armed aggression, অর্থাৎ ইস্রায়েলেরও সংশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার অধিকার আছে সেজন্য আমেরিকা ইস্রায়েলকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করবে। বলছিলাম, যুদ্ধ করছে দুটো Big power, আর কামানের খোরাক জোগাচ্ছে ইস্রায়েল আর মিশর সিরিয়া। এতেই শেষ নয় সিয়ার (C.I.A) খবর হল, ব্রেজনেভ জর্ডনের রাজা হুসেন, মরককোর রাজা হাসান এবং টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে সম্মত করেছে।

ফইম কোন কথা না বলে উঠে পায়চারি করতে থাকে। কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেছে। অবশ্য রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। সংবাদ সংগ্রহই তার কাজ। পায়চারি করতে করতে ফইম জিজ্ঞেস করল, পানীয় আনব কি ?

তা আনতে পারেন, তবে সফট ড্রিংক।

ফইম পানীয়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসে বলল, তোমরা সমর্থন কর ইহুদীদের।

ভদ্রমহিলা বললেন, মোটেই নয়।

তা হলে এভাবে বলছ কেন ?

ভদ্রমহিলা বললেন, আমার স্বামী তো বললেন, লড়াই চলছে দুটো আরব দলের মধ্যে। একদল ইহুদী আরেকদল মুসলমান।

উভয় দলই আরব বংশ সম্ভূত। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি না করে বুঝাপড়া করে বাস করা কি উচিত নয়। দ্বিতীয় কারণ, যুদ্ধে ইস্রায়েল জয়লাভ করলে ইস্রায়েলের সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবে বলতে পার কি? যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে ততই আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। সাধারণ মানুষের সামনে অভাব-অনটন দেখা দেবে, টাকার দাম কমবে, জিনিসের দাম বাড়বে। অর্থাৎ জনজীবনে দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। মিশর যদি জয়লাভ করে তার ফলেও একই অবস্থা হবে। অগণিত দরিদ্র অনাহারী অর্ধাহারী মানুষের কোন উপকার হবে না। সেজন্য যুদ্ধ আমরা চাইনা।

ভদ্রলোক বললেন, ইস্রায়েল গণতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রের দাবীদার। মিশরও সেই কথা বলে থাকে। এরা ভুলেই গেছে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এক সঙ্গে চলতে পারেনা। চলবেও না। ওটা বলার অর্থ হল, দেশের লোককে বোকা রেখে শোষণ কায়েম রাখা। উভয় রাষ্ট্রই তা করেছে, করছে ও করবে।

পানীয় নিয়ে পরিচারক ঘরে ঢুকল। ট্রে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

ফইম কিছু বল্বার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, আমাদের বিশ্বাস, হারজিত যাই হোক লাভবান হবে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি ঘটাবার মানুষের দলের যারা সংখ্যায় নগন্য আর লোকসান হবে সাধারণ মানুষের। তাই যুদ্ধ আমরা চাইনা। কোন পক্ষকেই দোষারোপ করতে চাইনা। আমরা চাই যুদ্ধ বন্ধ হোক।

কথা শেষ হতে না হতেই সাইরেন বেজে উঠল।

সবাই দরজা খুলে বের হয়েই বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচার আশ্রয় স্থানের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। অসমাপ্ত রইল সেদিনের আলোচনা।

ফইম হোমস থেকে ঘরে ফেরার চেষ্টায় ছিল।

খবর পেল, ইরাকী সৈন্যরা যুদ্ধে নেমেছে। তারা গোলানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আরও খবর শোনা গেল ইস্রায়েলী সৈন্যরা সুয়েজখাল পেরিয়ে মিশরের মূল ভূমিতে টাস্ক্ ফোর্স প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।

কায়রো বেতার থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। মিশরের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদাত বলেছেন, মিশরের ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যে কোন মুহূর্তে ইস্রায়েলের অত্যন্ত গভীর প্রদেশে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একথাও সাদাত বলেছেন, শান্তি সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে প্রস্তুত। তৎপূর্বে সুয়েজ খাল খুলে দিতে প্রস্তুত।

জর্ডনের খবরে জানা গেছে, বাদশাহ্ ফৌজের সাঁজোয়া ব্রিগেড আরব রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ইরাকী সৈন্যরা দামাস্কাসের দক্ষিণে সুবিধা মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

গোলডা মেয়ার ঘোষণা করেছেন, ইস্রায়েলী সৈন্যরা সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে উপস্থিত হয়ে সুয়েজ শহর অবরোধ করেছে।

এই সব সংবাদ শুনতে শুনতে ফইমের অনেক কথাই মনে হয়। আজ ইস্রায়েল পেছন হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। গত যুদ্ধে মিশরকে পেছন হাঁটতে হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ জেনেছে, আরব বাহিনী লড়াই জানেনা, পালাতে জানে। এর মূলে রয়েছে মিশরীয় বিমান বাহিনী প্রধানদের বিশ্বাসঘাতকতা। মিশরের উচ্চপদের মানুষদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতার বিষ যেন ছড়িয়ে আছে। নইলে এয়ার ভাইস-মার্শাল সিদ্‌কী মাহমুদ বিশ্বাসঘাতকতা করত কি? তবে উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমন লোকের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

উপ-প্রধানমন্ত্রী আব্বাস রাওদানও কম নয়। তার উচ্চপদের সুযোগ নিয়ে চেষ্টা করছিল নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। যে ব্যক্তি

স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মত হীনতা আর কি থাকতে পারে। হ্যাঁ, বিচার হয়েছে। বিচারে রাওদানকে পনের বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকদের এটাই উপযুক্ত শাস্তি নয়। মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেণ্ট পদে বসেছিলেন সহজ পথে নয়। তাকেও লড়াই করতে হয়েছে পরিবেশের সঙ্গে। তার সব চেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জেনারেল মহম্মদ ফইজী। সাদাতের ক্ষমতালাভ ফইজী মোটেই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। তার চেষ্টা ছিল সাদাতকে ক্ষমতাচ্যুত করা। অবস্থাকে মেনে নেওয়ার বদলে ষড়যন্ত্র পাকানো উচিত হয়নি। বিচারে ফইজীকে পনের বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

এরা সবাই বিশ্বাসঘাতকতার তকমা বুকে এঁটে মিশরীয় ঐতিহ্যকে বিনিষ্ট করেছে। এ রকম কত বিশ্বাসঘাতক বসে আছে তার সংখ্যা নিরুপণ অসম্ভব।

কিন্তু কেন ?

ব্যক্তি স্বার্থ বজায় রাখতে এরা দেশপ্রেম ভুলে যায়। নিষ্ঠা এদের থাকে না। মূল সমস্যা হল আত্মতুষ্টি। আত্মতুষ্টি করতে দেশের সর্বনাশ যারা ডেকে আনে তাদের অপরাধ অমার্জনীয়।

তবুও ভাবতে থাকে ফইম, কেন এই ব্যক্তিস্বার্থ ? কে এই ব্যক্তিস্বার্থের স্রষ্টা ?

মূল স্রষ্টা হল শ্রেণী বৈষম্য। শ্রেণী বৈষম্য আছে বলেই একে অপরকে বঞ্চনা করে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় ব্যক্তিগত ভোগকে বজায় রাখতে। যতদিন সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকে ততদিন থাকবে দুর্নীতি। দুর্নীতি রোধের একমাত্র উপায় সমাজের বনিয়াদ দৃঢ় করতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। মিশর তা পারেনি। পিরামিড তৈরী হয়েছে ঠিকই। পিরামিডের পাথর চাপা পড়ে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের কাহিনী থেকে গেছে অজ্ঞাত। তাদের ক্রন্দন কারও হৃদয় স্পর্শ

করেনি। সেই আদিযুগ থেকে আজ অবধি দরিদ্রের ক্রন্দন শোনার মানুষ নেই মিশরে। তাই যারা উঁচুতলায় বসে রয়েছে, যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা আত্মতুষ্টির জন্য দেশের ও দশের সামান্যতম মঙ্গল চিন্তাও করে না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করে।

হোমসে এসে বেইরুত পৌঁছবার যানবাহনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে এই কথা ভাবছে ফইম। আরও ভাবছে, আমি কি এই সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেইনি? আমিও এই অবস্থার দাসত্ব করছি। কেন? সেও তো ব্যক্তিস্বার্থ!

একটা স্টেশন ওয়াগন পেয়ে ফইম চেপে বসল। আটদিন হল বেইরুত থেকে বাইরে আছে। দামাস্কাসের কাজও বিশেষ কিছু করার সুযোগ পায়নি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা সফল হবার কোন লক্ষণই যখন নেই তখন ফিরে যাওয়াই উচিত।

সন্ধ্যার অন্ধকারে হোমস থেকে স্টেশন ওয়াগন বালির ঝড় তুলে এগিয়ে চলেছে। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে। গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে না। গতিও দ্রুত নয়। বলতে গেলে অন্ধকারে আন্দাজেই গাড়ি চালাচ্ছে নিপুণ চালক। ফইম গাড়ির ঝাঁকুনিতে ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ প্লেনের আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠল। গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। শত্রুর বিমান নয় বলেই অনুমান করল সবাই। শত্রুর বিমান হলে আকাশে আগুনের খেলা শুরু হত। বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো গর্জে উঠত।

বিমানটি দৃষ্টির বাইরে যেতেই আবার গাড়ি ছুটল। এবারও গাড়ির গতি দ্রুত নয়। কোন ক্রমে এগোচ্ছে। পথ জন-মানবহীন। অন্য কোন যানবাহনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হচ্ছে না। গাড়ির যাত্রীদের মৃদু আলোচনা শোনা যাচ্ছে। যাত্রীদের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে। সবাই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আগ্রহী। যতক্ষণ না পৌঁছতে পারছে ততক্ষণ উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক।

ফইম একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে ধীরে ধীরে টানতে থাকে।

আশ্চর্য মনে হল তার কাছে। অন্য সময় হলে যাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। কে কোথায় যাবে তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করে। আজ যেন সবাই মুখ বুঁজে আছে। যারা স্বজন তাদের সঙ্গেই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে।

হোমস থেকে লেবানন পৌঁছুতে দুটো দিন পেরিয়ে গেল। দু দিনের যুদ্ধের গতি, রাজনৈতিক হালচাল কিছুই জানতে পারেনি ফইম। দিনের বেলায় ছোট গ্রামে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গ্রামের লোকের মাঝে উত্তেজনা লক্ষ্য করছে কিন্তু খবরগুলো অনেক সময়ই গুজবের মত শুনিয়েছে।

লেবাননে পা দিয়েই ফইম বের হল গত দুদিনের খবরের কাগজ সংগ্রহ করতে।

সব চেয়ে বড় খবর হল রাশিয়া ও আমেরিকা লড়াই বন্ধ করতে চায়। নানা প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে। এরমধ্যে রাজনৈতিক প্রস্তাবই মুখ্য।

এদিকে তেল আবিবে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

শহরের অভিজাত পল্লীর ঘরে ঘরে আলোচনা চলছে। যুদ্ধ বন্ধ হলে কি হবে তা নিয়েই যত ভাবনা। মোসে দায়ানের দপ্তর সহকারী আব্রাহাম বোধহয় সব চেয়ে ক্ষুব্ধ। সন্ধ্যার পর অন্ধকার আকাশের তলায় চেয়ার পেতে বসেছে তার সমকর্মীরা। আব্রাহামের বক্তব্য শুনতে সবাই আগ্রহী।

যুদ্ধ বন্ধ হলেই শান্তি আসবে একথা আমি বিশ্বাস করি না।

কেন মিস্টার আব্রাহাম?

ইতিহাস। ইতিহাসের শিক্ষা আমরা অস্বীকার করলে এই বিশ্বাসে উপনীত হতেই হবে। আচ্ছা, তোমরাই বল সত্তর সালে আরবরা যখন সুয়েজ অঞ্চলে হাঙ্গামা করেছিল তখন ঠিক এই কথাই

বৃহৎ শক্তিগুলো বলেছিল, যুদ্ধ নয়, আলোচনা। শান্তি চাই। আরবরাও তাই চায়। কিন্তু তার ফল কি হয়েছিল তা তোমরা নিশ্চয়ই মনে রেখেছ।

জ্যাকব বলল, খুব মনে আছে। তারপরেই তো সেই ভদ্রলোকের চুক্তিভঙ্গ করে রাশিয়ার সঙ্গে যোগ-সাজসে এবার স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে রাশিয়ার SA-2 ক্ষেপণাস্ত্রের আড়ালে আরবরা আমাদের আক্রমণ করেছে। (Still fresh in minds is the standstill cease fire of August 1970 which the Egyptians with Soviet connivance promptly violated to advance dreaded SA-2 ground to air missiles into the Canal zone and to change the balance of forces.)

এবার কিন্তু স্থিতাবস্থা নয়। এবার যুদ্ধ বিরতির সুযোগ নিয়ে রাশিয়া আরও সর্বাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করার চিন্তা করছে। এই যুদ্ধের আঘাত সামলে নিয়েই মিশর আর সিরিয়া আবার আক্রমণ করবেই। ওদের বিশ্বাস করা উচিত হবে কি?

মিসেস জ্যাকুলিন গম্ভীরভাবে বলল, কথাটা ঠিক। রাশিয়া আর আমেরিকা দুই পক্ষই যুদ্ধ বিরতিতে আগ্রহী। মূল কথা তারা নিজেদের আর জড়িয়ে নিতে চায় না এই লড়াইতে। সেজন্য দুই পক্ষই যুদ্ধ বিরতিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে।

আব্রাহাম চিন্তিতভাবে বলল, আমাদের কিছু অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে। আমেরিকাকে অখুশী করে আমরা কোন কাজই করতে পারিনা। যেভাবে আরবরা আমাদের আক্রমণ করেছে তাতে আমাদের যে শক্তি ক্ষয় হয়েছে এভাবে আরবদের সঙ্গে এঁটে উঠা সম্ভব নয়। আমরা প্রচুর মার্কিন অস্ত্র পাচ্ছি বলেই এখনও দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারছি, আমেরিকা সাহায্য বন্ধ করলে ইস্রায়েলই নয়, গোটা হাবরু জাতের অস্তিত্ব থাকবে না।

জ্যাকব বলল, ঘটনার গতি কি হবে জানিনা তবে মিশর মোটা-

মুটি আলোচনায় রাজি হয়েছে। অবশ্য সহজে এটা সম্ভব হয়নি। আমাদের সৈন্য-বাহিনী কায়রোর পঞ্চাশ মাইলের ভেতর পৌঁছে গেছে। মিশরের মেজর জেনারেল ওয়াজেল বিশ হাজার সৈন্য সমেত সুয়েজ এলাকায় আটকে পড়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা না করলে মিশরের সমূহ বিপদ। মিশরীরা সুয়েজ পেরিয়েছে ঠিকই কিন্তু সিনাই পেরিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করার অনেক আগেই কায়রোর পতন হবে এমন আশঙ্কা আছে।

মিসেস জ্যাকুলিন তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলল, উপরন্তু মিশর এতদিনে বুঝেছে আরব ইহুদী সমস্যা বন্দুকের জোরে সমাধান করা যাবেনা। তারা যদি এই সমস্যার সমাধান চায় তা হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করাই একমাত্র পথ। অবশ্য এবার আরবরা রণক্ষেত্র থেকে পালায়নি। দুটো ফ্রন্ট খুলে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছে।

আব্রাহাম বলল, সমস্যা সমাধান অত সহজে হবে না বন্ধু। মিশর চায় শান্তি আলোচনার আগেই ইস্রায়েলকে সাতষট্টি সালের অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। আরও সমস্যা তারা তুলেছে। প্যালেস্টাইনীদের জন্য ইস্রায়েলের অংশ ছেড়ে দিতে হবে। প্যালে-স্টানীদের ইস্রায়েলের অংশ ছেড়ে দেবার অর্থ হল ইহুদী রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটানো।

জ্যাকব বলল, আমাদের কিছু বক্তব্য তো আছে।

আছে। আমরা বলছি শান্তির জন্য আলোচনা কর। সেই আলোচনায় তোমাদের বক্তব্য পেশ কর। সবাই মিলে বিচার-বিবেচনা করে স্থির করা হবে আমাদের সেনাবাহিনী সিনাই থেকে হটিয়ে আনা হবে কিনা!

জ্যাকুলিন বলল, আমরা অগ্রিম কোন সর্ত মানতে রাজি নই।

আরে সেটাই কথা। আমরা সেই সব প্রস্তাব নিয়ে এমন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই যা মিশরও মেনে নিতে রাজি হবে।

মনে কর এবার যদি সাতষট্টি সালের পূর্বের অবস্থা থাকত তা হলে আরব-বাহিনী সহজেই আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারত। আমাদের মন্ত্রী এবারে যা বলেছেন তা তোমরা শোন, How wrong were those who said it does not matter where the boundary is. Had the Arabs attacks been launched from pre 1967 boundary near Israel centres of popula tion, the consequences could have been catastrophic, এই সুযোগ আরবরা পায়নি বলেই আমাদের দুর্দশা ঘটাতে পারেনি।

আব্রাহাম থামতেই জ্যাকব বলল, আরবরা হয়ত মনে করছে আমরা সর্ত আরোপ করছি। সেজন্য তারা পিছিয়ে যাচ্ছে।

দু পক্ষের কথা বিবেচনা করলে একই কথা বলা যায়। আমরা বলছি আলোচনার টেবিলে সর্ত স্থির হবে। এটাকে যদি সর্ত মনে করা হয় তা হলে আরবরা বলছে যে পূব সীমানায় যাবার কথা। সেটাও তো সর্ত। তবে আরবদের আমরা যা মনে করে থাকি এবারকার যুদ্ধে সে মনোভাব বদল করতে হয়েছে। শত্রুরা এবার সাতষট্টি সালের মত নয়। (The enemey was a different breed from the soldiers of 1967) আমরাও আর যুদ্ধ চাই কি? শান্তিতে বাস করতে হলে কিছু ছাড়তে হবে; কিছু নিতে হবে।

মিসেস জ্যাকুলিন, কথাটা ঠিক। সেই জন্যই বোধহয় রাষ্ট্র-সংঘ নির্দেশ দিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধ কর। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় বস। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই অবস্থা ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে তবে আমরা চাই শান্তি আলোচনার আগেই আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার গ্যারান্টি। শুধু তাই নয়, আমাদের রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং এই স্বীকৃত রাষ্ট্রের স্বীকৃত সীমানাও স্থির করে দিতে হবে তবেই আমাদের সৈন্যবাহিনী কতদূর অবধি সরিয়ে নেওয়া হবে তা স্থির করা হবে।

জ্যাকব বলল, এটা ভাল লক্ষণ। সাতষট্টি সালে যুদ্ধ বিরতির কথা বলা হয়েছিল, অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে যাবার কথা বলা হয়েছিল, আলাপ আলোচনায় শান্তি নিশ্চিত করার কথা ছিল না। এবার রাষ্ট্র-সংঘ সেই সর্তটি আরোপ করেছে। এতে ফললাভ হবে মনে করি।

মিসেস জ্যাকুলিন বলল, সবই বুঝলাম কিন্তু আমাদের সরকার আরব আক্রমণের কোন খবর কেন পায়নি বলতে পার? আমাদের পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা মিস্টার বিগিন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। সরকার দেশবাসীকে সঠিক খবর দিতে পারেনি, উপরন্তু যে সব খবর বে-সরকারী ভাবে পাওয়া গেছে তার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আব্রাহাম বাধা দিয়ে বলল, মোসে দায়ান এই সমালোচনা মেনে নিয়ে বলেছেন, ইস্রায়েলের অস্ত্র শক্তির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। যার জন্য যুদ্ধে কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ বিভাগেও ত্রুটি আছে। তবে এরজন্য মন্ত্রীসভাই দায়ী নয়। দেশবাসীর উচিত আত্মসমালোচনা করা তা হলেই কোথায় ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা তা জানা যাবে এবং ভবিষ্যতে তা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব।

মিসেস জ্যাকুলিন বলল, কিন্তু আজ যদি আমাদের আগের সীমানায় আসতে হয় তার জন্য কত মূল্য দিতে হবে জানো?

জানি। আমাদেব সিনাই ছেড়ে আসতে হবে। সিনাইয়ের জন্য বহু সম্পদ নাশ হয়েছে, বহুজনের বুকের রক্ত দিতে হয়েছে, সিনাই মরুভূমিকে উর্বর করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। এসবই আমাদের ছেড়ে আসতে হবে। বর্তমান যুদ্ধেও আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে আমাদের বহু বৎসর কেটে যাবে। বহু বীর সেনানীর বুকের রক্তে সিনাইয়ের বালুকাময় প্রান্তর ভিজেছে, এসব আমরা ভূলতে পারি না। তবুও শান্তির জন্য আমাদের ত্যাগ

স্বীকার করতেই হবে। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ দেশের শান্তি হরণ করবেই। কোন জাতির সবাই যদি সেপাই হয় সে জাতির উন্নতি কখনও হয় না।

আরবদের আমি বিশ্বাস করিনা। তারা পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে পারে।

মিসেস জ্যাকুলিন যা বলেছে তা সত্য।

জাকবের মন্তব্য শুনে আব্রাহাম চুপ করে থেকে বলল, আমরা দর্শক মাত্র। ঘটনার গতিপথ দেখব। প্রয়োজন হলে মতামত জানাতে দ্বিধা করব না। এই জরুরী অবস্থায় আমাদের পক্ষে সরকারকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানানো উচিত।

ফইমকে পেয়ে উৎফুল্ল হল সাইদা। ফইমের বুকে মুখ রেখে চোখের জল ফেলতে থাকে।

কাঁদছ কেন সাইদা ?

তুমি ফিরে এসেছ। আনন্দ আমার চোখ ছাপিয়ে বন্যার জল নামিয়েছে।

যুদ্ধ থেমেছে।

হাঁ, যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। তবে যুদ্ধ থামবে কি ?

সেই কথাই তো আমিও ভাবছি। এ রকম যুদ্ধ বন্ধ এর আগেও হয়েছে কিন্তু কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। এবার কি হয় তাই ভাবছি।

আমারও সেই একই কথা। দেখা যাক কি হয়।

মিলনের আবেগ মিটে গেলে সাইদা বলল, মিশরের খবর কিছু জানো ?

তুমিও যা জান আমিও তাই জানি। যুদ্ধ থেমেছে। এবার ঠাণ্ডা লড়াই। তবে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তা অনুমান সাপেক্ষ।

এবারের যুদ্ধে কে হারল, কে জিতল ?

এটা গুরুতর প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস আরবরা জিতেছে।

সাইদা বাধা দিয়ে বলল, তা কেমন করে হবে। ইহুদীরা মিশরের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে, জমি বেশি দখল করেছে, ক্ষয়ক্ষতি মিশরের ও সিরিয়ার বেশি হয়েছে। ইহুদীদের তুলনায় আরবরা বেশি বন্দী হয়েছে। এর পরও বলতে চাও আরবরা জিতেছে ?

হাঁ, সুন্দরী আরবরা জিতেছে। জমি দখল হিসাব করলে সুয়েজের ওপারে আরবরা যা দখল করেছে সেটাও কম নয়। ক্ষয়ক্ষতি উভয় পক্ষের হয়েছে, হয়ত আরবদের বেশি হয়েছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে আক্রমণকারীদের ক্ষয়ক্ষতি চিরকালই বেশি হয়। এবারও হয়েছে। বন্দী সৈন্যের হিসাব যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। জয় হয়েছে এই কারণে, আরব বাহিনী যে নৈতিক শক্তি ফিরে পেয়েছে তার তুলনায় জমি হারানো অথবা অন্য ক্ষয়ক্ষতি এমন কিছু মূল্যবান নয়। আরবরা জেনেছে ইস্রায়েলী সৈন্য অজেয় নয়। এটাই আরবদের বড় জয়।

বুঝলাম। এবার বিশ্রাম কর।

বিশ্রাম আমার কপালে আছে কি ? আমাকে এখুনি ছুটতে হবে হোটেল ইনটারন্যাশান্যালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানাশ্রেণীর লোক সেখানে ভীড় করেছে। তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। আমার যারা অনুচর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের কাছ থেকে খবর নিতে হবে। তুমি খাবার ব্যবস্থা কর। আমি স্নান করে আসি।

ফইম হোটেল ইনটারন্যাশান্যালে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। হোটেল তখন জমজমাট। নাচঘরে নাচের মজলিস। স্যুটে স্যুটে নবাগতা সঙ্গিনীদের নিয়ে অভ্যাগতদের বিশৃঙ্খল উল্লাস। আলোয় আলোময় হয়েছে হোটেলের সকল চত্বর।

বেইরুত আবার ফিরে পেয়েছে রাতের জীবন। নগরীর

আমোদ-প্রমোদ বিলাস-ভোগ, লাস্য-দুর্নীতি কদিন অন্ধকার জগতে আশ্রয় নিয়েছিল। এবার প্রকাশ্যে এসবের নগ্নরূপ দেখা যাচ্ছে।

ফইম সাংবাদিকদের চালচলনে বেশি লক্ষ্য রাখতে বলেছিল। হোটেলে এসেই প্রথম ডেকে পাঠালে সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর আবদালকে।

খবর কিছু আছে?

অনেক খবর আছে সাহেব। এই যে সব সাংবাদিক, এদের কীর্তি দেখছিলাম গত কয়েকদিন যাবত।

অদ্ভুদ্ কিছু দেখেছ কি?

যারা জোট নিরপেক্ষ দেশের সাংবাদিক তারাই যেন বেশি নোংরা। রেনি, জুলিয়া, এমান আরও কয়েকজন মেয়ের পাল্লায় পড়ে ওরা কদিন ঘোল খেয়েছে। সেদিন যুদ্ধের ছবি এনেছিল ওরা সিরিয়ার তথ্য কেন্দ্র থেকে। ছবিগুলো নিজের নিজের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। ছবিগুলোতে ছিল বন্দী ইস্রায়েলী সৈন্যদের অবস্থা।

এগুলো বিদেশে পাঠানো হয় প্রচারের জন্য। বিশ্ব জনমতে প্রভাব বিস্তার করতে।

ঠিক বলেছেন সাহেব। সিয়ার দালালরা কি বোকা? তারা এখানে মেয়েমানুষ আর মদের হোস পাইপ খুলে রেখেছে। রাতের বেলায় ছবি বদল হল। সিরিয়ার দেওয়া ছবিগুলো রেনি, জুলিয়ার হাতে দিয়ে ইস্রায়েলের পাঠানো ছবিগুলো এইসব মহান ব্যক্তিরা স্বদেশে পাঠালো।

উদ্দেশ্য ইস্রায়েলের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরী। আর ইস্রায়েল যে মস্ত বড় বীর তা প্রমাণ করতে এইসব ছবি পাঠানো হয়েছে?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদপত্রগুলোতেই ইস্রায়েলীদের পাঠানো ছবি বেশি পাঠানো হয়েছে। আরবদের ছবি পাঠানো হয়েছে কিনা জানিনা, পাঠানো হয়ে থাকলেও তা অতি সামান্য পরিমাণ।

তাহলে প্রচার ব্যবস্থায় এইসব গণিকাদের ভূমিকাই দেখছি সবচেয়ে মূল্যবান। আরবীয় মেয়েরা যা পারেনা, এইসব মেয়েরা তাই করেছে। আমাদের কেউ কি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি?

কি করবে বল। রেনির মোহ যে কি তা তুমি থাকলে বুঝতে পারতে সাহেব। রেনি সেদিন একজনকে বলছিল, যুদ্ধ তো শুধু হাতিয়ার দিয়ে হয় না। প্রচার হল যুদ্ধের বড় অঙ্গ। তার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করছি। তোমরা নগদে পাচ্ছ, পানীয় পাচ্ছ, আমাদের সঙ্গ পাচ্ছ অথচ তোমরা আমাদের হয়ে প্রচার করবেনা কেন? এই তো সেদিন একজন সাংবাদিক যে প্রবন্ধ পাঠাচ্ছিল তারই একটা অংশ হাঁতড়ে নিয়েছি। এই দেখ।

একখানা কাগজ এগিয়ে দিল আবদালা।

ফইম পড়ল, যুদ্ধ হচ্ছে। ইস্রায়েলের সামনে আরবরা দাঁড়াতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েল জিতেছে, আরবরা হেরেছে।

ফইম বুঝল সিয়ার চক্রান্ত। সাংবাদিকরা তাদের চক্রান্তে সততাও ভুলে গেছে। তারা মিথ্যা সংবাদ ও সমালোচনা দিয়ে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে মোটেই ত্রুটি করেনি।

ফইম সেখান থেকে গিয়ে বসল নাচের মজলিসে।

মদের গেলাস সামনে নিয়ে সবাই যুদ্ধের আলোচনা করছে।

একজন বিদেশী পর্যটক পাশের সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে বলল, ওরা যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ থেমেছে। আজও আলোচনা শেষ হয় নি।

হবেও না। আলোচনা চলবে। যতদিন শান্তি ফিরে না আসে ততদিন আলোচনা চলবে।

কিন্তু কি লাভ হল? সুয়েজখালের পুর্বতীরে সিনাই মরুভূমির কিছুটা জমি মিশর উদ্ধার করেছে ঠিকই তাতে মিশরের হৃতগৌরব হয়ত কিছুটা ফিরেছে কিন্তু তার বদলে মিশর এবার যে নতুন জমি হারিয়েছে তা অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। অপর দিকে ইস্রায়েলের

দম্ভও চূর্ণ হয়েছে। তাদের দুর্ভেদ্য বারলভ লাইন ভেঙে মিশরীয় সেনারা এগিয়ে গেছে।

যুদ্ধ বন্ধ হল কেন? অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় কি?

না। মিশর-সিরিয়া যুদ্ধে নেমেছিল ঠিকই কিন্তু এই যুদ্ধ ভেঙে এনেছে ইরাক, জর্ডান, সৌদী আরব, কুয়ায়েত, আবুধাবী, লিবিয়া, টিউনিস, মরক্কো, আলজিয়ার্স, সুদান প্রভৃতি আরব রাজ্যগুলির সংহতি। অস্ত্রের লড়াই হয়ত শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারত না কিন্তু তেলের বাজারে হাহাকার সৃষ্টির যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এইসব আরবরাজ্য তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পৃথিবীর সকল ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী দেশে। বিশেষ করে আমেরিকা তেলের জন্য সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা হবে, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাশিয়া খনিজ তেলে স্বাবলম্বী কিন্তু আমেরিকা স্বাবলম্বী নয়। তাকে নির্ভর করতে হয় আরবরাজ্যগুলোর ওপর। ইরাণ আমেরিকাকে সাহায্য করবে, সেই সাহায্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এই অবস্থায় আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছে ইস্রায়েলকে। অস্ত্র দ্বারা আরব-ইহুদী সমস্যা মিটবে না, আরব-ইহুদী সমস্যা মেটাবে তেল।

ফইম কানপেতে শুনছিল ওদের কথা। মহিলাটি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ঠিকই বলেছ। এই যুদ্ধ আরবদের মধ্যে ঐক্য-বোধ এনে দিয়েছে। এমন কি মার্কিন তাঁবেদার জর্ডান ও সৌদী আরবও অস্বীকার করতে পারে নি। তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সবাই একবাক্যে বলছে, আমেরিকাকে তেল দেব না। আরব-ইহুদী সমস্যা না মিটলে আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি করা চলবে না।

ক্ষয়ক্ষতি তো আরবদের বেশি হয়েছে।

তাও ঠিক।

তবে জানো মিস্, এতে লাভ হয়েছে আরবদের। কতটা ক্ষয়-

ক্ষতি হয়েছে তা আরবরা জানে না। তারা ইস্রায়েলীদের ক্ষয়ক্ষতি নিজেদের চোখে দেখেছে। এবার আরবরা নিজের চোখে দেখেছে ইস্রায়েলী যুদ্ধবন্দী, দেখেছে বিধ্বস্ত ইস্রায়েলী ট্যাঙ্ক আর বিমান, এর আগে যতবার যুদ্ধ হয়েছে তাতে আরবরা এসব দেখেনি, মার খেয়ে পালিয়েছে। এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এটাই আরবদের জয়। ভবিষ্যতে যদি কখনও এই দুই পক্ষকে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হয় তা হলে ইস্রায়েলকে হারাবার বড় অস্ত্র হবে আরবদের এই আত্ম-বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস এবার ওরা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছে।

ফইম টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

তখনও জাজ বাজছে। নর্তকীর নাচ চলছে। সেদিকে তাকাবার কোন অবসর ছিল না ফইমের। সে এগিয়ে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। তার চারপাশে মাতালের ভীড়। এরা অসংবদ্ধ কথা বলছে। ফইম মন দিয়ে শুনতে থাকে এদের কথা। সব কথার গুরুত্বপূর্ণ কোন অর্থ নেই বলেই মনে হচ্ছিল ফইমের।

না ছাড়া চলবে না।

ঠিক বলেছ সুন্দরী। সাসা দখল করতে হবে। সাসা থেকে গোলা ছুড়লে দামাস্কাস ধ্বংস নিশ্চিত। পিছু হটা চলবে না।

আরেকজন চীৎকার করে উঠল, বাহোবা, বাহোবা। ঘুরে ঘুরে নাচ সুন্দরী। তোমার সুন্দর পা-দুখানি বুকে নিয়ে নাচতে ইচ্ছা করছে।

আরেক দিকে হঠাৎ কয়েক জোড়া নরনারী উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করল। নাচের কোন তাল লয় ছন্দ নেই অথচ নাচছে তারা। মাঝে মাঝে কুৎসিত গানের কলি গেয়ে উঠছে। পাশে যারা দর্শক তারা টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছে।

যাই বল সুন্দরী, লড়াই আমরা করি না। আমাদের লড়াই হল প্রেমের লড়াই। তুমি তো সবই বোঝ।

ঠিক বলেছ। লড়াই আমাদের আঁধারে টেনে নামিয়েছিল। এই

আনন্দময় জীবনটা নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। বাঁচলাম। লড়াই থেমেছে, বেঁচেছি।

হি-হি করে হাসতে হাসতে প্রথম বক্তা বলল, ঠিক বলেছ সুন্দরী। আজকের রাত রোজকার রাত হোক। দিস্ নাইট লঙ লিভ। অন্য জীবন আমরা চাই না। লড়াই আমরা পছন্দ করিনা।

হঠাৎ জাজের শব্দ থেমে গেল।

নর্তকী স্টেজে নেই। পর্দাটা ধীরে ধীরে টেনে দেওয়া হয়েছে।

ফইম গোটা হল ঘরটা ভাল করে দেখে নিল। তার চোখ কোন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই প্রার্থিত লোকটিকে খুঁজে পাচ্ছেনা।

ফইম উঠে ধীরে ধীরে পোর্টিকোর দিকে গেল।

আরে এমিলাস তুমি এখানে?

হাঁ বন্ধু। আমরা হলাম ভ্রমর, তোমার মত আমিও ভ্রমরীর সন্ধানে এসেছি।

ভাল ছেলে হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারনি দেখছি। আছ কোথায়? এই শহরে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি এসেছি রোম থেকে, এই হোটেলে উঠেছি। চল আমার ফ্ল্যাটে।

সঙ্গে কেউ আছে কি?

নো, নো। একাই এসেছি। তবে বেইরুত্ত শহরে সঙ্গিনী সহজলভ্য। অর্থব্যয় করে সঙ্গিনী আনলে দুনো ব্যয়। একটা খরচেই সব কাজ হয় তাতো বুঝতে পারছ। চল চল, আমার কামরায় চল।

আমার যে অনেক কাজ নাসিম। এখুনি বের হতে হবে।

তুমি বুঝি এখানে চাকরি কর?

না রে না। ব্যক্তিগত কাজ কি থাকতে নেই।

তাই বল, ঘরে বিবিসাহেবা হা-হুতাশ করবে। অনেকদিন পর দেখা। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। একটু গলাটা ভিজিয়ে যাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফইম নাসিমের সঙ্গে গেল তার ফ্ল্যাটে।

নাসিম শেরী ও খাবারের জন্য বেয়ারাকে নির্দেশ দিল।

শেরীর গেলাসে চুমুক দিয়ে নাসিম বলল, তা হলে যুদ্ধ থামল। রোমে বসে বসে ভাবছিলাম কবে যুদ্ধ বন্ধ হবে। বাস্, শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে থামল।

ফইম বলল, ঠিক যুদ্ধ থেমেছে কি? থামবে কিনা তাতেও বোধহয় সন্দেহ আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ থেমেছে, তবে যুদ্ধাবস্থা চলবে বহুকাল। যতদিন না ইস্রায়েল আরবভূমি থেকে যাচ্ছে আর প্যালেস্টাইন সমস্যা না মিটছে ততদিন যুদ্ধাবস্থা চলতেই থাকবে।

এবার যুদ্ধ থামবে বন্ধু। অবস্থা খুব সুবিধের নয়। এবার ইস্রায়েল যে দুটো রাস্তা দখল করেছে তা একেবারে মোক্ষম। পোর্ট সৈয়দ হয়ে যে রাস্তাটা গেছে সিনাইতে সেটা নিরাপদ নয়। আরেকটা রাস্তা সুয়েজ শহর হয়ে সিনাইতে গেছে। এ রাস্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তাটা দখল করেছে ইস্রায়েল, সুয়েজ শহরও অবরুদ্ধ। কায়রো থেকে সুয়েজ শহরে যাবার রাস্তাটাও ইস্রায়েলের দখলে চলে গেছে। কায়রো শহর বিপন্ন। অবশ্য যুদ্ধ বিরতির পর যে সর্ত আরোপ হবে তাতে ইস্রায়েল হটে যেতে বাধ্য হবে ঠিকই তবুও সুয়েজ পেরিয়ে মিশরে প্রবেশ করার পর সবাই বুঝেছে মিশরের দুর্বল স্থানে আঘাত করতে পারলে মিশর বিপন্ন হতে পারে, সেজন্য লড়াই আর সহজে হবে না। অন্তত দেশের স্বার্থে মিশরের তা করা উচিত নয়। যুদ্ধ যদি আরও কয়েকদিন চলত তা হলে মিশরের অবস্থা আরও খারাপ হত।

ফইমের কাছে আলোচনাটা মোটেই প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে। এক সময় বলে উঠল, আজ চলি বন্ধু। মানসিক ভারসাম্য যেন হারিয়ে ফেলছি ক্রমশই।

নাসিম কি বুঝল জানা গেল না। ফইম ঘর থেকে বের হবার সময় একবারও অনুরোধ করল না পুনরায় বসবার জন্য।

ঠিক একই দিনে তেল আবিবে আয়োজন করা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার তামিরকে অভ্যর্থনা জানাতে। সর্বপ্রথম ব্রিগেডিয়ার তামির প্রস্তাব দিয়েছিল, মিশরকে কাবু করতে হলে টাস্ক ফোর্স পাঠিয়ে মূল মিশর ভূখণ্ডে প্রবেশ করার।

প্রস্তাবটি প্রথম অবস্থায় ইস্রায়েলের দেশরক্ষা মন্ত্রী মোসে দায়ান গ্রহণ করেননি। মোসে দায়ানের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেভিড এলজার এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাইম বারলেভ।

বারলেভ বলেছিলেন, গোলানের যুদ্ধ গুরুতর অবস্থায় পৌঁছেছে। সিনাইতে এত সৈন্য নেই যারা সুয়েজ অতিক্রমকারী সৈন্যকে সাহায্য করতে পারে।

দায়ান বলেছিলেন, কথাটা ঠিক। আমাদের লজ্জাজনক পরাজয় ঘটেছে ইয়োম কিপ্পুরে। এসময় এই ভাবে একটা ঝুঁকি নেওয়া কি ভাল হবে!

এলজার হলেন প্রধান সেনাপতি। তিনি বললেন, এটা হবে, to cross at that time would have been a gambler's throw. এরূপ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ব্রিগেডিয়ার তামিরের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

ব্রিগেডিয়ার তামির তবুও বলেছিলেন, তোমাদের যুক্তি ঠিক। সুয়েজের পূর্ব তীরে ওরা যুদ্ধের রসদ জোগাচ্ছে পশ্চিম তীর থেকে। সেখানে আক্রমণ চালালে মিশরের তৃতীয় সৈন্যবাহিনী আটক পড়বে। এপারে চাপ কমবে যুদ্ধের গতিও পরিবর্তন হবে।

মোসে দায়ান বিগেডিয়ারের অভিমতকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

ব্রিগেডিয়ার তামির তখন মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছেন।

তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা বিষয়ে প্রধান এবং অতিশয় দক্ষ এবং কৌশলী বলেও পরিচিত। এহেন ব্যক্তির প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না। উপরন্তু তামিরের প্রস্তাব সমর্থনকারী কয়েকজন জেনারেল যুদ্ধের এই নতুন কৌশলের ওপর জোর দিতে থাকেন।

তামিরের গোয়েন্দা বাহিনী সজাগ।

তারা সংবাদ দিল, মিশরীয় তৃতীয় বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুয়েজ অতিক্রম করেছে। তাদের পশ্চাৎভাগ অরক্ষিত আছে। (The Egyptians moved the rest of the Third Army tanks over to the east leaving their rear dangerously unprotected.)

এবার মোসে দায়ান আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ইস্রায়েলী সৈন্যকে সুয়েজ অতিক্রম করার পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। যুদ্ধের চৌদ্দ দিনের দিন ইস্রায়েলীরা সুয়েজ অতিক্রম করে ট্যাঙ্ক ফোর্স নামাল মিশরে।

ব্রিগেডিয়ার তামিরের পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করল। ইস্রায়েলী বাহিনী অরক্ষিত পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করে মিশরের বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। মিশরের সরবরাহ পথ বন্ধ করে দিল, সংবাদ চলাচল, পথঘাট বন্ধ করে যুদ্ধের মোড় দিল ঘুরিয়ে। ইস্রায়েলী পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ঘোষণা করলেন, ইস্রায়েলী বাহিনী সুয়েজের পশ্চিমতীরে ঘাঁটি করে যুদ্ধ করছে।

যে ব্রিগেডিয়ার (পরে মেজর জেনারেল) তামিরের পরিকল্পনায় এই সাফল্য তাকে অভিনন্দন জানাতে ইস্রায়েলীরা জমায়েত হয়েছে আজ তেল-আবিবের ন্যাশান্যাল হলে।

সভায় দাঁড়িয়ে ব্রিগেডিয়ার তামির বললেন, আপনারা আমাকে কেন অভিনন্দন জানাচ্ছেন জানিনা। আমি দেশের সেবক। দেশের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা স্থির করেছিলাম ঠিকই তবে একে রূপদান করতে মেজর জেনারেল শারোন যা করেছেন তা অচিন্ত্যনীয়।

অভিনন্দন তারই প্রাপ্য। আর যে সব ইস্রায়েলী যুবক এই দুঃসাহসিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানালেই আমি সর্বাধিক আনন্দিত হব।

গ্রেট্ বিটার লেকের কাছে যেভাবে মেজর জেনারেল শারোন সৈন্য পারাপার করেছেন তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে ইস্রায়েলের ইতিহাসে। অবশ্য এই বিষয়ে শারোন নিজের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সুয়েজশহর অবরোধ করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলছিলেন কায়রোর দিকে। অবশ্য এটা বিপদজনক। পেছনটা খালি রাখতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, আমাদের এত সৈন্য ছিল না যা দিয়ে এই শূন্যস্থান পূর্ণ করা যায়। তবুও যে দুঃসাহস দেখিয়ে শারোন এগিয়ে ছিলেন তাতে ঝুঁকি থাকলেও জয় নিশ্চিত হয়েছিল।

অনেকেই তার দুঃসাহসকে প্রশংসা করেননি। আমাদের পরিকল্পনায় এইভাবে অগ্রসর হবার নির্দেশ ছিলনা ঠিকই কিন্তু এভাবে অগ্রসর না হলে সত্যই আমরা জয়লাভ করতে পারতাম না। (within the framework of the plan devised it could not be done.) একমাত্র শারোনের দুঃসাহসের জন্যই এটা দ্রুত সাফল্যলাভ করেছে। আপনাদের উচিত তাকেই অভিনন্দন জানানো।

আমরা সাধারণত জেনারেলদের বীর বলে আখ্যাত করি কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের কথা ভুলেই যাই। এটা কিন্তু জেনারেলদের যুদ্ধ নয়। এটা সৈনিকদের যুদ্ধ। আমাদের সৈন্যই নয় মিশরীয় সৈন্যরাও লড়াই করেছে। সৈন্যরাই বীর পদবাচ্য। তবে মেজর জেনারেল শারোনকে এই যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীর বলে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। ইস্রায়েলী জেনারেলদের মধ্যে শারোন হলেন অতিশয় মেধাবী, প্রতিভাসম্পন্ন কিন্তু বিপদজনক ব্যক্তি। কি ভাবে কাজ উদ্ধার করতে হয় তা তিনি জানেন কিন্তু যে পথে তিনি চলেন তা

বিপদজনক এবং তাতে ঝুঁকিও বেশি। তবুও বলব, বীর আখ্যা পেতে পারেন একমাত্র মেজর জেনারেল শারোন। তার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।

ব্রিগেডিয়ার তামির আসন গ্রহণ করলে হর্ষধ্বনিতে হলঘর কেঁপে উঠল। সবাইয়ের মুখে এক কথা। মেজর জেনারেল শারোনকে আমরা দেখতে চাই।

শারোন তখনও সুয়েজের পশ্চিম তীরে। তখনও মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ এখানে ওখানে হয়েই চলেছে ।

যুদ্ধ বন্ধের শেষ বেলায় উভয় পক্ষ নিজেদের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে যতটা বেশি জমি তারা নিজের কব্জায় রাখতে। সেই চেষ্টায় ইস্রায়েল যেন বেশি সাফল্যলাভ করেছে।

সভার শেষে জনতা ছুটল গোলডা মেয়ারের বাসভবনের দিকে। সামনে ইস্রায়েলের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের ওপর যুদ্ধজয়ের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তারিত হবে এটা সবাই বুঝল।

বেইরুতে বসে ফইম তেল আবিবের সংবাদ জানতে পেরেছিল।

এটা জয় অথবা পরাজয় ঠিক করতে পারছিল না।

রাতের বেলায় একখানা ছোট্ট কাগজের টুকরো হাতে দিয়ে তার একজন অনুচর ফিরে গেল। কাগজখানা খুলে দেখল তাতে লেখা আছে, আমেরিকা স্থির করেছে আরবরা যদি তেল না দেয় তাহলে আমেরিকাও আরব দেশগুলোকে খাবার দেবে না।

ফইম কাগজখানা মুড়ে রেখে খবরের কাগজের পাতা উল্‌টাতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে জোরে হেসে উঠল।

সাইদা পাশের ঘর থেকে হাসির শব্দ শুনে ছুটে এল।

হাসছ কেন ফইম?

একটা খবর এখুনি পেলাম। আরবরা তেল বন্ধ করলে আমেরিকা আরবদের খাবার দেবে না।

তাতে হাসির কি আছে ?

তাইতো। আমেরিকা কতটা বেকুব তাই ভেবে হাসি থামাতে পারিনি। আরব জগত শুকিয়ে মরবে আমেরিকা খাবার না দিলে, হাসির কথা নয় কি আরবরা ছুটবে দুনিয়ার কোথায় কোথায় খাবার আছে তা সংগ্রহ করতে তাতে আমেরিকার তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে, লাভবান হবে রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি চীনও। আর তেলের অভাবে গলা শুকিয়ে মরবে শুধু আমেরিকা নয় গোটা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো।

সাইদা বলল, তা বটে।

খবরের কাগজ উল্টে দেখছিলাম, তেল কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাই জানতে। দেখলাম প্যারিসে ঝড় উঠেছে। ঝড় শুধু তেলের জন্যই নয়। ফরাসীরা চায় সবাই স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকুক। অথচ এই যুদ্ধ বুঝিয়ে দিয়েছে, দুই বৃহৎ শক্তি তাদের তাঁবেদারদের লড়ায়ের ময়দানে প্রথমে নামিয়ে দেয়। শেষে বলে, যুদ্ধ বন্ধ কর। এবারও একই খেলা হয়েছে, এর প্রতিক্রিয়াতে আরবরা জোটবন্দী হয়ে তাদের হাতের কাছে সব চেয়ে বড় যে অস্ত্র তেল তাই প্রয়োগ করে পশ্চিম ইউরোপে হাহাকার সৃষ্টির পথ খুলে দিয়েছে। অবশ্য ফ্রান্সের রাষ্ট্র প্রধান দ্যগলের মত আরবদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সেজন্য তাদের রাজনীতিতে বেশ তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পৃথিবীর নানাদেশে নানা অভিমত সৃষ্টি হয়েছে।

এই তো, ইংরেজদের ব্যাপার হচ্ছে তারা কোন পক্ষকেই সমর্থন করছেনা। অবশ্য তার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও সরকারী নীতি বদল করতে রাজি হননি। ইতালীকে সম্পূর্ণভাবে আরবদেশের তেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেজন্য ইতালী প্রত্যক্ষভাবেই আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যে জার্মান এক সময় ইহুদী বিদ্বেষী ছিল সেই জার্মানের পশ্চিম অংশ আবার

ইস্রায়েলদের সম্বন্ধে বেশ দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। মূল কথা হল, স্বার্থরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত করছে রাষ্ট্রনেতারা।

সাইদা বলল, সবাই বেনিয়া। দেখ না, ফ্রান্স ইস্রায়েলকে মিরাজ দিয়েছে আবার লিবিয়ার কাছেও মিরাজ বিক্রি করছে। লিবিয়া সেই মিরাজ আমাদের দিচ্ছে। আবার সৌদী আরবকে ফ্রান্স অস্ত্র দিচ্ছে আরব সংহতিকে জোরদার করতে। বিশেষ কোন ন্যায়-নীতির প্রশ্নই যেন নেই।

ফ্রান্স তার নীতি বদল করবে না। পশ্চিম জার্মানী যেমন দু পক্ষকেই সন্তুষ্ট করার জন্য ইস্রায়েলের সার্বভৌমত্ব চায় তেমনি চায় আরবদের সার্বভৌমত্ব। এ রকম নেতি ও ইতিবাচক নীতি অনেক রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে। আমেরিকাকেও চটাতে চায় না। আবার রাশিয়ার বিরাগ ভাজন হতে চায় না। এই সব রাষ্ট্রনেতারা চতুর হলেও বিশ্বাসভাজন নয়। যুদ্ধ থেমেছে, এখন নানাজনে নানা অভিমত প্রকাশ করছে। এতো স্বাভাবিক। তবে যদি আমেরিকা খাদ্য নিয়ে জুয়া খেলতে বসে তা হলে মধ্যপ্রাচ্যে তার যেটুকু প্রভাব আছে তাও থাকবে না

সাইদা বলল, যুদ্ধ বন্ধ হলই বা কেন, আরম্ভ হলই বা কেন ?

এর উত্তর দিয়েছেন বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ ইহুদী আরবের নয়। দুটি শক্তিশালী পক্ষের যুদ্ধ। একদিকে আমেরিকা আরেক দিকে রাশিয়া। বৃটেনকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল। বৃটেনের প্রধান বলেছিলেন, যেহেতু লড়াই চলছে দুটো বৃহৎ শক্তির ইঙ্গিতে এখানে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে এই দুটো শক্তি, আর কেউ নয়। আমেরিকা আর রাশিয়া বুঝাপড়ায় বসেছে তাই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। আরম্ভ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অভিভাবকত্ব করার প্রতিযোগিতা।

সাইদা বলল, আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী দেশ। তাদের কলঙ্কিত ইতিহাস যুদ্ধের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় ও সংগ্রহ করা কিন্তু

রাশিয়া সমাজবাদী রাষ্ট্র। তারপক্ষে অপর রাষ্ট্রের ঘরোয়া বিষয়ে হস্তক্ষেপ কি করে সম্ভব হল।

ফইম বলল, এর উত্তর দিয়েছে চীন। চীন প্রথমেই যুদ্ধ বন্ধের জন্য আবেদন করেছে এবং বলেছে দুই প্রবল শক্তির অপরের প্রাণ-সম্পদ নষ্ট করে প্রভাব রক্ষার এই চেষ্টা নিন্দনীয়। রাশিয়াকে চীন বলেছে সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী। এসব আলোচনা করে লাভ নেই সাইদা। আমাদের কাজ হল গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা। অপর রাষ্ট্রের সংবাদ সংগ্রহ করে নিজের দেশকে নিরাপদ রাখাই আমাদের ধর্ম। যে খবরটা পেলাম ডিকির কাছ থেকে সেটা সবার আগে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

টেলিফোন বেজে উঠতেই ফইম কথা বন্ধ করে টেলিফোন তুলে নিল।

হ্যাঁ বলছি।

এবার শিনবেত খুব বোকা হয়েছে। তারা আমাদের অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কা করে। মার্কিন উপগ্রহগুলোও মোটেই সৈন্য চলাচল বুঝতে পারেনি অথচ ইস্রায়েলের চালচলনের বহু সংবাদ আরবরা পেয়েছে। কি করে এটা সম্ভব হল তাই নিয়ে শিনবেতের জাঁদরেলরা মাথা ঘামাতে বসেছে। তারা শীগ্‌গীর কোন অঘটন ঘটাবে এমন আশঙ্কা আছে।

ফইম মৃদু হেসে বলল, তোমরা সতর্ক থেকো। আমার জন্য ভাবনা নেই।

টেলিফোন রেখে ফইম বসতেই সাইদা জিজ্ঞেস করল, কি বলল ওপার থেকে?

এমন কিছু নয়। মিশর ও সিরিয়ার গোয়েন্দা বাহিনীকে নির্মূল করতে শিনবেত এবার নেমেছে। সন্দেহভাজন সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করবে এ রকম অনুমান করা যাচ্ছে।

সাইদা চমকে উঠল।

ভয় পেলে নাকি ?

তা একটু ভয় হয় বইকি। আবিদকে হত্যা করেছিল মনে আছে।

আমি ভুলিনি। আবিদের হত্যাকারী আজও কায়রোর জেল-খানায় বন্দী। ওটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল আমাদের জাল শক্ত হাতে ধরতে হবে। কোথাও কোন ছিদ্র পথ দিয়ে কোন বেইমান যাতে ঢুকতে না পারে সেটাই দেখতে হবে। নিজেদের দলে যদি বিশ্বাসঘাতক না থাকে কারও সাধ্য নেই আমাদের চেহারা চেনায়।

সাইদা মোটেই আশ্বস্ত হতে পারেনি। এটা তার মুখের চেহারা থেকেই বুঝল পারল ফইম। তাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, কারণ স্ত্রী স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা চিরকালই করে। সে মনোভাব কোন যুক্তি দিয়েও বদলে দেওয়া যায় না।

ফইম মনে মনে ভাবছিল আবার নতুন করে খেলা শুরু হবে তার জীবনে। এবারের খেলা হবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপদজনক। এই খেলার সাথী নির্বাচন করা হবে সব চেয়ে কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সব ভাবনা চিন্তা বন্ধ করে সাইদাকে বলল, চল খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করা যাক।

খেতে বসেই উঠতে হল ফইমকে। আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ বলছি। কি খবর ?

স্পেনে মার্কিনরা ঘাঁটি করেছে।

কি রকম ?

এবার ইস্রায়েলকে অনেক বৈমানিক হারাতে হয়েছে। শূন্যস্থান তাড়াতাড়ি পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাদের জায়গায় মার্কিন নাগরিক ইহুদী বৈমানিকরা দলে দলে স্পেনে আসছে। সেখান থেকে পর্যটকের বেশে ইস্রায়েলে পাড়ি জমাচ্ছে।

ফইম জিজ্ঞেস করল, খবর ভাল। আর কোন খবর আছে?

বেলজিয়াম অস্ত্র পাঠাচ্ছে ইস্রায়েলে।

ভাল খবর। আচ্ছা, তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

ফোন ছেড়ে ফইম খেতে বসল। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সাইদাকে বলল, চল বেড়িয়ে আসি।

রাতের বেলায় কোথায় যাবে?

তুমি চল। প্রস্তুত হও। আমি গাড়ি বের করছি।

মাঝরাতে নানা জায়গা ঘুরে ফইম হাজির হল ভাইস কন্সালের গৃহে।

ফইমকে দেখে সাদরে ডেকে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কোন সংবাদ আছে?

সব খবর দিয়ে ফইম বলল, এবার আমাদের সবাই চলবে সতর্কভাবে। নইলে প্রাণ যাবে।

ভাইস কন্সাল হেসে বলল, তারজন্য ভীত হয়েছ কি? এ জন্য প্রস্তুত থাকবে আশাকরি।

ফইম হেসে সাইদার হাত ধরে বিদায় নিল।

নভেম্বরের মাস কেটে গেল।

দু পক্ষই তাদের সর্ত আরোপ করে যুদ্ধ বন্ধের ভূমিকা তৈরীতে ব্যস্ত। এমন সময় বেইরুত নগরীর বিশেষ বিশেষ পল্লীর মানুষ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সমুদ্রের কিনারায় দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। দুজনের দেহেই গুলীর দাগ। হত্যাকাণ্ড বলেই অনেকে অনুমান করছে। কেউ কেউ বলছে মৃতদেহ দুটো এমন কোন অসামরিক অধিবাসীর যারা যুদ্ধের গোলায় নিহত হয়েছিল এবং সেই মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে কিনারায় এসেছে।

লেবানন পুলিশের কাছে প্রথম সমস্যা হল এরা কোন দেশীয়।

ক্রীশ্চান নয় তা বুঝতে পারলেও ওরা আরব অথবা ইহুদী এই সমস্যাই কঠিন সমস্যা।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আরব অথবা ইহুদী স্থির করতে পারলে তদন্তের সূত্র খুঁজে বের করতে অগ্রসর হতে পারত।

আরব পল্লীতেই বেশি উত্তেজনা। পল্লীর অধিবাসীদের বিশ্বাস ওরা আরব। ইহুদীরা গোপনে হত্যা করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে।

সেখানে ইহুদী সংখ্যা নগণ্য। ক্রীশ্চানদের মোটামুটি ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। সেজন্য কোন কোন ক্রীশ্চান মহল্লায় গুজব ছড়িয়েছে মৃতব্যক্তি দুজনাই ইহুদী। আরবরা তাদের হত্যা করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ পৌঁছল ফইমের কাছে।

অনুচরদের সংবাদ দিল। কে কোথায় আছে তাদের সংবাদ নেবার জন্য নিজেই বের হল। মৃতদেহ দেখে অনুমান করল দুজনাই আরব অথচ মুখ দুটো অচেনা। নিজের অনুচর বলে তার মনে হল না।

ঘুরতে ঘুরতে শ্রীমতী জোসের বাড়িতে হাজির হল।

সংবাদ শুনেছ?

শ্রীমতী জোস বিস্মিতভাবে ফইমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোন খবর?

দুটো আরবের মৃতদেহ পাওয়া গেছে সাগরের জলে।

শুনেছি। আমি শুনেছি মৃহদেহ দুটো সনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ মর্গে লাস রয়েছে। যাতে কেউ সনাক্ত করতে পারে তার জন্য রাখা হয়েছে।

হুঁ। আমার মনে হয়েছে দুটোই কোন আরবের মৃতদেহ। আমি মৃতদেহ দেখে এলাম।

আর কিছু জানতে পারনি? সনাক্ত করতে পারনি? তোমার পরিচিত কেউ কি?

উঁহু। পরিচিত মনে হলনা। তবে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। আমি হোটেলগুলোতে যাব। সাইদাকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। ফিরতি পথে নিয়ে যাব।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একটু বিলম্ব কর, প্রসাধন সেরে আসছি।

সাইদাকে শ্রীমতী জোসের বাড়িতে রেখে দুজনে বের হল হোটেলগুলোতে সংবাদ সংগ্রহ করতে। হাফিজিয়া সরাইয়ের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুজনে প্রবেশ করল। হাফিজিয়ার কর্মচারীরা পরিচিত। বিশেষ পরিচিত হোটেলের নর্তকী সম্প্রদায়। শ্রীমতী জোসের হাত ধরে দুজনে ছয়তলায় হাজির হল। ছয়তলা বাড়ির ছাদে ক্যাবারে নর্তকীদের বাসস্থান। পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর। এই ঘরগুলোর এক খানার সামনে দাঁড়িয়ে কড়ায় নাড়া দিল।

ভেতর থেকে প্রশ্ন হল, কে?

আমি, আমি এমিলাস।

দরজা খোলা আছে, ভেতরে এস।

যারা রাতের বেলায় মনোহারী নয়নানন্দকর তাদের অমন চেহারার সঙ্গে পরিচয় আছে ফইমের। অর্ধনগ্ন নারীর বাসস্থানে প্রবেশ করে ফইম থমকে গেল না। চেয়ার টেনে শ্রীমতী জোসকে বসতে দিয়ে নিজে আরেকখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আজ যে জোড় বেঁধে!

একা চলার বিপদ অনেক। তাই সঙ্গিনীকে নিয়ে এসেছি। তবে ভয়ের কিছু নেই। ইনিও আমাদেরই একজন। এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে একমাত্র সহায়।

তাতো বুঝলাম। হঠাৎ আমার ঘরে পদার্পণ কি কারণে?

আমার যা কাজ। মানে সংবাদ সংগ্রহ করতে। কোন খবর আছে কি ?

ক্যাবারে নর্তকা তোরিয়াল চোখ বড় বড় করে বলল, নতুন কোন সংবাদ তো নেই।

ত্বজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তা জানো ?

শুনেছি। তবে এটা তাদের প্রাপ্য ছিল। অনেকবার সাবধান করা হয়েছে তাতেও কোন ফল হয় নি। গ্যাব্রিয়েল শেষ পর্যন্ত ওদের শেষ করেছে।

তা হলে তুমি সব জানো ?

জানি। এর বেশি বলতে পারব না। বেইমানীর শাস্তি পেতে তো হবে। আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের সর্বনাশ করার চেষ্টা। তাও যদি ইহুদী ক্রীশ্চান হোত তা হলে মার্জনা করা যেত। আরব হয়ে আরব সংহতিতে ফাটল ধরাতে যারা চেষ্টা করে তাদের শাস্তি মৃত্যু। সেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়।

ফইম সব বুঝে বলল, কিন্তু আমি তাদের চিনতে পারি নি।

চেনার দরকার নেই এমিলাস। ওরা প্যালেস্টানী উদ্বাস্তু। বাইরে ওরা খুব তরপে বেড়াত। ওরা যেন ইহুদীদের পরম শত্রু। শেষ পর্যন্ত ওদের কাছেই পাওয়া গেল ইহুদীদের সাংকেতিক পত্র আর ইহুদী মুদ্রা। জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, ইহুদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। শেষ রক্ষা করতে পারেনি। শত্রুর গুপ্তচর সেজে প্যালেস্টানীদের সর্বনাশ করার চেষ্টায় ছিল। মহান নেতা আরাফত যে রাশিয়া যাবেন সে খবরটা অগ্রিম পৌঁছে দিয়েছিল তেল আবিবে। তারপর আর দেরী করা উচিত নয়।

ফইম মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সরষেতেই ভূত।

হাঁ। সেই ওদের প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছে গ্যাব্রিয়েল। তবে গ্যাব্রিয়েল লেবাননে এখন উপস্থিত নেই সেজন্য খবরটাও তোমরা পাওনি। এবার আমার কিছু করার নেই। তোমাদের কাজ তোমরা

বুঝে নিও। একটু পানীয় কিছু আনব কি? হট্, কোল্ড্ অথবা উগ্র? কোল্ড্। বেশ। বস তোমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সরবত নিয়ে ফিরে এল। এসেই বলল, শিনবেত ভাল জাল পেতেছে। সতর্ক থাকা দরকার।

গ্যাব্রিয়েল আমাকে তার আভাস দিয়েছে। কদিন আগে ফোনে আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছে। অসতর্ক ছিলাম নইলে আবিদ মরতনা, আমিও জখম হতাম না। সবচেয়ে ভয় মেয়েদের। তারা যে কখন কি ভাবে কাকে আক্রমণ করবে তা স্থির করা কঠিন।

আমরা না থাকলে তোমাদের কাজ হত কি? আমরাই তো তোমাদের প্রধান সহায়।

পাশের জানালাটা খুলে দিয়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে ক্যাবারে নর্তকী বলল, সবকিছু বিলিয়ে দিতে হয়েছিল পেটের তাগিদে। আমরা তো ভাবিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হব। আমরা তো ভাবিনি অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে অপরের দেশে এসে। আমাদের নাম থাকবে না। থাকবে একটা নম্বর। এই নম্বরকে বুকে ঝুলিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথে বের হতে হবে। এসব কল্পনাও করিনি আমরা। অথচ সেই জীবনে জোর করে ঠেলে দিয়েছে ইহুদীরা। এদের ক্ষমা করা যায় না। যারা ইহুদীদের স্বপক্ষে তারাও আমাদের শত্রু। শত্রু নিধনই আমাদের বড় কাজ। তার জন্য আমরা সব কিছু বিলিয়ে দিতেও পারি।

ফইম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ দুঃখ লক্ষ লক্ষ লোকের। নতুন কোন ঘটনা নয়। নতুন ঘটনা হল প্যালেস্টানারাও অর্থের লোভে আরবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করছে।

শ্রীমতী জোস ফইমের হাত ধরে টানতে থাকে।

চল। সংবাদ সংগ্রহ তো হল। এবার চল।

এ তো সামান্য ঘটনা। ইহুদীদের সঙ্গে সমানভাবে চলতে হলে আরও শক্তিশালী করতে হবে আমাদের সংগঠন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল দুজন।

সেদিনের খবরের কাগজ কিনল পথ থেকে।

আল্ আহরামের খবর হল, তেল উৎপাদনকারী আরবদেশ-গুলিতে ইস্রায়েলকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পত্রিকার সম্পাদক বলেছেন, মার্কিন কংগ্রেস ইস্রায়েলের প্রবল সমর্থক। তারা প্রেসিডেণ্ট নিক্সনকে ইস্রায়েলে নতুনভাবে প্রচুর অস্ত্র সরবরাহের জন্য চাপ দিচ্ছে। সেজন্য আরব রাষ্ট্রগুলির উচিত তেল সমস্যা নিয়ে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কুয়ায়েতে সম্মেলন বসছে। লিবিয়া, ইরাক, সৌদী আরব ইত্যাদি দেশ সমবেত হচ্ছে। এরা সবাই তেলকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর।

অন্য সংবাদ হল, রাশিয়া তার সাত ডিভিসান বিমানকে অস্ত্রশস্ত্র বহন কার্যে নিযুক্ত করেছে মিশর ও সিরিয়াকে আবার শক্তিশালী করতে।

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডেণ্ট লিওনিড ব্রেজনেভ যে পত্র লিখেছে আমেরিকাকে তাও আলোচনা করে মার্কিন সরকার মনে করে পত্রটি নৃশংসতার হুমকি ভর্তি।

নিকসন সারা দুনিয়াতে আমেরিকার স্থল-জল-আকাশ বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। যে কোন সময় যুদ্ধে নামতে হতে পারে।

মার্কিন সচিব কিসিংগার বলেছেন, আমরা শান্তিরক্ষার জন্য কঠিন অবস্থার মধ্যেও সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছি। (We are attempting to preserve the peace in very difficult circumstances.) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুমান করে গুজব রটানো ভীষণ সর্বনাশ ডেকে আনে। সেজন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সবচেয়ে বড় খবর হল, তেল দেওয়া হবে ইস্রায়েলের মিত্রদের। মাসে শতকরা পাঁচভাগ করে কম তেল দিতে দিতে বিশ মাসে তেলের পরিমাণ শূন্যে দাঁড় করাবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যতদিন

ইস্রায়েল অধিকৃত আরব অঞ্চল পরিত্যাগ না করছে এবং যতদিন প্যালেস্টানীদের ন্যায় সম্মত অধিকার স্বীকার না করা হবে।

ফইম কাগজগুলো মুড়ে রেখে গম্ভীর হয়ে বসল।

কি ভাবছ ফইম ?

ভাবছি। আরব জগতে যে অর্থের বন্যা বয়ে চলেছে তার মূলে আছে তেল। তেল না দিলে এই অর্থের জোয়ারে ভাটা পড়বে।

মোটেই নয়। ইস্রায়েলের মিত্রদেশ বাদেও অন্য দেশগুলো তেল কিনবে। হয়ত সিঙ্গাপুর ঘুরে তেল যাবে আমেরিকায়। সেটা চিন্তার বিষয়ই নয়।

তা হলে আরেকটি চিন্তার বিষয় আছে। আমেরিকা হয়ত চেষ্টা করবে তেলের খনিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেবার।

সেটা হতে পারে। তবে তেলের খনি তো শুধুমাত্র একটি দুটি নয়। বহু খনিতে এক সঙ্গে আগুন দেওয়া অসম্ভব।

আরও একটি সম্ভাবনা আছে। আমেরিকা জোর করে সৈন্য নামিয়ে তেল আদায় করতে পারে। আমেরিকার মত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কোন আরব রাষ্ট্রের নেই। যে যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দু একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল তা ছড়িয়ে পড়বে। এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরবে গোটা এশিয়া।

তাও হয়ত করবে না। আমেরিকার প্রয়োজন মেটাতে ইরাণ প্রস্তুত। উপরন্তু আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই কিছু কিছু তেল পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমদানী করে প্রয়োজন মেটাবে। বৃটেনে এবং জাপানে তো তেল সরবরাহ করবে আরবদেশসমূহ। সেখান থেকে পরিশ্রুত তেল নেবে আমেরিকা।

ঠিক বুঝতে পারছি না। বৃটেনে ও জাপানেও কম তেল সরবরাহ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আরবরা জানে এইসব দেশ থেকে আমেরিকা তেল নিতে পারে সেজন্য তারা অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

ব্যগ্র। এতে আমেরিকার ওপর আরব ইহুদী সমস্যা সমাধানের চাপ সৃষ্টি সহজ হবে।

আমার মনে হয় এই ব্যবস্থায় আমেরিকাকে ঠিক কাবু করা সহজ হবে না। তবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো হয়ত বিপন্ন হবে। তা হোক! ওসব আমাদের চিন্তার বিষয় নয়।

আমি সেজন্যই দুটো জিনিস ভাবছি। একটা হল তেলের খনিগুলো নষ্ট করার চেষ্টা। অপরটি হল জোর করে তেল আদায় করা। এদিকেই আমাদের নজর দিতে হবে। অগ্রিম সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারলে অসুবিধা হবে ভবিষ্যতে।

শ্রীমতী জোস বলল, তা হলে আমাদের বেহরুত পরিত্যাগ করে মক্কা অথবা জেড্ডায় গিয়ে বাস করতে হবে। তেলের রাজা হল সৌদী আরব। তার ওপরই হামলা হবার বেশি আশঙ্কা।

ঠিক বলেছ। আমাদের পক্ষে বেইরুত পরিত্যাগ করা উচিত হবে কিনা সেটাও বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে কিছু স্থির করার আগে আমাদের কায়রো যাওয়া উচিত। সেখানকার নির্দেশ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অগ্রিম কোন কাজ নিজেদের না করাই উচিত মনে করি।

তাও ঠিক। তা হলে দু একদিনের মধ্যেই কায়রো যাবার ব্যবস্থা কর।

অবশ্যই ব্যবস্থা করব। একবার মিশরীয় কন্সাল অফিসে সাক্ষাৎ করাও প্রয়োজন। চল সেখানে যাই।

কন্সাল অফিস থেকে বের হয়ে ফইম সাইদাকে আনতে গেল শ্রীমতী জোসের বাড়িতে।

আবার কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধের আগে ক্ষমতামত ভূমি দখল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কাগজে কলমে যুদ্ধ বন্ধ হলেও মাঝে মাঝে একে অপরের অধিকৃত অঞ্চলের ওপর

হামলা করতে ক্রুটি করছে না। বহুকাল পরে মিশরীয় বাহিনী সুয়েজের পূর্বতীরে মিশরের পতাকা উত্তোলন করেছে। সেই গৌরব এবং আত্মতৃপ্তি তাদের আরও উৎসাহিত করেছে।

ইস্রায়েলীরাও সুয়েজ পেরিয়ে এসে বেশি উৎসাহিত। তারাও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না।

তাই মাঝে মাঝেই কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

যতই গোলা ফাটছে ততই অবস্থা জটিল হচ্ছে। রাশিয়া ও আমেরিকাকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে হচ্ছে। শেষ সামলানো যাবে তো!

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও পর্যবেক্ষকরা ধীরে ধীরে এসে পৌঁছেচ্ছে সুয়েজের দুই কিনারায়।

অবরুদ্ধ সুয়েজ শহরে সরবরাহ পাঠানো নিয়ে সমস্যা। ইস্রায়েল কিছুতেই রাজি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বন্দী বিনিময়ের প্রশ্ন।

মিশরের সমস্যাই তো সব কিছু নয়।

সিরিয়ার সমস্যাও রয়েছে। গোলান থেকে ইস্রায়েলী সৈন্যরা নীচে নেমে এসেছে। তাদের হটে যেতে হবে। জর্ডান ও সৌদী আরব সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে। তাদেরও অনেক দাবী আছে। ইরাক প্রথম থেকেই লড়াই করছে, তারও বক্তব্য আছে।

কদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধে নিজেদের সমর্থিত পক্ষদ্বয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছিল। ইস্রায়েলের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত। অপর পক্ষে ইস্রায়েলের হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত করার জন্য রাশিয়াও সব রকমের সাহায্য দেওয়ার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ত্বরিত হচ্ছিল। এমন সময় উভয়পক্ষই টেবিলে বসেছে সমস্যা সমাধান করতে। বন্দুক নয়, আলোচনা।

মোসে দায়ান গোপনে আমেরিকা গিয়েছিল।

প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে হুঁশিয়ার করেছে আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা।

এই সবেরই ফলশ্রুতি যুদ্ধ বন্ধ, cease fire কিন্তু cease fire তো সমস্যা সমাধান করে না, সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ। এবার আরম্ভ হয়েছে সমাধানের পথ খোলার চেষ্টা।

রাষ্ট্র সংঘের পর্যবেক্ষকরা খুবই ব্যস্ত।

সামরিক বিশেষজ্ঞরা হিসেব করতে বসেছে কোন পক্ষের হাতে কি ধরণের অস্ত্র আছে।

মিশরের মিসাইল অস্ত্রের নাম জাকির (বিজয়ী) এবং কাহির (বিজেতা)। এর ক্ষমতা প্রায় চারিশত মাইল দূরে গিয়ে ক্ষতি সাধন করা। এই অস্ত্র মিশর থেকে প্রয়োগ করলে তেল আবিবকে ধ্বংস করতে পারে। আরেক শ্রেণীর মিসাইল আছে মিশরের। এর নাম, বায়িদ (অগ্রগণ্য)। এর গতিপথ সাড়ে চারশ মাইল। এই রকেট কোন নিরাপদ স্থান থেকে ছুড়তে কোন অসুবিধা নেই। মিশর আরও দুই ধরণের অধিক শক্তিশালী রকেট তৈরী করছে। তাদের নাম জাহির ও কাল্‌ব।

ইস্রায়েলের মিসাইল হল জেরিকো। গতিপথ তিনশত মাইল।

অনুমান করা যাচ্ছে ইস্রায়েল ক্ষুদ্র আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে। যে শ্রেণীর আণবিক বোমা হিরোশিমাতে ব্যবহার করা হয়েছিল এই বোমা তার চেয়ে শক্তিশালী নয়।

ফরাসী বৈমানিক ও ইনজিনিয়ারদের সহায়তায় ইস্রায়েল এই সব অস্ত্র তৈরী করেছে।

বিমানবহর ছিল ইস্রায়েলের অধিক শক্তিশালী কিন্তু রাশিয়ার SAM-এর আঘাতে ইস্রায়েল বহু বিমান ও দক্ষ বৈমানিকদের হারিয়েছে। ইস্রায়েলের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হল SAM, উপরন্তু রাশিয়াতে প্রস্তুত কেল্ট, কেনেন প্রভৃতি অস্ত্র ইস্রায়েলকে পেছনে হটিয়ে দিয়েছে সম্মুখ সমরে। ইস্রায়েল অতর্কিতে সুয়েজ

শহর অবরোধ করেছে। এই অবরোধ মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় সম্মুখ সময়ের তুলনায়।

সাদাত যে হুমকি দিয়েছেন, কায়রো থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করে ইস্রায়েল ধ্বংস করার উপযুক্ত অস্ত্র তার আছে। ইস্রায়েল যদি সংযত না হয় তা হলে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে। এটা বাহুল্য কথা নয়। মিশরের গুদামে এরূপ.অস্ত্র যথেষ্ট মজুত আছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞদের এই হিসাব রাষ্ট্র সংঘে পৌঁছল। সবাই সচেষ্ট হল ত্বরিত সমস্যা সমাধানের।

অবরুদ্ধ সুয়েজ শহরে সরবরাহ বজায় রাখতে রাজি হল ইস্রায়েল। অস্ত্র নয়, খাবার এবং ঔষধ যাবে অবরুদ্ধ সামরিক ও অসামরিক অধিবাসীদের জন্য।

আরব রাষ্ট্রে মতদ্বৈধতা দেখা দিল।

মিশর ইস্রায়েলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজি। সিরিয়া রাজি নয়, ইরাক ঘোরতর বিরোধী।

সাদাত ছুটলেন আরবপ্রধানদের কাছে।

রাশিয়া চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

আমেরিকাও চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

উভয়পক্ষ সমঝোতায় বসতে রাজি।

ইস্রায়েলের সঙ্গে আলোচনায় বসার রাজনৈতিক অর্থ হল ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করা। এতকাল ইস্রায়েলকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে কোন আরব রাষ্ট্রই রাজি ছিল না। তবুও মীমাংসা করার এই একটি পথই উন্মুক্ত। উভয় পক্ষ একসঙ্গে বসে সৈন্যাপসারণ থেকে আরম্ভ করে সীমান্ত নির্ধারণ করতে হবে।

রাশিয়া আর আমেরিকাই ফয়সলা করল সাময়িকভাবে।

ইস্রায়েল সরিয়ে নেবে তার সৈন্য সুয়েজ খালের পূর্বতীর থেকে। মিশর সরিয়ে নেবে তার সৈন্য বার বারলভ লাইন থেকে। সুয়েজের উভয় তীরের দশ মাইলের মধ্যে কোন পক্ষেরই সৈন্য থাকবে না।

খালকে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই চুক্তি হল ইস্রায়েলের অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে যাবার ভূমিকা। চুক্তিতে স্বাক্ষর করল মিশরের প্রধান সেনাপতি এবং ইস্রায়েল প্রধান সেনাপতি।

সাময়িকভাবে হানাহানি থামল কিন্তু যে সমস্যা এই রক্তপাতের কারণ সেই সমস্যা মিটল কি? মিশর একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সেই ব্যবস্থা অন্যান্য আরবরাষ্ট্র স্বীকার করবে কি?

সিরিয়া তার গোলান হাইট থেকে ইস্রায়েলীদের বিতাড়ণ চায়, জর্ডান চায় জেরুজালেমের দ্বারদেশ পর্যন্ত তার অধিকার, ইরাক সিরিয়া-জর্ডনের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এইভাবে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরাক মোটেই রাজি নয়। কুয়ায়েত আর সৌদী আরব তাদের তাসের শেষ দানটি মারার অপেক্ষায় রয়েছে আরব-ইহুদী সমস্যা মেটাতে, লিবিয়া, টিউনিসিয়া মোটেই খুশী নয় মিশরের এই একতরফা ব্যবস্থা গ্রহণে।

সমস্যার সমাধান তো হল না এইভাবে। বরং আরও জট পাকিয়ে গেল। এই জট খুলতে স্বয়ং সাদাত ঘুরতে থাকেন আরব রাষ্ট্রসমূহে। রাজনৈতিক লাভ হল রাশিয়ার। যুদ্ধক্ষেত্রে লাভবান হল আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের আগ্নেয়গিরির লাভার স্রোত সাময়িক মন্থর বা ধীরগতি হলেও আগ্নেয়গিরির উদগীরণ তখনও বন্ধ হয় নি।

সিরিয়া ইস্রায়েলের সঙ্গে কোনরূপ মীমাংসায় পৌঁছবার আগে চায় তার গোলান উপত্যকা থেকে ইহুদীদের বিদায়। সেদিকে নজর কেউ হয়ত দেয় নি। মিশরকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তখন ব্যস্ত। ছোট্ট সিরিয়া এবং জর্ডানের কথা অনেকেই যেন ভুলে গেল।

আবার কামান গর্জে উঠল সিরিয়ার সীমান্তে। সিরিয়া আবার ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়ে ইস্রায়েলীদের ঘাঁটিতে আক্রমণ আরম্ভ করল। ইস্রায়েলও প্রত্যাঘাত করতে বিলম্ব করে নি। তবে কোন পক্ষই এগিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করে নি। সবাই নিজের নিজের ঘাঁটি থেকেই আক্রমণ পরিচালনা করছে দূরপাল্লার কামান দেগে।

ফইম আজকাল কেমন মনমরা। তেমন উৎসাহ যেন আর নেই। বেইরুত থেকে মাঝে মাঝে দামাস্কাস যাতায়াত করছে। সেখান থেকে রিয়াদেও গেছে সৌদী আরবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে।

মোসে দায়ানের একটা বক্তৃতার প্রতি তার নজর পড়তেই চমকে উঠল ফইম। ইস্রায়েলী পার্লামেণ্টে দায়ান যা বলেছে তার অর্থ হল সিনাই বিভাগ। ইস্রায়েল সরকার সম্পূর্ণভাবে সিনাই পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। ইস্রায়েল তার সীমানা নিরাপদ রাখতে সিনাইয়ের কিছুটা অংশ, বিশেষ করে পাহাড়ী গিরিপথ এবং নবনির্মিত পথঘাটের কিছুটা নিজেদের অধিকারে রাখতে চায়, বাকিটা তারা মিশরকে ফিরিয়ে দিতে চায়।

ফইম যেন অঙ্কের ধাঁধায় পড়ল। লাভলোকসানের খতিয়ান দেখতে পেল। মিশর হারিয়েছে প্রচুর, ফেরৎ যা পাবে তা অতি সামান্য। একমাত্র যদি সুয়েজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে তাহলে হয়ত তার আর্থিক সুবিধা কিছু হতে পারে আর সবটাই মিশরের ডেবিট ব্যালান্স। সিনাইকে বিভক্ত করে মিশরকে ফিরিয়ে দিলে তাতে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। মিশর যেটুকু পাবে সেটা য়্যাসেট নয় লাইবেলিটি। শুধু তাই নয়, মিশর-ইস্রায়েল লড়াইয়ের ভবিষ্যত পথ এই ভাবে মুক্ত করে রাখতে চায় ইস্রায়েলীরা।

সাদাত কি এটা স্বীকার করবেন?

ফইম অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছে, কোন স্থির বিশ্বাসে পৌঁছতে পারে নি। সাইদা বলেছে, অসম্ভব। সাদাত এটা যদি স্বীকার করে নেন তা হলে মিশরের মানুষ তাকে কখন ক্ষমা করবে না। এটা মিশরের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

ফইম তর্ক করেছে। ফইম বলেছে, সাদাতের নিজস্ব সত্ত্বা যেমন নেই তেমনি সত্ত্বাহীন হয়েছে ইস্রায়েল। রাশিয়া আর

আমেরিকা যেদিকে অঙ্গুলি হেলন করবে সেদিকেই তাদের যেতে হবে।

সাইদা বিরক্তির সঙ্গে বলেছে, তোমার কাজ সংবাদ সংগ্রহ করা; সংবাদ নিয়ে সমালোচনা করা হল রাজনীতি। রাজনীতি তোমার এক্তিয়ারের বাইরে, সেটা কি জান না!

মাথা চুলকে ফইম বলল, রাজনীতিকে রক্ষা করতেই তো আমাদের নিযুক্ত করেছে। রাজনীতি বাদ দিয়ে কি আজ কোন কাজ করা সম্ভব। এই সমালোচনা করতে হয়। রাজনীতিটা হল বাঁচার একমাত্র পথ। সে পথ পরিত্যাগ করলে আর রইল কি!

সাইদা বলল, ওসব আমার ভাল লাগে না।

সব সহ্য করতে হয় সুন্দরী। তাকিয়ে দেখ কোথাও শান্তি নেই। অশান্তির মাঝেই আমাদের বেঁচে চলতে হয়। সেই চেষ্টাই করছি।

যুদ্ধ তো বন্ধ হয়েছে, এবার বিশ্রাম কর।

আমাদের বিশ্রাম নেই। যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে সাময়িক। দেখতে তো পাচ্ছ সিরিয়া যুদ্ধ বন্ধের দলিলকে স্বীকার করেনি। তারা কামান দাগছে, লড়াই চলছে কোথাও কোথাও। মিশরের চুক্তি মানতে তারা রাজি নয়। সিরিয়া মিশরকে বাদ দিয়ে তেল উৎপাদনকারী সকল আরব দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছে আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ করতে। আলজিয়ার্স, ইরাক, সৌদী, আরব কুয়ায়েত এই আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

তেল বন্ধ হলে পৃথিবীর সর্বত্রই হাহাকার দেখা দেবে।

ইতিমধ্যে হাহাকার দেখা দিয়েছে। জাপান, ভারত তো বেশি নাকানিচুবানি খাচ্ছে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কোন অসুবিধা নেই। রাশিয়ার প্রচুর তেল, তার সব প্রয়োজন মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ আছে। পৃথিবীর সব দেশই তেল পাবে, তবে তার মূল্য দিতে হবে প্রচুর, যার ফলে এইসব দেশ আর বন্দুক উঁচু করে তেড়ে আসতে পারবে না। আমি দেখছি, যুদ্ধ বন্ধ হয়নি,

আরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ইঙ্গিত রয়েছে এই যুদ্ধবিরতিতে। আমি একবার বাইরে বের হচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে। চিন্তা করনা যেন।

অর্থাৎ আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না। বিশ্রাম তুমি করবে না।

খবর শুনেছ. আনোয়ার সাদাত ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন?

কাকে ক্ষমা করলেন উনি?

প্রথমজন হল বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ যার দুর্নীতিতে সাতষট্টি সালে আমাদের অবমাননাকর পরাজয় হয়েছিল, দ্বিতীয় জন হল সেই মহাজন যিনি নাসেরকে গদীচ্যুত করার চক্রান্ত করেছিলেন, তৃতীয় জন হল ফইজী। ফইজী ছিলেন সাদাতের প্রতিদ্বন্দ্বী। সাদাত যাতে প্রেসিডেণ্ট হতে না পারে তার জন্য ফইজী চক্রান্ত করেছিলেন। এই তিনজনকে মুক্তি দিয়েছেন সাদাত। কেন দিলেন সে বিষয়ে আমরা কেউ কিছু জানিনা। সংবাদটা সংগ্রহ করতে হবে। তবে দুঃখের কথা হল মেজর জেনারেল পয়াটিয়ের আত্মহত্যা। বিচারে তার শাস্তি হলেও আজ হয়ত সে মুক্তি পেত। বাতাস যেন বদলাচ্ছে। তাই বাতাস গরম অথবা ঠাণ্ডা সেটা জানতে বের হব মনে করেছি।

সরাই হাফিজীতে সেদিন নাচের আসর ভালই জমেছে। এই আসরে এসেছে লেবাননের ধনবান কৃশ্চান ও মুসলমান সম্প্রদায়। বিদেশী সাংবাদিক যারা ভীড় করেছিল কিছুকাল আগে তারা আর নেই। আর নেই রেনি। কার্যসিদ্ধি করে রেনি আত্মগোপণ করেছে। কিন্তু আজকের আসরে আল জাদিদ পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার মিস্টার কে উপস্থিত। রোজি কারমাণ্ড এই সুযোগ নষ্ট করেনি। সে-ও হাজির হয়ে টেবিল মাতিয়ে রেখেছে।

ফইম হাঁটতে হাঁটতে সরাই হাফিজীয় এসে দাড়াল; একবার

মনে করল ভেতরে প্রবেশ করবে আবার পিছিয়ে গেল। সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ইসারায় ডাকল।

কোথায় যাবেন সাহেব?

ক্যাম্পে। বার নম্বর রিফিউজী ক্যাম্পে।

বলেই কইম উঠে বসল ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিও দ্রুত ছুটে গেল ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল। সেই আলোর নিশানা ধরেই ট্যাক্সি ছুটছে। এসে দাঁড়াল ক্যাম্প থেকে কয়েক ফার্লং দূরে। কইম ট্যাক্সি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলল ক্যাম্পের দিকে।

আলতুস আছে কি ক্যাম্পে? জিজ্ঞেস করল প্রথম ক্যাম্পের একজন অধিবাসীকে।

আছে শুনেছি। আপনি এগিয়ে দেখুন। রাতের বেলায় আলতুস আজকাল বাইরে যায় না। রুগীদের পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। না খেয়ে খেয়ে লোকগুলো শুকিয়ে মরছে। আমিও মরণাপন্ন। আলতুস আমাদের দেখা শোনা করছে।

কইম আর কোন কথা না বলে আলতুসের খোঁজে এগিয়ে গেল। চেনা জায়গা। খুঁজতে কষ্ট পেতে হল না।

তাহলে তুমি ক্যাম্পে আছ?

কদিন ছিলাম না। আজ সকালেই এসেছি। যুদ্ধবিরতি নিয়ে আমাদের একটা ঘরোয়া মিটিং ছিল লাটাকিয়াতে। সেখান থেকে এসেছি।

কি স্থির হল সেই মিটিং-এ?

মোটামুটি আমরা স্থির করেছি, যুদ্ধবিরতির সর্ত আমরা মানব না।

অন্য কোন ব্যবস্থা তোমরা নেবে কি?

আমরা আরব-ইহুদী শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে রাজি নই। আমরা কোন ভাবেই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব না।

ফইম চিন্তিতভাবে বলল, কেন? সবাই যখন শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছে তখন তোমাদেরই বা আপত্তি কেন?

সবাই বলতে একমাত্র মিশরই অগ্রণী। প্যালেস্টানী শান্তিবোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের সংগ্রাম একটি গণতান্ত্রিক প্যালেস্টানী রাষ্ট্রের জন্য. সেই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তুমি তো জান ফইম সাহেব, আমাদের মাননায় নেতা আরাফৎ গিয়েছিলেন মস্কোতে। আমাদের দাবী স্বীকার করেছে মস্কোর নেতারা। কিভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে সেটাই স্থির করতে হবে। তার জন্য শীঘ্রই শীর্ষ নেতাদের সম্মেলন বসবে।

ফইম গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিল। আলতুস হঠাৎ ধরা ধরা গলায় বলল, তোমরা তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ আমাদের কি অসহনীয় দুর্দশার মাঝে দিন কাটাতে হচ্ছে। মানুষ আর পশুতে খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? শহরের বাজার এলাকায় ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ দেহ যেসব স্যাম্পেল দেখতে পাও তারা নৈরাশ্যের বেদনায় সদাসদ বিচার বিবেচনা ভুলে জন্তুর জীবন যাপন করছে শুধুমাত্র বাঁচার আশায়। অথচ এদেরও ঘর ছিল, সংসার ছিল, শান্তির আবাস ছিল। ফইম সাহেব, যারা আমাদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের কখনই আমরা ক্ষমা করতে পারি না। আমরা আমাদের গত রাজ্য ফিরে পেতে চাই। তার জন্য বুকের রক্ত দিতে কোন সময়ই কার্পণ্য করব না। ক্ষমা ওদের করতে পারি না, পারব না।

ফইম বলল, এবার সমস্যা সমাধান হবে বলেই আমরা আশা করছি।

আলতুস হাসতে হাসতে বলল, মার্কিন-সোভিয়েত যৌথ উদ্যম যদি না থাকে তবে সাতষট্টি সালের প্রস্তাব কার্যকর করা অসম্ভব। এবারও এই পুরাণো প্রস্তাবকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সেবারও যেমন ইস্রায়েল রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে, এবারও তাই

করবে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, নেপথ্যে মার্কিন-সোভিয়েতের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছে তা মানতে চাচ্ছে না আমেরিকা। এর ফলে মার্কিনীদের প্রতিশ্রুতির ওপর গভীর অবিশ্বাস জন্মাচ্ছে রাশিয়ার।

পরবর্তী খবর শুনেছ কি? ইস্রায়েল যুদ্ধ বিরতির চুক্তি মেনে নিয়েও লড়াই চালাচ্ছে। লড়াই বন্ধ করতে সোভিয়েত ইস্রায়েলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বলেছে, রাষ্ট্র সংঘের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের আড়ালে মিশর ও সিরিয়ার ওপর যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আলতুস বলল, যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের পর মিশর যেমন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য গতি শ্লথ করেছে অমনি সেই সুযোগে ইস্রায়েল বহু স্থান নতুন করে দখল করেছে। যাই তোমার বক্তব্য হোক ফইম সাহেব, এই যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আরব দুনিয়ার ঐক্যে ফাটল ধরতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়জলকে কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। তুমি তো জান, রাজতন্ত্রীরা চিরকাল রক্ষণশীল এবং সমাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। এমন কি স্বাকৃত গণতন্ত্রেরও ধার ধারে না বাদশাহ ফয়জল। অর্থের লোভে ফয়জল আরব দুনিয়াকে যে কোন সময় পেছন থেকে আঘাত করতে পারে। আবার সিরিয়াও কখনও স্বীকার করবে না অমর্যাদাকর যুদ্ধ বিরতির সর্ত। তার প্রমাণ তো পেয়েইছো।

তোমরা কি চাও? এসব তো রাজা বাদশাহের কাহিনী!

তোমাকে তো বলেইছি, আমরা এই শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব না। আমরা আগের মতই চরমপন্থাকে মেনে চলব। আমরা সিরিয়ার গাদাফি নই। তর্জনগর্জন আমাদের কাজ নয়। আমরা নীরবে কাজ করছি ও করব। গাদাফির মত হুঙ্কার দিয়ে ইস্রায়েলীদের মুণ্ডুপাত করতে চাই না, আবার কাজের সময় মুখ ফিরিয়েও থাকতে পারব না। আমাদের কাম্য হল আপোষহীন

সংগ্রাম করে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতন্ত্রী।

তোমরা এই যুদ্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারনি কেন ?

আমাদের যা শক্তি তা দিয়ে মুখোমুখী যুদ্ধ করা বাতুলতা। আমাদের গেরিলা পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেজন্য গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা তোমরা দেখতে না পেলেও আমরা ইস্রায়েলীদের বিশ্রাম দেব না। আঘাতের পর আঘাত করে শত্রুকে দুর্বল করে তুলতে চাই। শত্রু দুর্বল হলেই আমাদের কার্যসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হবে। এবং এইভাবে আঘাত হানতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প।

ফইম মৃদু স্বরে বলল, তাহলে ইস্রায়েল সীমান্তে সংঘর্ষ চলতে থাকবে।

অবশ্যই। পরস্ব অপহরণকারীদের সঙ্গে আমাদের কোন আপোষ হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির লড়াই চলবে।

ফইম সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল আলতুসকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে সিগারেট টানতে টানতে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল ফইম। কোথা থেকে ক্রন্দনের শব্দ ভেসে আসতেই আলতুস চমকে উঠল। নিজের মনেই বলল, আহা রে !

ফইমের ঝিমুনি কেটে গেছে কাঁদার শব্দ শুনে।

জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে আলতুস ?

কেউ মারা গেছে। না-খেয়ে শীর্ণকায় মানুষগুলো এখনও যে বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য। তবুও ওদের কথা ভাবলেই আপনা থেকে 'আহা রে' শব্দ বেরিয়ে আসে। আমি স্থির জানি, মৃত্যুই ওদের প্রাপ্য এবং শান্তিলাভের একমাত্র পথ।

চল দেখে আসি।

কি দেখবে? ইয়াসিনের ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বেচারা ইয়াসিন ছিল হাইফার একজন বনেদী লোক। অবস্থা ছিল মোটামুটি। পালিয়ে আসার সময় ইয়াসিনের একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। দুটো ছেলেই গেরিলা বাহিনীতে নাম লিখিয়ে ছিল। আর দুটো মেয়ের একটি হোমস শহরে লজ্জাজনক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। ক্যাম্পের ভিক্ষাতে পেট ভরে না। রুজিরুটি সংগ্রহের কোন সামর্থ্য নেই। আবার ছোট মেয়েটাও বোধহয় বাবা-মায়ের দুঃখ বুঝেছে। সেও গেছে লড়াইয়ের কাজে। বুড়ো-বুড়ী কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের প্রয়োজনায় আহার্য পেত না। শীতের সময় আগুন জ্বেলে রাত কাটাতো। আগুন জ্বালানো তো কম ব্যয় বহুল নয়। তবুও বেঁচেছিল এতকাল, আশায় আশায় দিন গুনছিল। কবে প্যালেস্টাইন ফিরে যাবে সেই চিন্তাই করত। বুড়ো বলত, একটু দুধ খেতে পেলে আরও কিছুকাল বাঁচতাম। রোজ দুধ জোগান দেওয়া তো সম্ভব নয় তবুও আমি মিল্ক পাউডার সংগ্রহ করে দিতাম মাসে মাসে। তবুও বুড়োটা বাঁচল না। চল দেখে আসবে। আমি কেনবা সহ্য করতে পারি না।

দুজনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ইয়াসিনের তাঁবুর দিকে।

আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে চারিদিক। সাদা ও কালো পলিথিনের কাপড়ঢাকা তাঁবুগুলো দেখতে বেশ মনোরম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কতকগুলো সাদা কালো রং-এর বতক যেন ডানা মেলে বসে আছে। ফহিম অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে চলছিল আলতুসের পেছন পেছন। এদিকে ওদিকে বালির আঙ্গিনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেলা করছে। কোথাও বা ঘুমিয়ে রয়েছে কোন কোন শিশু বালির গাদায়। ওদের জনক-জননী তখন হয়ত কাজে ব্যস্ত, অথবা এই জীবনটার সঙ্গে এমনভাবে ওরা অভ্যস্ত যার জন্য এই অবস্থাকে মেনে নিতে কোন অসুবিধা বোধ করছে না।

আলতুস মৃদুস্বরে বলল, দেখছ? এই হল উদ্বাস্তুদের জীবন। মানব সন্তান বলে এদের চেনা যাবে না ভবিষ্যতে।

ফইম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আলতুস আবার বলল, এই অসহ্য জীবনের শেষ দেখতে চাই। ইহুদীদের সঙ্গে আপোষ নেই। ওদের আমরা ক্ষমা করতে পারি না তোমরা ইহুদীদের যদি বিশ্বাস কর তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হবে না। দেখতেই তো পাচ্ছ, যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ সত্ত্বেও ইহুদীরা লড়াই থামায় নি। মিশর কামান দাগা বন্ধ করেছে, সুযোগ বুঝে ইহুদীরা সুয়েজ শহর অবরোধ করেছে। এই যাদের চরিত্র তাদের কাছে মহানুভবতা কিছু আশা করতে পার কি?

কথা বলতে বলতে ইয়াসিনের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে বেশ ভীড় জমেছে। ফইম সমবেত দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। কারও চোখে মুখে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। অতি স্বাভাবিক এই ঘটনা। মৃত্যুর সংবাদে কেউ যেন উদ্বিগ্ন নয়। উদ্বাস্তুদের প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা।

অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা। আলতুসের সঙ্গে এর আগেও কয়েক বার ঘুরে ঘুরে দেখেছে তাঁবুর অধিবাসীদের, গভীরভাবে অনুধাবন করেছে এদের জীবন যাত্রা। ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দিতে জননী একমাত্র আহার্য স্থির করেছে লগুড়াঘাত, কখনও পোড়া রুটি হাতে নিয়ে শাসানিতে শিশুর ক্রন্দন রোধ করতে চেষ্টা করেছে হতভাগিনী জননী। প্রেতাত্মার মত ওরা ঘুরে বেড়ায়, মাটিতে গড়ায় কঙ্কালসার মানুষের দল।

ইয়াসিনের মৃতদেহ ঢাকার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ছেঁড়া তাঁবুর একটা টুকরো কাপড়। মৃতদেহ শোয়ানো হয়েছে খেজুর পাতার ছেঁড়া চাটাইয়ে। ইয়াসিনের বৃদ্ধা স্ত্রী চুপটি করে বসে আছে তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে। তার চোখে জল নেই, বোধহয় সে বুঝতে পারেনি তার সারাজীবনের সঙ্গী কিভাবে হারিয়ে গেল চির দিনের মত।

আস্তে আলতুসের জোব্বা ধরে টানল।

চল, আর দেখতে পারছি না।

আলতুসের হাত ধরে ফইম অনেকটা দূরে খোলা আকাশের তলায় গিয়ে বসল। কারও মুখে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কি ভাবছ ফইম সাহেব ?

ভাবছি, এরপর কি। লিবিয়া মার্কিন তেল কোম্পানীগুলো দখল করেছে। ইরাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তেল সরবরাহ কমানো হয়েছে, তেলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদিয়ে কি সমস্যা সমাধান হবে ?

দানবকে দানবীয় ভাবেই প্রতিরোধ করতে হয় ফইম সাহেব।

সে সামর্থ্য কি আছে আরবদেশ সমূহের।

আগে ছিল না। এখন আছে। এবার মিশরের বিমান বহর অটুট আছে। ইস্রায়েলের বিমানশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমেরিকা তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করছে ঠিকই, রাশিয়াও বসে নেই। জার্মান প্রত্যাগত ইস্রায়েলীরা যুদ্ধে হিটলারী কায়দা কৌশল প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত। শত্রুর সৈন্য সমাবেশের দুর্ব্বল দু একটি স্থানে ঢুকিয়ে দেয় শক্ত কীলক। তার পেছনে ছোটে সাঁজোয়া বহর, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা। এতকাল এই কৌশল প্রয়োগ করে এসেছে। এবার ওরা ফাঁদে পড়েছে। মিশরও এবার যুদ্ধের কায়দা বদল করেছে। আমন্ত্রণ জানিয়ে ইহুদীদের জালে ফেলেছে মিশর। এই সুযোগে যদি ইস্রায়েলকে ঘায়েল করা না যায় তা হলে ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আর আসবে কিনা সন্দেহ। তবুও কিছু হল না ফইম। মিশর বোধহয় ভয় পেয়েছে।

ফইম বলল, ভয় নয়। ভয় কাটিয়ে উঠেছে মিশর। যুদ্ধ করে মিশর-সিরিয়া জানিয়ে দিয়েছে, স্থায়ী শান্তির জন্য ইহুদীদের

অধিকৃত এলাকা ছেড়ে যাওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। সারা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ এখন এইভাবেই সমস্যার সমাধান চায়।

কিন্তু সুয়েজখাল তো বন্ধ হয়েই রইল।

বন্ধ থাকবে না। রাষ্ট্র সংঘের তদারকীতে সুয়েজখাল উন্মুক্ত হবেই। ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের সৈন্য অপসারণ আরম্ভ হয়েছে। সুয়েজ খালের উভয় তীরের দশ মাইলের মধ্যে আর হানাহানি হবার সম্ভাবনা নেই।

সিরিয়া এই যুদ্ধ বিরতি স্বীকার করছে না। আমরা এই ব্যবস্থা মানতে রাজি নই। এই কে যায়? ওঃ। কোথায় যাচ্ছ? জ্বালানী আনতে। ইয়াসিনের সৎকার হয়েছে? হচ্ছে। তা ঠিকই বলেছ। বালির তলায় যে পরিমাণ মানুষের লাস চাপা পড়েছে তাতে ভবিষ্যত পৃথিবীতে আর খনিজ তৈলের অভাব হবে না। মানুষের দেহ থেকে নিঃসারিত তৈলজাত পদার্থই ভবিষ্যত পৃথিবীতে আলো জ্বালাবে। তারা আরবদের এই লাঞ্ছনা ও ত্যাগের কথা কখনও স্মরণও করবে না। জানো ফইম সাহেব, এই যে মেয়েটার সঙ্গে কথা বললাম, এই মেয়েটা বোধহয় তাঁবুর নগরে সব চেয়ে বুদ্ধিমতী নারী।

ফইম কোন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার শুধু বলল, হুঁ।

কিন্তু কি হবে ওর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে। বেনা বনে মুক্তো। কেউ ওকে চিনবে না, ওকে যথার্থ মর্যাদাও দেবে না। অথচ ওই মেয়েটা তাঁবু নগরীর শিশুদের বাঁচিয়ে রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে হৃদয়ের সব দরদ দিয়ে।

আলতুস বলতে বলতে থেমে গেল।

ফইম বলল, চল, এবার ফিরে যাব শহরে।

আলতুস উঠতে উঠতে বলল, এই তাঁবুর শহর বুঝি ভাল লাগে না?

খুব ভাল লাগছে। বেদনায় মানুষ কাঁদে, আনন্দেও কাঁদে। আমি কাঁদি ও কাঁদছি দুটোতেই। কান্নাটা আমার বড় ভাল লাগে

আলতুস। কাঁদার জন্যই মাঝে মাঝে ছুটে যাই রাতের সুন্দরী বেইরুত শহরের বিলাসবহুল অঞ্চলে, আবার ছুটে আসি অনাদৃত মানুষের এই শহরে। রূপ আলাদা, গঠন আলাদা, তবুও মনে হয় দুটোই যেন সুন্দর করেছে লেবাননকে। চরম দুর্নীতিপূর্ণ অনাচার ও চরম দারিদ্র যেন ঘোড়ার পায়ে পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সারা লেবাননে।

আলতুস মৃদু হেসে বলল, ফইম সাহেব, ভাবালু মানুষের স্থান নেই আজকের দুনিয়াতে। বাস্তবকে স্বীকার করে তার সঙ্গে কদম এগিয়ে দেওয়াই আজকার বড় ধর্ম।

হতাশভাবে ফইম বলল, হয়ত তাই। আরও জোরে পা ফেলল।

ফইম ফিরে এল শহরে।

রাত এগারটা বেজে গেছে। গরম কমেছে। সমুদ্রের বাতাস ভেসে আসছে। সেই বাতাসে শরীর বেশ শীতল হয়ে উঠছে।

ফইম ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে।

চমকে উঠল ফইম। হঠাৎ গুলীর শব্দ ও আর্তনাদ। তার মনে হল তার গা ঘেঁষে সাঁ করে একটা গুলী যেন ছুটে গিয়ে কোন পথিককে আঘাত করেছে। তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। কাউকে দেখতে পেল না। আর্তনাদটা যেন ভেসে আসছে সামনের গলিটা থেকে।

ফইম ভাবছিল এগিয়ে যাবে কি না।

আততায়ীর লক্ষ্যস্থল বুঝতে না পেরে বেশ শঙ্কিত হল মনে মনে। তার পরিচয় হয়ত কেউ জেনে তাকেই আঘাত করতে গুলী ছুড়েছে। তবুও সাহস করে এগিয়ে গেল গল্লির দিকে।

মোড়ের আলোটা কেমন জ্বল জ্বল করছে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পেল একটা লোক মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুড়ছে আর আর্তনাদ করছে।

গুলির শব্দ, মানুষের আর্তনাদ শুনেও সেখানে একটি লোকও

এগিয়ে আসেনি সাহায্য করতে। পাশের অট্টালিকা সমূহের জানালাগুলো ঈষৎ ফাঁক করে অধিবাসীরা চুপিসারে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ফইম সাহস করে দেওয়ালে পিঠ রেখে এগিয়ে গেল আহত ব্যক্তির দিকে। তার দিকে তাকিয়ে মনে হল অতি পরিচিত অথচ পরিচয়টা মনে পড়ছে না।

রাতের নগরী বেইরুতের এও একটা চিত্র।

গুপ্তহত্যার জন্য ঘাতকরা ওঁত পেতে বসে ছিল পুরাতন কোপের প্রতিশোধ নিতে অথবা ভাড়াটিয়া মানুষ দিয়ে খুন করিয়েছে প্রতিযোগীকে।

হাঁ, চিনতে পেরেছে ফইম।

আল জাদিদ পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার মিস্টার কে। আমেরিকার অর্থপুষ্ট এই ভাড়াটিয়া লোকটাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই যে গুলী করা হয়েছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তার প্রিয়বন্ধু আবিদকে হত্যা করেছিল শিনাতের ঘাতকরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে, আজ বোধহয় আরব স্বার্থবিরোধী এই পাপী সাংবাদিককে হত্যার জন্য আঘাত করেছে আরব সন্তানরা।

এসব ভাবনার কোন অবসর নেই।

ফইম এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে বলল, মিস্টার কে।

মিস্টার কে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে মুখে হাত দিল।

রক্তে তার জামা ভিজে গেছে। যদি তাকে কোন রকমে হাসপাতালে পাঠানো যায় তা হলে বোধহয় বাঁচতে পারে। ফইম বুঝল মিস্টার কে পিপাসার্ত কিন্তু জলের সন্ধান কোথায় পাবে। ফইম ছুটে গেল বড় রাস্তায়। চিৎকার করতে থাকে 'ট্যাক্সি, ট্যাক্সি'।

অত রাতে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ নয়। তবুও পেয়ে গেল একটা। মিস্টার কের দেহটা তুলে নিল ট্যাক্সিতে। ছুটল হাসপাতালে। কিন্তু মিস্টার কে বাঁচল না। হাসপাতালে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল, মিস্টার কে মারা গেছে।

ফইম পথে নামল।

হাঁটতে হাঁটতে আরব পল্লীতে ঢুকল। বাজার এলাকাটা যেমন নিস্তব্ধ। দু'একটা কফিখানায় আলো জ্বলছে। দু'একটাতে বেশ ভীড়। মেহনতী শ্রমিকরা রাতের বেলায় খাবার খুঁজতে আসে এই সব কফিখানায়। অনেক রাত অবধি খোলা থাকে এই সব কফিখানা। নতুন কোন ঘটনা নয়।

ফইম ঢুকে পড়ল একটা কফিখানায়। এরকম জায়গায় সে এর আগে কখনও আসেনি। হাত ঘড়িতে দেখল রাত একটা বেজে গেছে।

গরম কফি আর রুটি নিয়ে বসল। লক্ষ্য করল, খাওয়া শেষ করে অনেকেই দাম মিটিয়ে চলে যাচ্ছে, আবার অনেকেই ভেতরের দিকে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

ফইম খাওয়া শেষ করে দাম মিটিয়ে ভেতরের দিকে অগ্রসর হল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল দল বেঁধে সাত আটজন জুয়া খেলছে। ছকপাতা আছে টেবিলে। টেবিলের চার পাশে ভাড় করে জুয়াতে দান দিচ্ছে সবাই।

মনে মনে ভাবল, রাতের বেইরুতের এও একটা চিত্র।

উপরতলার মানুষরা শুধু দুর্নীতিতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। নীচের তলার মানুষদেরও পথ দেখিয়েছে। জুয়ার টেবিলে যারা ভীড় করেছে তারা কলকারখানার মজুর শ্রেণীর। সবাই বেশ মদ্যপান করে আত্মবিস্মৃত। দানের পর দান দিয়ে চলেছে, হারছে বেশি জিতছে কম। মদের নেশা আর জুয়ার নেশা যেন ওদের পাগল করে তুলেছে। উপরতলার পাপের শিকার।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল পথে।

একটা বস্তু দেখতে পায়নি সেখানে। সেটা হলে ষোলকলায় পূর্ণ হত।

আর প্রয়োজন নেই ওসব খুঁজে দেখার। বেইরুতে মেয়ে

কারবাররী অভাব নেই। হামেশাই চোখের সামনে সব ভেসে উঠে। যে কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নারীদের বেলেল্লাপনা।

কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল ফইম। রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিল। বলল, চল সমুদ্রের কিনারায়।

সমুদ্রের কিনারায় এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালির বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। চাঁদ ডুবছে। অন্ধকার নেমেছে। আকাশের তারাগুলো চক্-চক্ করছে। ফইম আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙ্গল জলের শব্দে।

ফইমের মনে হল সমুদ্রের কিনারায় কটা নৌকা এসে ভিড়ল। তাকিয়ে দেখল। হাঁ, ঠিক দুটো নৌকা এসে তীরে ভীড়ল। কয়েকজন লোক নামল জমিতে। চাপা গলায় তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

ফইম কান পেতে রইল তাদের কথা শুনতে।

লক্ষ্য করল ওরা বড় বড় বাক্স নামাচ্ছে নৌকা থেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বালির চড়ায় মোটরের শব্দ শোনা গেল। একটা লরী এসে দাঁড়াল সমুদ্রের কিনারায়। লোকগুলো তাড়াতাড়ি বাক্সগুলো লরীতে তুলে দিয়ে আবার গিয়ে উঠল নৌকাতে। লরীও ছুটে গেল শহরের দিকে।

ফইম চুপ করে শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

বুঝল সবই। তুরস্ক অথবা গ্রীস থেকে চোরাপথে মাল এসে নেমেছে। ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে মাল পাচার হয়ে গেল। রাতের নগরী বেইরুতের এও একটা ছবি।

ছবিগুলো নতুন নয়, অভিনব নয়, অতি পুরাতন। পাপের আর পাপীর রাজ্য হল বেইরুত। পৃথিবীর সর্বত্র ওলোটপালট

চলছে। বেইরুতের লাস্যময় জীবনে কোন ছেদ নেই, রুটিন বাঁধা জীবনে সবাই অভ্যস্ত। এও তারই নিদর্শন।

সকাল হতে আর বিলম্ব নেই।

ফইম তাকিয়ে দেখল নৌকাগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল জাহাজঘাটের দিকে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এবার শহরে ফিরবে।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই ফইম ফিরে এল বাড়িতে। দরজায় আওয়াজ করতেই পাশের জানলায় দেখা গেল সাইদার মুখ।

দরজা খুলে সাইদা জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কোথায় তা জানি না। বোধহয় গোটা শহর আর শহরতলীর সর্বত্র। তুমি ঘুমোওনি?

না। তোমার জন্য জেগে বসে আছি।

বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাইদা।

মেয়ে কি ঘুমোচ্ছে?

হাঁ। আজকাল ঘুমোতে চায় না। রাতের বেলায় তোমাকে খুঁজতে থাকে।

ফইম গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হুঁ।

কাপড় জামা ছাড়তে ছাড়তে ফইম বলল, আগামী কাল আমরা বাগদাদ যাব।

তুমি একা যাবে?

বললাম তো আমরা যাব। তোমাকে-মেয়েকে নিয়েই যাব।

হঠাৎ কোন কাজ পড়েছে বুঝি?

না আমি ক্লান্ত সাইদা। এই জীবন আর ভাল লাগছে না। মিশর-সিরিয়া-ইস্রায়েল লেবানন সর্বত্রই এক ছবি। একদল শোষক শোষণ করছে জনসাধারণকে, অবিচার, অত্যাচার আর লাঞ্ছনা যেন জমা হয়ে আছে সাধারণ মানুষের জন্য। অথচ এরা যুদ্ধ করছে, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা হল এদের অস্ত্র। যার ফলে মানুষের

কোন উপকার হচ্ছে না। মানুষ হয়েছে মানুষের বৈরী। মানবতাবোধ চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। কয়েকজন কায়েমী স্বার্থের বাহক নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে বঞ্চনা করছে। তাদের এই বঞ্চনার সৌধ একদিন ভেঙ্গে পড়বে সাইদা। তাই এদের কাছ থেকে দূরে যেতে চাই। আমার প্রয়োজন নেই বর্তমান বৃত্তির, আমার প্রয়োজন সেই বঞ্চনার ইতিহাসে নিজের নাম লেখাবার। তাই বাগদাদ গিয়ে বাস করব।

সাইদা চমকে উঠল ফইমের কথা শুনে।

মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, এই কি তোমার শেষ কথা?

শেষ তো কখনও হয় না। তবুও আজকের মত এটাই শেষ কথা। মধ্যপ্রাচ্যের এই শান্তি যথেষ্ট নয় সাইদা। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ যদি দুমুঠো খেতে না পায়, যদি শান্তিতে থাকতে না পারে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি কোন দিনই আসবে না। মানুষকে বাদ দিয়ে যারা ভূমির চিন্তা করে তারা শান্তি আনতে পারে না, পারবেও না।

ফোন বেজে উঠতেই ফইম ছুটে গিয়ে ফোন তুলে ধরল।

কি খবর? হাঁ। আল্ আরহাম পত্রিকার সম্পাদক হাইকেলকে বরখাস্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট সাদাত। কেন? নিকসন সম্বন্ধে মন্তব্য করা হল সম্পাদকের অপরাধ? আশ্চর্য। সাদাত কি এখনও মার্কিনের দয়া পেতে আগ্রহী। কি জানি। হয়ত তাই।

ফোন ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে ফইম বসে পড়ল চেয়ারে। তার মুখে কালো মেঘ।

সাইদা বুঝল সবই। কোন প্রশ্ন করল না। নীরবে লক্ষ্য করতে থাকে ফইমকে।

বাগদাদ বিমান ক্ষেত্রে এসে নামল ফইম।

নতুন তার পরিচয়। ফইম মহম্মদ আবদাল্লা নামটা লেখা হয়নি

তার পাশপোর্টে। লেখা হয়েছে এমিলাস বিন করিম। সাইদার নাম লেখা হয় জুলিয়া করিম। পরিচয় লেখা হয়েছে লেবাননী, পাশপোর্ট দিয়েছে লেবানন সরকার, পেশা চাকুরী।

ফইম সাইদার হাত ধরে লুনজে বসে পরিবহন বাসের অপেক্ষা করছে। অন্যান্য যাত্রীরাও অপেক্ষা করছে। দামাস্কাস যাবার যাত্রীরা এসে দাঁড়িয়েছে লুনজে।

একজন মহিলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ফইমের কাঁধে হাত রাখল।

কি খবর ফইম ?

চমকে উঠে ফইম আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। আরে তুমি! তা কোথায় চললে ?

যাব দামাস্কাস। তুমি এখানে।

আমার যাতায়াত সারা বিশ্বে। এটা তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু তুমি কি করতে বাগদাদে এসেছিলে ?

মতলব কিছু নেই। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছি। তাই বিশ্রামের আসায় এসেছি বাগদাদে। তবে বিশ্রাম আমার কপালে তো স্রষ্টা লেখেনি। তাই ভাবছি।

মহিলাটি হাসল। বলল, অভ্যাস তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ্রাম তুমি পাবে না। এখানে থাকবে কোথায়? বাসা ভাড়া করেছ ? ভাল কথা।

তুমি কোথায় যাবে জোহান ?

দামাস্কাস হয়ে তেহারানে যাব। যুদ্ধ ক্লান্ত আরবরা পারসিকদের সহায়তা পায়নি। পারস্য বোধহয় সর্বাধিক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। আমেরিকার তাঁবেদারী করছে, দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে অগ্রাহ্য করে রাজকীয় স্বৈরাচারে দেশকে শোষকদের দাসত্ব করতে বাধ্য করছে। মধ্য প্রাচ্যের আমেরিকা তার বড় ঘাঁটি যেমন রেখেছে ইস্রায়েলে তেমনি একটা ঘাঁটি গড়ে তুলেছে ইরাণে, মোসাদ্দেকের

পরিণতি তো তোমার জানা আছে। ইরাণ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। সামরিক শক্তি যখনই বৃদ্ধি করা হয় তখনই বলা হয় বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মূলত দেখা যায়, যে সব দেশে বেকার সমস্যা প্রবল, আহার্যের অভাব, দুর্নীতিতে জনসমাজের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম তখন নিজেদের ক্ষমতার আসনে শক্ত করে রাখতে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয় সেইসব দেশ। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা হস্তগত রাখার এই চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধর্ম। সেই কাজ ইরাণ করছে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্দান্ত উপজাতিদের মাঝেই অসন্তোষ বেশি। তারা শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চাদপদ। বেকার সমস্যা তাদের মাঝে ভয়ঙ্কর। তাদের আহার্যের অভাব রয়েছে। অথচ দুর্নীতি-পরায়ন শাসনব্যবস্থা কয়েকটি পরিবারের অর্থবিত্ত বৃদ্ধি করছে। এই জন্য ক্ষুব্ধ উপজাতিদের দমন করতে সামরিক বাক্তি বৃদ্ধিতে ইরাণ বেশি অর্থব্যয় করছে। শুধু ইরাণ নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই একই চেহারা। ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সর্বত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে। মুখ্যত অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভকে দমন করতে, গৌণত বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করতে।

কিন্তু সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে জনরোষ কি চিরকালের জন্য রোধ করা যায়?

যায় না ফইম। তা যদি যেত তা হলে হিটলার মুসোলিনীর পতন ঘটত না। ইস্রায়েলের মানুষকে বারুদের গাদায় বসিয়ে রেখেছে সে দেশের নেতারা। তাদের কোন কাজ তো নেই। একমাত্র কাজ বন্দুক ঘাড়ে করে কুচকাওয়াজ করা তাদের কাজ। কোন জাতি এভাবে দীর্ঘদিন কাটাতে পারে না। ইস্রায়েলের বর্তমান নির্বাচনই এর সাক্ষ্য বহণ করছে। দেশের মানুষ যুদ্ধ চায় না। হানাহানিতে তারা ক্লান্ত। সেজন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোন রাজনৈতিক

পায় নি। এটা সূচনা। এরপর দেখা যাবে জঙ্গীবাজদের আর কেউই ভোট দিচ্ছে না। মানুষের পাঁচটি নিম্নতম প্রয়োজন মেটাতে যারা হয়রাণ হয় তাদের সামনে যুদ্ধ একটা বিভীষিকা মাত্র। শাসকরা দেশের মানুষকে ঠকিয়ে যুদ্ধের মহরা দিচ্ছে, কিন্তু সেটা সহ্য করতে চাইছে না সবাই। তাই ইস্রায়েলের বর্তমান পার্লামেণ্টের সব সদস্য নির্বচনে জিততে পারেনি। গোলডা মেয়ারকে কোয়ালিশনে যেতে হবে।

ফইম জোহানের হাত ধরে টানতে টানতে টার্মিন্যালের শেষের দিকে নিয়ে গিয়ে বলল, আজ তোমার যাওয়া স্থগিত রাখ। চল আমার নতুন সংসারের অতিথি হয়ে কটা দিন কাটিয়ে যাও।

আমার যে অনেক কাজ। মিস্টার জোহান আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তাকে সংবাদ দেবার ব্যবস্থা করছি। মিস্টার জোহান নিশ্চয়ই বিমান বন্দরে তোমাকে রিসিভ করতে আসবেন। প্লেনের কোন যাত্রী মারফৎ খবর দিতে পারব।

কিন্তু টিকিট, রিজার্ভেশন, এসবের কি হবে।

সে সবের ব্যবস্থা করছি। তুমি যাত্রা স্থগিত রাখ।

নেহাত করতেই হবে। চল, একটা ট্যাক্সি ডেকে নাও।

সাইদা আর জোহান রাস্তায় জমিয়ে গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিল তাদের নতুন পরিচয়। সাইদা যেন সঙ্গী পেয়ে বাঁচল। জোহান নারী সঙ্গার চেয়ে পুরুষ সঙ্গী সম্বন্ধে চিরকালই বেশি আগ্রহী তবুও সাইদাকে খুব ভাল লেগেছে তার।

সাইদা হেসে বলল, ফইম বিশ্রাম চায় না। আমি জোর করে ধরে এনেছি। বাসস্থানও আমাকে ঠিক করতে হয়েছে।

জোহান মৃদু হেসে বলল, ফইম দেখছি খুব অনুগত।

মোটেই নয়। সুযোগ পেলেই ছুটে যায় মিশরে বড় সংসারে বদান্য করতে।

ফইমের আরেকটা সংসার আছে তা জানতাম না।

আমাদের সম্পর্কটা বেশ ভাগের ব্যাপার। কাজ নিয়ে ফইমকে বেইরুতে থাকতে হয়, সেজন্য সাহচর্যটা আমি বেশি পাই। এই টুকুই লাভ।

জংলী মোষকে তুমি তো বশ মানিয়েছ। আমি পারি নি।

না বোন, পুরুষ মানুষকে বশে রাখতে পারে যে কোন মেয়ে, যদি তার আন্তরিকতা থাকে আর থাকে নিষ্ঠা।

জোহান গম্ভীরভাবে সাইদার মুখের দিকে তাকাল।

সাইদার মেয়ে গাড়ির ঝাঁকুনীতে কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে কোলের ওপরে ভালভাবে টেনে নিয়ে সাইদা বসল।

সাইদা মৃদু হেসে বলল, মেয়েরা যা পারে পুরুষেরা তা পারে না বোন। বেন গুরিয়েন যা পারে নি গোল্ডা মেয়ার তা পেরেছে।

কোন কাজের এত তারিফ করছ বুঝতে পারছি না।

সাইদা হেসে বলল, আরব-ইহুদি লড়াই হয়েছিল বেন গুরিয়েন যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সে সময় লড়াই বন্ধ হতেই ইস্রায়েলী সৈন্যরা মোটামুটি নিজেদের পূর্ব ঘাঁটিতে ফিরে গিয়েছিল। গোল্ডা মেয়ারের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে ইহুদীরা আর ফিরে যায়নি তাদের পূর্ব ঘাঁটিতে। তারা যেসব জায়গা দখল করেছিল সেসব জায়গা ছেড়ে এক পা-ও পেছনে হটেনি। এটা নারীর কূটবুদ্ধিতে যা সম্ভব হয়েছিল, পুরুষ বেন গুরিয়েন তা পারেন।

জোহান হেসে বলল, নিজেদের প্রশংসা বেশি কর

তা নয়। যা সত্যি তাই বলছি। বিচার-বি

আমার কথাই ঠিক মনে হবে। শ্রীলঙ্কার ঘটনাটা

বন্দরনায়েকের মত মহিলা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্

ডেকে নামিয়েছিল বিদ্রোহীদের ধ্বংস ক

সৈন্য দিয়ে, বিমান দিয়ে, যুদ্ধজাহা

করতে কসুর করেনি। চিলির এলেন্দিকে রক্ষা করতে তো কেউ যায়নি। এটা বন্দরনায়েকের কূটনৈতিক কৃতিত্ব বলতে পার।

জোহান আবার হাসল।

হাসছ বোন। ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখ। সেখানেও মহিলা প্রধানমন্ত্রী, শুধু গরীবি হটাও এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করার দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে শোষকের সম্পদবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মহিলা প্রধানমন্ত্রীর কূটনীতিতে।' চুটিয়ে রাজত্ব করছে ইন্দিরা। এগুলো সম্ভব হয়েছে একমাত্র এরা মহিলা এই কারণে।

জোহান বলল, অন্যায় কাজ করেও যারা ক্ষমতা দখলে রেখেছে তাদের নীতিকে কূটনীতি বলা যায় না বোন, ওগুলো কুনীতি। পরিণাম কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়। রাশিয়ার সব ক্ষমতার অধিকারী ক্যাথারিনকেও বিষন্ন বিভীষিকাময় জীবন যাপন করতে হয়েছে। অন্যায়কারীকে যতই তুমি কূটনীতিক মনে কর না কেন, তার পরিণতি বড়ই বেদনাদায়ক হয়। এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে তোমার কথায় মনে হচ্ছে, পুরুষের পক্ষে হঠাৎ অতটা নিষ্ঠুর এবং মানবতাবোধহীন হওয়া যতটা কঠিন, নারীর পক্ষে তা নয়। নারীর ছলনা সুকার্যের চেয়ে অপকার্যে বেশি এগিয়ে দেয়। নারীর মহিমা হল গৃহে। তার কূটকৌশল গৃহকে সুন্দর করে। বৃহত্তর সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে যদি নারী ক্ষমতালোলুপ হয় তখন ভারসাম্য রাখতে না পেরে সে রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে, হীনকার্যে সে আত্মনিয়োগ করতে করে না।

বভাবে জোহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দাঁড়াল গন্তব্যস্থলে।

বিলি ছোট একখানা পাথরের বাড়ি।

ব সোরগোল থেকে বেশ খানিকটা

ঘুরে। পরিবেশটা ভালই মনে হল সাইদার। জোহনও বাড়িটার তারিফ করল।

বিকেল বেলায় আঙ্গিনায় চেয়ার পেতে বসল তিনজন। সামনে গরম কফির কেটলি আর কয়েকটা কাপ, প্লেটে খেজুর আর কাজু বাদাম। খেতে খেতে গল্পে মেতে উঠল।

জোহান জিজ্ঞেস করল, এত পেশা থাকতে তুমি কেন এই পেশা নিয়েছিলে?

ফইম জোহানের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধু হাসল।

হাসছ কেন ফইম? তোমার শিক্ষা, তোমার ভাবুক মন, এসব তো মোটেই একাজের উপযোগী নয়।

আমাদের দেশে তো পেশা সম্বন্ধে কারও কোনও বিচার করার নেই। জীবিকার জন্য পেশা খুঁজতে খুঁজতে যেটা পাওয়া যায় সেটাই আঁকড়ে ধরতে হয়েছে। এর বেশি তো কিছু নয়।

তুমি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাও না, সংসারের চিন্তা কর না, অথচ তুমি ঘোরতর রাজনৈতিক সমালোচক আর সংসারী। অদ্ভুত তোমার কাজকর্ম।

মূল কথা কি জানো, উগ্র জাতীয়তাবাদ অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা আমাকে এতকাল আচ্ছন্ন রেখেছিল। একটি ইরাকী দম্পতির সঙ্গে আলোচনায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ইহুদী যেমন আরব [illegible] আরব মুসলমানরা। লড়াইটা কিন্তু ইস্রায়েল-মি[illegible] লড়াইটা হল আরবের সঙ্গে আরবের। আ[illegible] এদের পেছনে দাঁড়িয়ে লড়াইটা চালিয়ে [illegible] না হয় আমরা সাম্রাজ্যবাদী বলে ধিক্কার দিতে [illegible] কেন এই হাঙ্গামায় জড়িয়েছে। তার সমাজতন্ত্র [illegible] জর্ডন ইত্যাদি দেশ গ্রহণ করে নি। সমা[illegible] এই লড়াই নয়। এই লড়াই হল [illegible]

দুটো বৃহৎ শক্তির লড়াই। রাশিয়াকে চীন দোষারোপ করছে সংশোধনবাদী এবং সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদী আখ্যায়। রাশিয়ার বর্তমান ভূমিকা নিশ্চয়ই চীনের অভিযোগ প্রমাণ করছে। যাই হোক, এই সব কারণে নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না।

জোহান বলল, রাশিয়ার ওপর তোমার মনোভাব তো ভাল নয়।

খারাপ নয়। আরবদের বিপদের সময় রাশিয়া এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আজ আরব সংহতি বুঝেছে রাশিয়া একমাত্র মিত্র বরং ত্রাণকর্তা। সে জন্য আমার মনোভাব খারাপ হতে পারে না। তবে আমার বিচার্য বিষয় হচ্ছে, এই দুই শক্তির ছত্রছায়ে দাঁড়িয়ে আরবের সঙ্গে আরবের লড়াইতে সাম্রাজ্য-বাদী চরিত্রই প্রকট হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হানাহানি করতে করতে বর্তমানে ভাঙ্গনের শেষ সীমায় উপনীত। যেখানে সাম্রাজ্য-বাদী ধনতন্ত্রীদের অশুভ স্পর্শ সামান্য মাত্র আছে সেখানে আছে দুর্নীতি আর শোষণ। কোথাও গণতন্ত্রের নামে কোথাও রাজতন্ত্রের নামে এই শোষণ পেষণ ও শাসন সামরিক শক্তির পরোক্ষ সহায়তায় চলছে। সেজন্য আরব ভূমির মানুষকে তাদের ভুল বুঝতে হবে। ইহুদী ও মুসলমানদের পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতে হবে।

সদিচ্ছা থাকলেই তা পূরণ হয় কি? ইস্রায়েলের অবস্থা তো দেখছ।

যলকে সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী মনে করি। তার অবস্থা হবেই। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রে থাকবে ব্যক্তি থাকবে হিংসা, ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। মুক্ত নয়। এইবার নির্বাচনে গোলডা মেয়ার ও গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। কোয়ালিশনে গোলডা মেয়ার। অথচ ইস্রায়েলের সবচেয়ে ল থাকে ইহুদীরা। সেই লৌহমানব

মোসে দায়ান সমস্যা সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রীসভায় মোসে দায়ান যোগ তো দেয়নি উপরন্তু মোসে দায়ান এবার গোলডা মেয়ারের প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষমতার শীর্ষে বসতে দুজনে সমান ব্যগ্র ও সচেষ্ট। ইস্রায়েল গঠনে মোসে দায়ানের অবদান মোটেই কম নয়। বিপদের সময় গোলডা মেয়ার ও মোসে দায়ান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশকে বাঁচাতে সম্মিলিতভাবে সব কাজ করেছে। তবুও তাদের মধ্যে কোন বুঝাপড়া নেই বলেই এই অবস্থা দেখা দিয়েছে ইস্রায়েলের যে অবস্থা তা দেখেই তো বুঝেছি, সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার অন্তিমকাল এগিয়ে এসেছে।

তোমার উদ্দেশ্য বিশ্রাম। পরবর্তী কোন প্রোগ্রাম নেই?

পরবর্তী প্রোগ্রাম হল সমগ্র আরব রাজ্যে প্রচার চালানো। আমার বড় কাজ হবে সবাইকে বুঝিয়ে বলা, ইহুদীরাও আরব, মুসলমানরাও আরব। তাদের লড়াই হল ভ্রাতৃহত্যার নামান্তর। এই পাপ থেকে সবাই যেন বিরত থাকে। যারা এই পাপ কাজ করছে বা করবে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

জোহান নির্বিকারভাবে অনুধাবণ করতে চেষ্টা করছিল ফইমের বক্তব্য। বলা শেষ হতেই নীচুগলায় বলল, ধর্ম নিয়ে যত লড়াই, যত নরহত্যা হয়েছে দুনিয়াতে তার শতাংশের একাংশও রক্তপাত ঘটেনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। এই যে আ
লড়াই, এতেও ধর্মীয় মোহ ও উন্মাদনা কাটেনি
গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঐশ্লামিক ঐক্য স্থাপে
হচ্ছে পাকিস্তানে। এর উদ্যোক্তা হল পাকিস্
জুলফিকর আলি ভুট্টো।

ফইম বলল, বিচিত্র এই মানুষটি।
টুকরো টুকরো করতে ভুট্টোর ভূমিকা
পাকিস্তানীদের প্রাধান্য বজায় রাখ
গণহত্যা ঘটেছিল তার নায়ক

ছিল এই ভুট্টো। যে ব্যক্তির চক্রান্তে ঐশ্লামিক ঐক্য স্বদেশে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, যে ব্যক্তি স্বৈরশাসনে বেলুচিসস্তান-পাখতুনিস্তানে চলছে চণ্ডনীতি সেই ব্যক্তি হল ঐশ্লামিক সম্মেলনের হোতা। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে বল।

জোহান ফইমের কথার সাথে নিজের বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে বলল, ঐশ্লামিক সম্মেলনের প্রয়োজন কিছু আছে কি? ইরাণ হল স্বৈর-শাসকের দেশ, এরই মত স্বৈরশাসন চলছে সৌদী আরবে, জর্ডানে। এদের নীতি সকল সময়ই হল সাধারণ মানুষের স্বার্থহানিকর। আবার ইন্দোনেশিয়া' লিবিয়া, কুয়ায়েত হল ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র। এরা বিরোধীদের কণ্ঠচ্ছেদ করে এসেছে এতকাল। আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রী। এর স্বরূপ ঠিক জানা যায়নি এখনও। এই সব বিভিন্ন বিপরীত স্বার্থের রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসলামের জিগীর দেবে, ঐশ্লামিক ঐক্যের কথা বলবে কিন্তু কায়েমী স্বার্থে আঘাতের আশঙ্কা করলেই এই ঐক্য ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

আরও সমস্যা রয়েছে। পৃথিবীর সর্বাধিক মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র বাংলাদেশ এই সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মত।

ঠিক অসম্মত নয়। মান অভিমানের পালা চলছে। বাংলাদেশ চায় পাকিস্তান তাকে সমমর্যাদা দান করুক; সেটা এখনও হয়নি। বাংলাদেশ যোগ দেয়নি। অবশ্য বাংলাদেশ নিজেকে ধর্ম-ঘোষণা করেও ঐশ্লামিক সম্মেলনে যোগ দিতে ন সোনার পাথরের বাটি।

দেশের মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল সে আদর্শচ্যুত হয়েছে স্বরূপ বলা যায়, ভারতের কৃপায় শাসন ল পলাতক কায়েমী স্বার্থের বণিক। ত করে মুজিবের নামের মোহ সৃষ্টি হস্তগত করেছিল। দেশের মানুষ

এই অবিচার সহ্য করতে রাজি নয়। আদর্শচ্যুত শাসক চিরকাল যা করে তাই করছে মুজিবর। স্বৈরাচারীর ভূমিকায় নেমেছে সে। তার পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষতার বচনদারী করার পর ঐস্লামিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়।

বাংলাদেশকে সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ঐস্লামিক ঐক্য সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। সরাসরি যে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ ছিল, তা না করে মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করছে। স্বীকৃতি পাবে?

নিশ্চয়ই পাবে। ওদের কথা হল আমরা যা হইনা কেন, আমরা মুসলমান।

তার সঙ্গে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক? ভারতে যত মুসলমান বাস করে পৃথিবীর যে কোন একটি রাষ্ট্রে তা বাস করে না। ভারতকে সম্মেলনে যোগ দিতে ডাকা হয়নি। ভারতও এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। মুজিব কম আগ্রহী নয়। অর্থাৎ মুজিব মুখে যাই বলুক, তার ভিত্তি যে মুসলমান তা একটি বারের জন্য ভুলে যায়নি। হয়ত আজকালেই উদ্দেশ্য জানা যাবে। সত্যি সত্যিই ইসলামীয় ধর্মের কলমা পড়াতে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

অন্ধকার নেমে আসতেই সবাই উঠে গেল।

জোহান আর সাইদা সেজেগুজে বের হল বাগদাদের বা[illegible]

বাজার শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরেই সাইদা [illegible] মন দিল।

ফইম ব্যাগ থেকে পুরাণো সংবাদপত্রগুলো বের [illegible] থাকে তারিখ অনুযায়ী। কবে যুদ্ধ আরম্ভ, কবে শে[illegible] অগ্রগতি ও পশ্চাদগতি খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে [illegible] জনমত হল, মার্কিন সচিব কিসিংগারকে [illegible] যুদ্ধ বিরতির জন্য বিশিষ্ট ভূমিকা গ্র[illegible]

হাঁ, কিসিংগার ছুটোছুটি [illegible]

ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার চেয়ে ইস্রায়েলের অধিকার অক্ষত রাখতেই তিনি বেশি পরিশ্রম করেছেন। তবুও সাময়িক শান্তি আনতে কিছুটা ভূমিকা তার আছে যার জন্য কিছুটা প্রশংসাও তার প্রাপ্য।

সিরিয়া আর ইস্রায়েলের বিবাদটা যেন বেশি।

সিরিয়ার কাছে ইস্রায়েল দাবী করেছে যুদ্ধবন্দীর তালিকা। সিরিয়া তালিকা দিতে রাজি নয়। যতক্ষণ ইস্রায়েল গোলান উপত্যকা ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে না যাচ্ছে ততক্ষণ কোন ভাবেই ইস্রায়েলের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। উভয় পক্ষই অনমনীয় মনোভাব নিয়ে পরস্পরের দিকে কামান উঁচু করে রয়েছে।

তেল বন্ধ করা হয়েছে। যেটুকু দেওয়া হয়েছে তার মূল্য অত্যধিক করা হয়েছে। এত বেশি মূল্য দিয়ে তেল কিনতে অনেক দেশেরই বিদেশী সঞ্চয় শেষ হয়ে যাবে। সব দেশই শঙ্কিত।

এক ডলারের তেলকে যদি দশ ডলার দিয়ে কিনতে হয় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে অন্য সকল ভোগ্য পণ্যের ওপর। যে গম আরবরা কিনছে তুটাকা ডলারে তা কিনতে হবে অধিক মূল্যে। এর ফলে ['ফীতি হবে, ভোগ্যপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ে কোন স্থায়ী মূল্য পাবে না কেউই।

জোহান পাশের ঘরে বসে সংবাদ শুনছিল।

ধ্যানভঙ্গ করতে জোহান তখন হাজির হল। ফইমকে

দিয়ে বলল, খবর শুনেছ?

কিসের খবর?

সম্মেলনের প্রাক্কালে পাকিস্তান সর্তহীনভাবে বাংলা-

ভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছে।

স্বীকার করেছে জুলফিকার আলি ভুট্টো।

লাহোর পৌছেছেন এই সম্মেলনে

ীবও দিয়েছে।

ফইম নিরাসক্তভাবে বলল, স্বাভাবিক। এর চেয়ে উঁচুদরের আদর্শ মুজিবের কাছে যারা আশা করে তারা বেকুব।

তুমি তো এই বলেই শেষ করলে, ফলাফল কি হবে তা বলছ না কেন?

ভবিষ্যতের বংশধররা বলবে, মুজিব সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধময় নর্দমায় রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেছিল। এটা তারই শেষাং অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। শেষ এখনও হয়নি। অভিনয় উপ হবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু মুসলিম দেশ আলবেনিয়া তো যোগ দেয়নি।

পৃথিবীর একটিমাত্র মুসলীম অধ্যুষিত দেশ আলবে সমাজতন্ত্র স্বীকৃত রাষ্ট্রনীতি। সমাজতন্ত্রীরা মুসলম নয়, ইহুদী নয়। তারা মানব সন্তান। মানবতার ইসলামের নামে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না,

ইরাক কেন গেল?

ইরাক পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। ভাবে অস্বীকার করতে পারেনি। সেজন্য কা তারাও গেছে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস বিশ্বাস করে না। তারা জানে ধর্ম আর উদরাময় হয়। যারা এই সম্মেলনের অং কোনদিনই শান্তি থাকবে না। সা হয়ে স্বদেশের মানুষদের শোষণ করবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায়

জোহান চুপ করে র

বলল, 'হুঁ', তারপরই উ

ফইম কাগজপত্র

সাইদা এসে ব

ফইম বলল